(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৮ নং [illegible] রো, [illegible] মোশন প্রেসে

এন্, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩।

মূল্য ॥৵০ আনা

উলূপী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন।

নারদ।

নারদ। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

বাসুদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুর, আর তোমাকে দেখতে পাইনা কেন ? ঠাকুর হেসে বললেন, নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে নেই, যোগীর হৃদয়ে নেই। যেখানে আমার ভক্ত আমি সেইখানে আছি। যেখানে ভক্ত সেখানে আমার অন্বেষণ কর, আমাকে দেখতে পাবে। যেখানে ভক্তি সেইখানেই ভগবান। আমি ভক্তির কাঙ্গাল। ভক্ত খুঁজতে আমি ভারতের প্রান্তে, এই অনার্য্য জাতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত নাগভূমে এসে উপস্থিত হয়েছি। পতিপরায়ণা উলূপী, ভক্তিময়ী গন্ধর্ব্ব রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা আর তাদের দুটী পুত্রকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর আমার আজকাল এই সকল সহচব নিয়েই ঘুরে বেড়ান। তাইত একি আশ্চর্য্য।

জন্তু, তোমার বনের বাঘ উজোড় করবো। নাও, সর—সন্ধ্যা হয়!

নারদ। তোর ভয়ে বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু আমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে।

ইলা। রক্ষা করতে চাও, তোমার চরণ প্রান্ত বিদ্ধ হবে।

নারদ। বলিস কি!

ইলা। আর বলাবলি কি, কর্ত্তব্য স্থির ক'রে তবে বনে প্রবেশ করেছি।

নারদ। বালক! এই বিপন্ন পশু ক'টার কাতর রোদনে তোর প্রাণ কি একটুও বিগলিত হ'ল না?

ইলা। কেন হবে না ঠাকুর, এই দেখ না আমারও চক্ষে জল ঝরছে, কিন্তু কি করবো ঠাকুর, এ আমার কর্ত্তব্য। মা আমার পাগলিনী, এ বন থেকে ও বন ঘুরে বেড়ায়।

নারদ। মায়ের শরীর রক্ষী হয়ে সর্ব্বদা তা'র সঙ্গে থাকনা কেন।

ইলা। মা যদি আমায় কোথাও যেতে আদেশ করে।

নারদ। তুই তা'দের বিনাশে কৃতসংকল্প, আমিও তা'দের রক্ষায় কৃতসংকল্প।

ইলা। বেশ রক্ষা কর। (ধনুতে পুনঃ বাণ যোজনা)

নারদ। ক্ষুদ্র বালক, এত বলদর্প! জানিস আমি মুহূর্ত্তে তোর হস্ত স্তম্ভিত করতে পারি।

ইলা। চোখ রাঙাও কেন ঠাকুর, কর না। আর এতই যদি শক্তির অহঙ্কার তাহ'লে ওই প্রাণীগুলোকে ফলমূলাশী করনা কেন। স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলে কি তা'দের উদরপূর্ত্তি হয় না?

নারদ। যা ভাই, তো'কে পারলেম না। এই একটা মণি নে, এই মণি তোর মাকে দিগে যা, তাহ'লে তোর মায়ের আর হিংস্র জন্তুর ভয় থাকবে না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। এই নে ভাই, সাবধান করে নিয়ে যা যেন ফেলে দিসনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ওই বাজে বাঁশি গহন বনে।
কি জানি কি সখা — দেয়নাকো দেখা
খেলে মোর সনে সঙ্গোপনে॥
আমি যত যাই সুর যায় সরে,
সমীর কাঁদে শুধু সুরে সুরে—
আমি খুঁজি তারে সে খোঁজে কি মোরে
না জানি কি জাগে তার প্রাণে॥
পথে পথে ঢেলে ভুলের রাশি—
ভুলে ভুলে খেলা ভাল বাসাবাসি।
এমন ভুলের সুরে কে বাজালে বাঁশি!
প্রাণ চলে যায় ভুলের টানে॥

[প্রস্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

তাইত! বন প্রবেশ মুখে, একি আতঙ্কের শব্দ আমার কাণে প্রবেশ করলে! মনটায় কেমন সংশয় উঠলো যে এখন ও

ত ইলাবন্ত ফিরলো না! তাইত! অবহেলায় ছেলেটাকে সত্যি সত্যি হারালুম নাকি! এতক্ষণ ইলাবন্ত বলে ডাকলুম, কই কোন উত্তর পেলুম নাত! অন্ধকার ঘেরে এলো, দৃষ্টিশক্তি রোধ হ'ল, তাইত কি করলুম! বনে থাকলে সেকি আমার কথা শুনে এতক্ষণ চুপকরে থাকতো—এখনি যে মা মা বলে আমার কাছে ছুটে আসতো! বালক কি আমার বনে পথ হারাল, হিংস্র জন্তুর কি গ্রাসে পড়ল? ইলাবন্ত!

আমায় নিরাশ ক'রনা হরি।
ভুলের ভিতরে বাস বারোমাস,
আমি আতুরা অবলানারী॥
কি জানি কোথায় যাই,
আঁধারে দিশে না পাই,
চলিতে চলিতে পাছু ফিরি।
সংসারে সকলে টানে
চাহি আমি কার পানে,
কারে আত্ম কারে পর করি॥

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এই যে, এই যে, মা মা!

উ। বনদেবী! বড়ই প্রাণটা ব্যাকুল হয়েছিল মা! একমাত্র সন্তান; তুই এতকাল তাকে রক্ষে করে আসছিস্। ও তোরই সামগ্রী বলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।—এত দেরী করতে হয় দুষ্টু ছেলে। সবাইকে ভাবিত করে তুলে ছিলি! নে চলে আয়।

ইলা। সেই খুঁজতে এলিত দেরী ক'রে এলি কেন মা, আর একটু আগে এলে একটা জিনিষ দেখতে পেতিস্।

উলূপী। কি,— জিনিষটে কি?

ইলা। তাহলে আয়, আমার সঙ্গে বনে আয়, তোকে দেখাই।

উলূপী। আর দেখাতে হবে না। তোর দাদা অস্থির হয়েছে ঘরে চল্। হতভাগ্য সন্তান, কা'কেও না বলে এমন অসময়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিস! জীবনের আশঙ্কা নাই?

ইলা। যাবিনি?

উ। না কোথায় যাব?

ইলা। তবে বলি, শোন্। তুই দিবারাত্রি বনে বনে ঘুরিস আমার তাতে বড় ভয় হয়! কি জানি কখন কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক থাকবি, আর তখন যদি বাঘে তোকে তুলে নিয়ে যায়! আমি খেলাতে খেলাতে অন্যমনস্ক হয়ে হয়তো কতদূর গিয়ে পড়বো, দেখতে পাব না। এমন মা'টী তুই আমার বাঘের পেটে যাবি, তাই বড় ভয় হয় দাদা লোক সঙ্গে দিলে তাড়িয়ে দিবি, কাজেই তোর জন্য আমি মন খুলে খেলাতে পারি না। তাইতে হয়েছে কি জানিস মা, মনে মনে আজ স্থির করেছিলুম, বনের বাঘ উজোড় করবো।

উলূপী। বুনোদের মাঝে থেকে থেকে তোরও বুনো বুদ্ধি হয়েছে। ভুলে গেছিস তুই আমার গর্ভে জন্মেছিস; তোকে দেখলে যে বাঘ ভয় পায়, সে বাঘ কি আমার কাছে আসতে সাহস পাবে! সেকি বুঝতে পারে না যে এই অবলা রমণীই তার মৃত্যু ভয়ের ঘর।

ইলা। তবে সেই সে দিন তেড়ে এসেছিল কেন?

উলূপী। সে দিন আমার মুখ দেখোনি, তাই বুঝতে পারোনি আমি তোর জননী।

ইলা। তা হ'তে পারে, কিন্তু আমিতো বুঝতে পারিনি * তাই ব্যাঘ্রকুল নির্ম্মূল করবো ব'লে এইখানে এসে উপস্থিত হলুম। এসে দেখি এক বৃদ্ধকে ঘেরে বনের সব হিংস্র জন্তু ওই গাছটার তলায় বসে আছে।

উলূপী। বৃদ্ধ!

ইলা। জটাধারী গায়ে নামাবলী—হাতে বীণা—এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! মা এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী!

উলূপী। তারপর?

ইলা। আমি জন্তুগুলোকে এক স্থানে পেয়ে মহানন্দে যেমন ধনুতে বাণ যোজনা করলুম, বাঘগুলো ত্রাহি ত্রাহি করে উঠলো। অমনি সন্ন্যাসী ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও বলে আমার কাছে ছুটে এল। আমি তখন স্থির সঙ্কল্প, বামুনের কথা কাণেও তুললুম না।

উলূপী। আ হতভাগা ছেলে, ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা করে প্রাণী হত্যা করলি! আমার সর্ব্বনাশ করলি!

ইলা। চুপ করনা বেটী, কথা শেষ না হ'তে হ'তেই চেঁচিয়ে উঠিস কেন?

উলূপী। তাই বলি বাসুদেব যার সহায় তা'র জন্য আমার প্রাণ কাতর হয় কেন! তাঁর হতভাগা বর্ব্বর সন্তান নিত্য তার পুণ্যক্ষয় করছে তাকি জানি!

ইলা। আরে মর বেটী, আমি আগে কি বলি শোন, তার পর গাল দিতে হয় দিস। যাকে ভক্তি করতে হয় আগে বলেছিলি কেন বেটা!

উলূপী। মাতৃভক্তির অছিলা করে তুই জীবহত্যা করবি।

ইলা। তবে রোস বেটী, একটা বাঘকে নিমন্ত্রণ করে এনে তোর মুণ্ড খাওয়াচ্ছি।

উলূপী। দূর হ’ সুমুখ থেকে কুরুকুলাঙ্গার। নাগবংশের স্বভাব পেয়েছ, খলতা শিখেছ ?

ইলা। একি কথা বললি মা! ও কি কথা বললি মা! কুরু কুলাঙ্গার কি মা!

উলূপী। জনার্দ্দন, এই বালকের অপরাধ যেন আমার স্বামীতে স্পর্শ না ক’রে। দেখো ঠাকুর, দেখো দয়াময়, আমাকে অভাগিনী ক’রনা।

ইলা। এ সব কি কথা মা!

উলূপী। ছিছি! ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা! অতি গর্হিত কাজ! মহাপাপ করেছিস ইলাবন্ত।

ইলা। না, এ বেটী কইতে দিলে না। বলি তুই ব্রাহ্মণের কথা না উঠতেই চেঁচাতে লাগলি, কিন্তু সে আমার কথা শুনে খুসী হয়ে আমাকে একটা মণি উপহার দিলে। বলে দিলে, এই মণি তোর মাকে দিগে যা। এ মণি কাছে রাখলে তোর মায়ের আর বন্যজন্তুর ভয় থাকবে না। ঠাকুর থাকলে তোকে দেখাতুম, যখন নাই, তখন আর কি করবো। এই মণি দিলুম, নে, নিয়ে বনে ঘুরতে হয় ঘোর, বাঘের মুখে যেতে হয় যা, আমার তা’তে আর কোন আপত্তি নাই। (প্রস্থানোদ্যত)

উলূপী। ওরে শোন, শোন, ঠাকুর আর কি বললে বলে যা।

ইলা। আর কিছু বলেনি।

উলূপী। আমার ছেলে হয়ে ঠকে এলি! অমন দয়াল ঠাকুর পেয়ে একটা তুচ্ছ মণি নিয়ে চলে এলি!

ইলা। খুব করেছি।

[প্রস্থান।

উলূপী। বটে, তবে এই তোর মণি ফেলে দিলুম।

(নারদের পুনঃ প্রবেশ)

নারদ। কর কি মা, কর কি মা, সঞ্জীবন মণি তোমার পুত্রের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তোমায় দিয়েছি। অবহেলায় নিক্ষেপ ক'র না, দেবতার আকিঞ্চন হাতে পেয়ে ফেলে দিওনা।

উলূপী। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর তোমার মণি তুমি ফিরিয়ে নাও। বালক পেয়ে মণি দিয়ে ভুলিয়ে দিলে! আশীর্ব্বাদ করলে যে এইরূপ সহস্র মণির কার্য্য করতো!

নারদ। মণির সঙ্গে সঙ্গে আশীষও দিয়েছি। বহু আরাধনায় প্রাপ্ত যোগেশ্বরদত্ত এই মণি, অকাল মরণের ঔষধ, কাছে রাখলে মৃত্যু ভয় থাকবে না। যদি তোমার প্রিয়জনের মধ্যে কা'রও মৃত্যু হয়, তাহ'লে এই মণি তা'র বক্ষে স্থাপিত ক'র। মণির জ্যোতিঃ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণ-রসে পরিণত হবে।

উলূপী। যদি বহু আত্মীয়ের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়?

নারদ। শুদ্ধ একবার। মৃতের দেহে জীবন সঞ্চার করেই এ মণি নিষ্প্রভ।

উলূপী। আমায় পরীক্ষায় ফেলতে চাও কেন ঠাকুর। স্বামী, পুত্র, পিতা আমার কত আত্মীয়, কা'কে রেখে কা'র মুখ চাইব! তোমার মণি তুমিই নাও।

নারদ। তবে দাও, শীঘ্র দাও। কুরুক্ষেত্রে সমরানল

প্রধূমিত, দুই চারদিনের মধ্যে জ্বলে উঠবে, আমি আর বেশীক্ষণ এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

উলূপী। কিসের জন্য ঠাকুর?

নারদ। রাজ্য উপলক্ষ করে কুরুপাণ্ডবে বিসংবাদ, বিনা যুদ্ধে তা'র নিবৃত্তি হবে না। দাও মা, যদি মণি গ্রহণের অভিলাষ না থাকে, শীঘ্র ফিরিয়ে দাও।

উলূপী। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ! স্বামী তা'হলে ত আমার সে ভীষণ যুদ্ধে যোগ দান করবেন। তবে থাক্ (প্রণাম) কৃপাময়! মণিই যদি আপনার কৃপার নিদর্শন তখন একে আর ফেরালেম না, কাছে রাখলেম।

নারদ। সন্তুষ্ট হলেন নাগনন্দিনী, আশীর্ব্বাদ করি স্বধর্ম্ম পালন কর। বীরজননী! ঘরে যাও, গিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান কর। বালক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুক।

[উলূপীর প্রস্থান।

নাগনন্দিনী! মণি দিলেম না, অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেম। এই জটিল সমস্যাময় সংসারে দেখবো মা কেমন করে তুই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিস! নারায়ণ প্রেরিত হয়ে নাগকন্যাকে দেখতে এসেছি, মণি দিয়ে মণির পরীক্ষা। সৌন্দর্য্যময়ী! যেন হতাশ না হই। হরি। হরি।

তৃতীয় দৃশ্য।

দরদালান।

অনন্ত ও ইলাবন্ত।

অনন্ত। কি হয়েছে দাদা ?

ইলা। আমি আজ এক মাণিক পেয়েছি।

অনন্ত। কোথায় পেলি দাদা ? কেমন মণি দাদা ?

ইলা। সুন্দর মাণিক। এক ঠাকুর আমায় দিয়েছে।

অনন্ত। বামুনকে কিছু দিতে পারিস না, নিলি কেন দাদা। তোর ঘরে কত মণি গড়াগড়ি যাচ্ছে, তোর আবার বামুনের কাছ থেকে মণি নেওয়া কেন দাদা।

ইলা। সে মণি তোমার রত্নভাণ্ডারে নেই। সে সুন্দর মণি যার কাছে থাকে তার মৃত্যু ভয় থাকে না।

অনন্ত। বলিস কি !

ইলা। যদি কা'রও অকালমৃত্যু হয়, সেই মণি মৃতদেহের বুকে দিলে সে তখনি বেঁচে উঠবে।

অনন্ত। বলিস কি ! অবাক করলি যে ভাই। কৈ সে মণি ?

ইলা। মাকে দিয়েছি।

অনন্ত। এই সর্ব্বনাশ করলে ! সে হতভাগা মেয়েকে দিতে গেলি কেন ! সে এখনই হয়তো স্বামীর মঙ্গলের নাম করে সেই মণি কোন দেবতাকে উচ্ছুগ্গু করে দেবে। শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটী দেবতা, সে বেটীর দেবতা কোটী কোটী--সংখ্যা নেই।

কোথায় যে তা'র কোন্ দেবতা পড়ে আছে, তারতো ঠিক নেই, এখন দিয়ে ফেললে পাবি কি করে!

ইলা। তার জন্যে মণি এনেছি তাকে দিয়েছি, তারপর থাকে না থাকে আমার কি!

(উলূপীর প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে, এই যে, মণিটে দিতে এসেছিস মা?

উলূপী। কোন্ মণি?

অনন্ত। এই যে খানিক আগে ভাইজী তোকে দিয়েছে।

উলূপী। তা সেত আমায় দিয়েছে, তোমায় দেব কেন!

অনন্ত। এই দেখ পাগলামী আরম্ভ করে। মণি তোরই হ'ল, তা'তে আমার কাছে রাখতে দোষ কি! তোর মা মাথার ঠিক নেই, কোথায় ফেলে দিবি! এমন অমূল্য মণি যদি ভাগ্যক্রমে পেয়েছিস, দে মা আমার হাতে দে, আমি যত্ন করে তুলে রাখি।

উলূপী। সে মণি আমি কা'কেও দেব না।

অনন্ত। এই দেখ লেঠা বাধিয়ে বসল! ওরে বোকা মেয়ে, আমি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি, আমি নিজে বাঁচবার জন্য কি এই মণি চাইছি। মা পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যে যদি এই সোণারচাঁদ আমার গৃহে উদয় হয়েছে, তখন তা'কে রক্ষা করবার উপায় দেখা চাইনি কি মা? দে মা দে—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব না—তোদের জিনিস তোদেরই থাকবে।

উলূপী। দেব?

অনন্ত। হাঁা মা দে। আমি তুলে রেখে দেব বইত নয়, মাঝে মাঝে দেখতে চাস দেখতে পাবি—দে।

২

উলূপী। এই নাও—কিন্তু দেখ যখন চাইব তখনই দিতে হবে, ওজর আপত্তি করতে পারবে না।

অনন্ত। কিছু করবো না। কিছু করবো না! তবে যে জন্য চাইবি মা, ভগবান যেন সে বিপদ না ঘরে এনে উপস্থিত করেন। এ শোভার জিনিস যেন শোভাই থাকে, একে যেন আর কাজ না করতে হয়। দে মা—আবার হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উলূপী। না আমার কাছে থাক।

অনন্ত। আবার কি হ'ল? আচ্ছা তুই যা ভয় ভাবছিস, যা মনে ক'রে আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিস—ঈশ্বর না করুন, তাই যদি হয়—যদি তোর স্বামীর কোন প্রকার বিপদ ঘটে, তাহ'লে তখনি বার করে দেব। ছি ছি আমাকে কি নরাধম ঠাওরেছিস? আমি নিজ হাতে বনের ভেতর থেকে এত বড় একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলুম, আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? কিছু বুদ্ধি নেই? যখন চাইবি তখনই পাবি, এখন আমার কাছে দে, হারিয়ে ফেলবি।

ইলা। ভয় করছিস কেন, দেনা মা। আমি যদি মরি, আর তোর অমতে যদি দাদা আমাকে বাঁচাতে চায়, আমি বাচব না। আমি প্রাণ না নিতে চাইলে দাদা কি জোর করে আমাকে প্রাণ গছিয়ে দেবে। বুড়োর সাধ্য কি! দে তুই নির্ভয়ে দে।

উলূপী। তোর দাদার কথায় বিশ্বাস হয় না।

অনন্ত। কি! কি বললি সর্ব্বনাশী! আমার কথায় বিশ্বাস হয় না? যা দূর হয়ে যা। তোর মণি নিয়ে তুই দূর হয়ে যা। অবাধ্য কন্যা! অসমসাহসিনী! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বললি!

উলূপী। রাগ কর কেন বাবা। যে দিন আমাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলে সেই দিনই না তুমি আমাকে বলেছিলে, মা এতদিন আমার ছিলি এখন থেকে হলি এই মহাপুরুষের। আমার যা কিছু গুরুত্ব দেবত্ব সব একে সমর্পণ করলুম। এর মঙ্গল চিন্তাই তোর ধর্ম্ম, এর অনুবর্ত্তিনী হওয়া—এর আদেশে আপনাকে চালিত করাই তোর কর্ম্ম। তুমিইতো আমাকে স্বামী-পূজা করতে উপদেশ দিয়েছ। তোমার আদেশ, গুরুর আদেশ জ্ঞান করে আমি স্বামীর আরাধনা করি। নির্জ্জনে বসে স্বামীর মঙ্গল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তবে এখন এ অভিমান কেন? এ খেদ কেন? মনে এ ঈর্ষা কেন?

অনন্ত। স্বামীই কি তোর দেবতা হ'ল? আর আমি জন্মদাতা—শাস্ত্রমতে পরম দেবতা—আকাশ হতেও উঁচু, তোর চক্ষে কি আমি কিছু নই? আমাতে কি একটা তৃণেরও উচ্চতা নেই।

উলূপী। তুমি দেবতা, কিন্তু দেবতায় দেবতায় যদি ঈর্ষা দ্বেষ বিবাদ অবস্থান করে, তবে দৈত্যদানব কি অপরাধ করেছে? তা'দের আমরা ঘৃণা করি কেন?

অনন্ত। ঈর্ষা দ্বেষ কিসে দেখলি? অর্জ্জুন যখন এ রাজ্যে ভ্রমণ করতে এল, তোরই সঙ্গেতো প্রথমে দেখা হ'ল। কিন্তু তুই তা'কে আদর অভ্যর্থনা কিছুই না করে পথ হতে বিদেয় করে দিয়েছিলি। সে তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, তুই মুখ ফিরিয়ে চলে যাস।

উলূপী। তখন তিনি কে আর তুমি কে। তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল। তখন তুমি দেবতা! তোমার

আদেশে আমি চন্দ্রশেখরের পূজা করতে চলে ছিলুম। তুমি বলেছিলে একমনে চলে যাবি, পথে কা'রও সঙ্গে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করবিনি।

অনন্ত। বেশতো, তার ফলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরকে স্বামী পেয়েছিস্। কিন্তু আমি কি করেছিলুম—তার আগমন সংবাদ পেয়ে বহু সম্মানে তাকে গৃহে আনলুম, নানাবিধ উপহার সমেত তুই সর্ব্বনাশীকে দান করলুম, এক বৎসর এ স্থানে অবস্থান করলে, এক দিনের জন্যও অমর্য্যাদা করলুম না।

উলূপী। কিন্তু যেই তা'র সন্তান হ'ল অমনি কৌশলে তা'কে দেশ হ'তে দূরীভূত করে দিলে।

অনন্ত। আমার কৌশল না তা'র কৌশল। যে কয়দিন অজ্ঞাত-বাসের জন্য এই পর্ব্বত প্রদেশে তা'র থাকার প্রয়োজন ছিল, সেই কয়দিন এখানে রইল সময়ও উত্তীর্ণ হ'ল—দ্বাদশ বৎসরও পূরে গেল, আর কার্য্যের ছল করে - তুই বোকা মেয়ে তোকে কি ছাই পাঁশ বুঝিয়ে চলে গেল।

উলূপী। তা'র কার্য্য আছে তাই গেল, তা'তে তোমার কি?

অনন্ত। ওই —ওই —মাথামুণ্ড কার্য্যইতো তার অছিলা। তোর মতন বোকা সর্ব্বনেশে হাড়্‌হাভাতে মেয়ে না হলে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এত দুঃখ ভোগ করতে হয়? বেশ, স্বামীর কার্য্যই যদি আছে জানিস্, তবে পথে পথে বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে তা'র জন্য কেঁদে কেঁদে মরিস কেন?

উলূপী। কেঁদে কেঁদে মরিস কেন! সেতো তোমারই আচরণে। তোমার ভিতরে সরলতা দেখতে পেতুম তা'হলে আমাকে কাঁদতেও হ'ত না, আর তোমার অবাধ্য হয়ে আমাকে

জীবন কাটাতে হ'ত না। তিনি চলে গেলেন তাঁর ইচ্ছা। তুমি কেন তাঁর সন্তান তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে না। এ পুত্রে তোমার অধিকার কি? একি পুত্রিকা সন্তান? বভ্রুবাহন? আমি কি তোমার অভিপ্রায় বুঝিনি? পুত্রহীন, স্বরাজ্য রক্ষার জন্য দৌহিত্রের লোভে তুমি আমাকে সমর্পণ করেছিলে। কিন্তু পাছে স্বামী তোমার অভিপ্রায় বুঝে মনোমত কর্ম্ম না করে, তাই তুমি মনের কথা মনে রেখে শাস্ত্রসম্মত আমাকে দান করেছিলে। শাস্ত্রমত কন্যাদান করেছ—যা তুমি আমাকে যৌতুক দিয়েছ—ভগবান আমাকে যা দান করেছেন সমস্তই আমার স্বামীর। তুমি আমার স্বামীর ধন এই পুত্রকে অপহরণ করে রেখেছ। এই মহা অকার্য্যের জন্য আমি অনুতাপ করবো না- কাঁদবো না?

অনন্ত। বেটী নাগার মেয়ে—বেটীর কি ধর্ম্মজ্ঞান! কোথায় আমার বংশধরকে পাঠাব সর্ব্বনাশী! এ কি তোর দ্রৌপদী সুভদ্রার গর্ভজাত সন্তান যে আত্মীয় স্বজনের কাছে আদর পাবে? নাগিনীর গর্ভে জন্মেছে। অর্জ্জুনের অন্যান্য ছেলে যেখানে পা রাখে ও সেখানে মাথা রাখতে পারবে না। ওর ভাই অভিমন্যু বাপের বুকে স্থান পাবে, আর তোর ছেলে সেখানে হতাদরে জীবন কাটাবে?

উলূপী। সেখানে দাসত্ব করতে হয় দাসত্ব করবে—ভৃত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হয় তাই থাকবে। তবু আপনার ঘর ফেলে তোমার এখানে রাজত্ব করবে কেন?—সেখানে মাথা রাখবার জন্য ত্রিপাদ ভূমিও ওর গর্ব্ব করবার সামগ্রী।

অনন্ত। আমি ওকে পাঠাব না।

উলূপী। আমিও মণি দেব না।

অনন্ত। না দিস দূর হ'।

[উলূপীর প্রস্থান।

আয় ভাই আমরা যাই। মার দিকে চাইছিস কি; ও বেটী উন্মাদিনী, নে আয়।

ইলা। এ তবে কা'র বাড়ী?

অনন্ত। তোর··আবার কার। এই অট্টালিকা—সমস্ত ধন—এই নাগরাজ্য—এত প্রজা—এখানকার যা কিছু সব তোর।

ইলা। না, এ তবে কা'র বাড়ী?

অনন্ত। সে কি কথা ভাই, এ সব যে তোমার।

ইলা। না। ঠাকুর বললে আমি কন্সবীরের সন্তান—মা বললে কুরুকুলাঙ্গার—তুমি বললে বাপ অর্জ্জুন—আমার ভাই অভিমন্যু; এ তবে কা'র বাড়ী?

অনন্ত। এস ভাই আজ তোমাকে রত্নের ভাণ্ডার খুলে দিই; রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করে দিই আজ হতে তুমি এ দেশের রাজা। সকলে এসে তোমার কাছে মাথা দিয়ে ভূমি স্পর্শ করুক। আমি বনের মানুষ বনে যাই।

ইলা। না, এ তো আমার নয়—এ তো আমার নয়! মা, মা কোথায় গেলি।

অনন্ত। সব তোর, আর কারও এ ধনে অধিকার নাই।

ইলা। কেন থাকবে না, আমি কি পুত্রিকা সন্তান? বভ্রুবাহন? মা, মা কোথায় গেলি!

[প্রস্থান।

অনন্ত। না এইবারে দেখ্‌ছি সোনার সংসারে আগুন লাগল!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

লগন অনন্ত ও গণকবেশী নারদ।

লগন। কর্ত্তা বিগড়েছে, মেয়ে বিগড়েছে, নাতী বিগড়েছে। মাঝখান থেকে আবার এক উপসর্গ কোথা থেকে আবার এক গনৎকার। না বিভ্রাট বাধলো দেখছি। যাক্ বাধে - বাধুক—আমি কি করবো! দুইখানা আসন রেখে চলে যাই।

প্রস্থান।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর! মেয়েতো বহুকাল বিগড়েছে। তার সঙ্গে একমাত্র দৌহিত্র, সর্ব্ব সুলক্ষণ সন্তান—চাঁদের মতন—বুদ্ধিমান শক্তিমান সেটাকে পর্য্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে।

নারদ। ভাল তোমার মেয়েকে একবার দেখাওতো।

অনন্ত। একবার দেখতো ঠাকুর হতভাগা মেয়ের অদৃষ্টে কি আছে। দেখে যাহ'ক একটা বিধান কর। যদি মেয়ের মন ভাল করে দিতে পার তাহ'লে তোমাকে এক হাজার দুধওয়ালা গাই, একশ' আড়া ধান, আর হাজার ভরি সোণা দেব। দাও ঠাকুর যে কোন উপায়ে মেয়ের মনটা ভাল করে দাও।

নারদ। মেয়ের মন থাকলেই ভাল করে দেব; আর যদি না থাকে তাহ'লে কি করবো নাগরাজ!

অনন্ত। একটু খুঁজে পেতে ভাল করে তল্লাস করে দেখলেই জানতে পারবে। তোমরা ঠাকুর অন্তর্যামী, তোমাদের কাছে কি বেটী মন লুকিয়ে রাখতে পারবে।

নারদ। ভাল—তার কি রাশিতে জন্ম হয়েছে?

অনন্ত। রাশিতে জন্ম হয়েছে কি !

নারদ। বুঝতে পারছ না—

অনন্ত। না !

নারদ। তোমার মেয়ের যে জন্মটা হয়েছে—তা সেটা কোন রাশিতে ?

অনন্ত। রাশি কি ! মেয়ের জন্ম হয়েছেতো আঁতুড় ঘরে—

নারদ। আঁতুড় ঘরেতো জন্ম হয়েইছে। কিন্তু রাশিতে জন্ম হয়নি ?

অনন্ত। আরে গেল, রাশি কি !

নারদ। আরে গেল জন্ম যখন হয়েছে, তখন একটা রাশি সে সময় ছিল না।

অনন্ত। কি বললে ঠাকুর ! এ কি তোমার বামুন ক্ষত্রিয়ের আঁতুড় ঘর যে, সেখানে কোথাকার কে—চেনা নেই শোনা নেই এক বেটা রাশি এসে থাকবে !

নারদ। এই মজালে ! আর বেশি বোঝাতে গেলে অদৃষ্টে ঠেঙানি আছে দেখছি। না নাগরাজ, আর রাশি থেকে কাজ নেই—চল তোমার মেয়েকে একবার দেখে আসি।

অনন্ত। তুমি পণ্ডিত হয়ে এমন কথাটা কি করে কইলে ঠাকুর !

নারদ। ওটা ভুলক্রমে হয়ে গেছে নাগরাজ ! তোমার মতন বুদ্ধিমানের মেয়ের জন্ম সময়ে রাশি—

অনন্ত। রাশি ! ঠাকুর-ঘরের মতন পবিত্র আঁতুড়-ঘর ! তা'তে এক বেটা কি জাত কোথায় ঘর, জানা নেই শোনা নেই—রাশি।

নারদ। হয়েছে—হয়েছে, বুঝতে পেরেছি, নাও চল তোমার মেয়েকে দেখিগে।

অনন্ত। চল।

নারদ। ভাল, আর একটা জিজ্ঞাসা করবো?

অনন্ত। কর।

নারদ। মেয়ের জন্ম সময়ে একটা নক্ষত্র ছিলতো?

অনন্ত। একটাও ছিল না। পূর্ণিমার রাত্তির ছিল বটে, কিন্তু চাঁদটী পর্য্যন্ত ছিল না। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা আর ছিল কি না ছিল তাকি দেখবার সে সময়! সর্ব্বনাশী জন্মগ্রহণ করলেন আর গর্ভ্ভধারিণীটীকে খেয়ে ফেললেন।

নারদ। জন্মমাত্রেই মাকে খেয়েছে! ও তাই! তাহ'লেতো মেয়ে গণ্ডে জন্মেছে!

অনন্ত। দেখ ঠাকুর, মূর্খ মনে করে যা খুসি তাই বল না। রাজত্ব করছি আর দু' একখানা পাজিপুঁথি পড়িনি মনে করেছ যে তোমার তামাসা বুঝতে পারিনি! গণ্ডে জন্মাকগে তোমাদের দেশে। আমাদের এ মূর্খের দেশে ছেলেপুলে সব পেটে হয়। আমার মেয়ে সেই পেটেই হয়েছে।

নারদ। যেতে দাও যেতে দাও। নাও চল, তোমার মেয়েকে দেখাবে চল!

অনন্ত। তাই চল তাই চল; না না আর যেতে হবে না, ওই উন্মাদিনী আসছে।

নারদ। আহা কি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা তোমার নাগরাজ!

অনন্ত। অপূর্ব্ব সুন্দরী ঠাকুর, অপূর্ব্ব সুন্দরী! উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো করে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে

ঘোড়ায় চড়ে যখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন দেবতারা পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ান চাঁদ লোকালুকি করছে।

(উলূপীর প্রবেশ)

আরে মর আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালি কেন? ঠাকুরকে প্রণাম কর, তোর মনের দুঃখ কালিমা যা কিছু আছে ঠাকুরকে বল। ঠাকুর ধুয়ে মুছে তুলে দেবে এখন?

উলূপী। কি ঠাকুর, আমার দুঃখ দূর করতে এসেছ?

নারদ। (স্বগতঃ) ভাগ্যবতী, আশীর্ব্বাদ আর কি করবো? সকল আশীষের মূল যিনি, তিনি তোর স্বামীর সহচর। বিশ্বপ্রাণ যারে দিবারাত্রি ঘেরে আছে তারে আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাব কি? হ্যাঁ মা—জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যবসায়ী আমি মানুষের ভাগ্য গণনা করে থাকি। যদি জানতে পারি দুঃখী, যদি বুঝতে পারি অদৃষ্টে রোগ শোক বিয়োগ বিচ্ছেদ আছে, তাহ'লে স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র-ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে প্রতিকারেরও চেষ্টা করি।

অনন্ত। ওর অগণ্য অসংখ্য দুঃখ ও আর তোমাকে কি বলবে, আর তুমিই বা কোনটার প্রতিকার করবে! তার চেয়ে তুমিই ওর হাত দেখ দেখে খুজে পেতে যে ক'টা দুঃখু আছে বার কর, আর একটা একটা করে প্রতিকার কর।

উলূপী। ভাল ঠাকুর দেখতো, ইন্দ্র তুল্য স্বামী যার, জয়ন্ত তুল্য সন্তান যার, গিরিরাজ তুল্য যার পিতা, তার মনে কি দুঃখ আছে—দেখতো ঠাকুর।

নারদ। আচ্ছা দেখছি মা তোর চতুর্থস্থানে শুক্র আছে।

অনন্ত। সে কি ঠাকুর, তুমি কি বলছ! মায়ের অঙ্গের

এক স্থানে একটা আঁচড় নেই আর তুমি বললে কি না চতুর্থ স্থানে শুক্কুর। নে বেটী হাত গুটিয়ে নে।

নারদ। এই মাটি করলে! নাগরাজ! গোড়া থেকে বাধা দিলেঁতো আর গণনা করা হয় না।

অনন্ত। আর শুনে কাজ নেই। বিদ্যে তোমার এক কথাতেই বোঝা গেছে।

নারদ। আগে ফলটা শোন, তারপর রাগ করতে হয় কর।

অনন্ত। ফল আছে! ফল আছে!

নারদ! লগ্নে যদি থাকে কাণা, হেলায় পোষে শতেক জনা।

অনন্ত। বল কি, লগনা বেটা কাণা এ তোমার জ্যোতিষ্ক বলে দিয়েছে!

নারদ। এই বুঝলে নাগরাজ, জ্যোতিষের ক্ষমতাটা দেখলে।

অনন্ত। বারে জ্যোতিষ্ক! বারে জ্যোতিষ্ক! মেয়ের হাত দেখলে আর চাকর লগনা—সে বেটার চোখের খুঁৎ ধরা পড়ে গেল! ঠাকুর, তোমার জ্যোতিষ্কঠাকুরকে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও।

নারদ। র'স জ্যোতিষ আরও কত কি বলে দেখ।

অনন্ত। বল বল—বারে জ্যোতিষ্ক! লগনা বেটা কাণা-বারে জ্যোতিষ্ক!

নারদ। যদি বামনা ফিরে চায় ঘোড়ায় দোলায় চেপে যায়।

অনন্ত। বা-বা! ও উলূপী! ওমা এ জ্যোতিষ্কঠাকুর যে আমায় পাগল করে দিলে! আজ কাল ঘোড়ায় চড়িস ত না

হয় কোন রকমে জানতে পেরে বললে, কিন্তু ছেলে বেলায় কবে একবার দোলায় চেপেছিলি তাও কি না জ্যোতিষ্কঠাকুর বলে দিলে! ঠাকুর তুমি হাত দেখা রেখে সেই জ্যোতিষ্কঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও, আমি আর দেরি করিতে পারচিনি। আমি তাকে কুকুর পিটে খাওয়াব।

নারদ। তবেই জ্যোতিষ্কঠাকুরের ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল দেখছি। আচ্ছা আরও শোন—তোমার এই মেয়ের স্বামী দিগ্বিজয়ী বীর। এর এক সন্তান সে বড় মাতৃভক্ত।

উলূপী। কৈ ঠাকুর তাত আমি বুঝতে পারিনি।

নারদ। তুমি পারনি মা, আমি পারছি।

অনন্ত। না, এ বেটার জ্যোতিষ্ক আমাকে আর টেকতে দিলে না। তুই বুঝতে পারিসনি সর্ব্বনেশে মেয়ে, আমি বুঝেছি। আজকে তার এক কথাতেই বুঝেছি। তুই তাকে আমার হাতে ফেলে বনে বনে ঘুরলি, ছেলেকে বুকে করে মানুষ করলুম, বেটার ছেলে কি না মায়ের এক কথাতেই তেউড়ে গেল! এত সাধ্যসাধনা করলুম সোজা হ'ল না! মা ছুটল, ছেলেও কি না তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল!

নারদ। তারপর শোন বাছা, তোমার স্বামী বিদেশে—

উলূপী। তা থাক, তাতে আমার দুঃখ কি?

নারদ। তোমার দুঃখ নয়, কিন্তু তাঁর দুঃখ।' পতিবল্লভে! তোমার স্বামীর সর্ব্বদা আকিঞ্চন, কি করে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হন—কিন্তু স্বামীর কার্য্যহানি হবার ভয়ে তুমি ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা কর, স্বামী যাতে তোমাকে ভুলে যান!

অনন্ত। ওরে বেটী, এই তোমার দুঃখু!

উলূপী। আমি যে নাগনন্দিনী ঠাকুর! তিনি স্বর্গের মানুষ আর আমি পাতালের। তিনি আলোকময় রাজ্যের রাজা, আর আমি ঘনান্ধকারের চির সহচরী। আমার কথা স্মরণে এলেও যে তাঁ'কে জ্যোতিহীন হতে হবে ঠাকুর।

নারদ। নাগনন্দিনী। তোমার এত প্রার্থনা স্বত্বেও স্বামী তোমার চিন্তা করেন। আর তার প্রতিকারের উপায় হয় না বলে, তোমার মনে থাকে থাকে অমঙ্গল চিন্তা ওঠে।

উলূপী। সেটা মিছেতো ঠাকুর।

নারদ। যখন প্রশ্ন তুললে নাগনন্দিনী, তখন আমাকে বলতে হ'ল - সতী তুমি তোমার মনে যদি একটা চিন্তা ওঠে, সেটা একেবারে অকারণ নয়। তবে তুমি মা শুধু বীররমণী নও – বীরজননী।

উলূপী। একি পুত্র সম্বন্ধে?

নারদ। তোমার পঞ্চমস্থানে রাহু আছে।

অনন্ত। মেয়েকে বোকা পেয়ে যা খুসী তাই বলতে লাগলে দেখছি যে। একি ন্যাকামী পেয়েছ নাকি! বার কর—মেয়ের পঞ্চম স্থানে কোথায় রাহু আছে, বার কর। না বার করতে পারলে বুঝেছ, বামুন বলে মানবো না, বার করতেই হবে। চাঁচা ছোলা অঙ্গ, তুলি দিয়ে রঙ করা, কোথাও কিছু কখন দেখতে পেলুম না— আর বিটলে বামুন এসে না দেখেই, চতুর্থ-স্থানে শুক্কুর! পঞ্চমস্থানে রাহু! আচ্ছা রাহু থাকলে কি হয়?

নারদ। নাগরাজ তোমাকে বলবো?

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন বিপদ আছে!

উলূপী। ইলাবন্তের আর অন্ত বিপদ কি পিতা! অভাগ্য তুমি—কালস্বরূপিণী কন্যাকে লাভ করে অবধি তুমি একদিনের জন্য সুখী হলে না! আমাকে যে দণ্ডে লাভ করলে, সেই দণ্ডেই পতিব্রতা সতী নাগকুল-লক্ষ্মী আমার জননী, জন্মের মত তোমাকে ত্যাগ করে গেলেন।

অনন্ত। সে আপদতো চুকে গেছে, তারপর কি?

উলূপী। আমি বৃথা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তোমার কোন কাজ করতে পারলুম না।

অনন্ত। তোর কোন কাজ করতে হবে না। তুই যেমন স্বামীর চিন্তা নিয়ে আছিস তেমনি থাক। তারপর কি?

উলূপী। তারপর! তারপর কি বলবো! ঠাকুরের কথার আভাষেও বুঝতে পারলে না বাবা!

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন অমঙ্গল আছে?

উলূপী। তোমার দৌহিত্র শোক, আর অমঙ্গল কি? কেমন না ঠাকুর?

নারদ। আহা নাগনন্দিনী। এমন সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি, তোমার ভুর্ভাগ্য! সতী তোর অদৃষ্টে পুত্র শোক!

অনন্ত। সে কি!

উলূপী। ঠাকুর, এর কি প্রতিকার নাই?

অনন্ত। সে কি! পুত্র শোক! কথনই হ'তে পারে না। ইলাবন্তের শোক!—সইতে পারবো না। পুত্রশোক! ও বাবা! একে মেয়ে অমনি অমনি পাগল, তার ওপরে পুত্রশোক! মেয়ে মরে যাবে, আমি যাব, আমার এত যত্নের স্থাপিত নাগরাজ্য লোপ পাবে।

উলূপী। পুত্র শোক! ঠাকুর এর কি প্রতিকার নাই?

নারদ। প্রতিকার কাছে, প্রতিকার আছে—রস গণনা করি। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! ওমা প্রতিকার যে তোমার কাছেই আছে!

উলূপী। কি প্রতিকার ঠাকুর এই মণি?

নারদ। এই মণি! এ সঞ্জীবন মণির অধিকারিণী তুমি, তবে আর তোমার ভয় কি! এই মণি পুত্রকে দাও। এ যার অধিকারে থাকে, যমদণ্ড তার অঙ্গ স্পর্শে চূর্ণ হয়, তথাপি আহতের জীবন নষ্ট হয় না।

অনন্ত। এখন সব শুনলিতো-বুঝলিতো। দে আর পাগলামী করিসনি, মণি আমায় দে। বাচলুম—তোর পুত্রের গলায় পরিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

উলূপী। ঠাকুর আর কিছু আছে কি দেখতো।

অনন্ত। আর কিছু নেই! হাত সরা।

উলূপী। রসনা তাড়াতাড়ি কর কেন।

অনন্ত। ঠাকুর, ভগবানের কাছে পুত্রের বর মেগেছিলুম—কি পাপে ভগবান আমাকে এমন রাক্ষসী মেয়ে পাঠিয়ে দিলে বলতে পার?

উলূপী। আর কি আছে বলনা ঠাকুর?

নারদ। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করছ? শুনতে সাহস হবে কি মা?

অনন্ত। সে দিকেও বিপদ আছে?

নারদ। আছে—কিছু আছে—মায়ের বৈধব্যযোগ আছে।

উলূপী। আঁা কি বললে ঠাকুর! কি বললে ঠাকুর!

অনন্ত। আ হতভাগিনী! বৃথা সংসারে এসেছিলি! ঠাকুর এর কি প্রতিকার নাই?

নারদ। প্রতিকার নারায়ণ জানে। নাগরাজ! কি বল্‌বো—বলতে মুখে বাক্য আসে না—মা যখন বলতে বললে তখন বলি। নাগনন্দিনী তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ—শাস্ত্রমতে তুমিই স্বামীঘাতিনী।

অনন্ত। তা কখন হতে পারে না—মিথ্যা কথা—শাস্ত্র মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা। পতিপরায়ণা সতীকুল-শিরোমণি স্বামীঘাতিনী! তাহ'লে চন্দ্র সূর্য্যের গতি মিথ্যা, জন্ম মরণ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

নারদ। কিন্তু অদৃষ্ট-লিপি মিথ্যা নয়।

উলূপী। পিতা মণি নাও। স্বামীঘাতিনী আবার পুত্রহন্ত্রী হবে কেন? পিতা অবাধ্যনন্দিনী, তাই বুঝি এই বিষম শাস্তি! মণি নাও, সন্তানের প্রাণ রক্ষা কর। অধম কন্যাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

অনন্ত। কি আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঠাকুর! মা মা কোথা যাস—কোথা যাস? কে কোথায় আছ? কালরূপী ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ কর—যেতে দিওনা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নগর-প্রান্ত।

ইলাবন্ত ও উলূপী।

ইলা। কোথায় ছুটে চলেছিস মা?

উলূপী। অদৃষ্টের গতিরোধ করতে, তার লিখন খণ্ডন করতে।

ইলা। সে কি রকম মা!

উলূপী। সে কথা তুই আর শুনে কি করবি বাপ।

ইলা। তুই অবলা নারী, তুই যদি না পারিস আমায় বলনা আমি সঙ্গে যাই।

উলূপী। শুনলে মাকে তোর রাক্ষসী জ্ঞান হবে, ঘৃণা হবে। শুনে কাজ নেই ঘরে যা।

ইলা। আসবি কবে?

উলূপী। বাবা আর প্রশ্ন ক'র না, আর বেশি কথা করোনা, সে হৃদয় বল আমার নেই! তোর সঙ্গে আর একদণ্ড কথা কইলে কর্ত্তব্য ভুলে যাব। বাপ, মাকে ক্ষমা কর।

ইলা। তবে কি আর তোকে দেখ্‌তে পাবনা? তোর কথা শুনে আমার ভয় করছে।

উলূপী। আমার আসা না আসা অদৃষ্টের হাত।

ইলা। বেশ, আমিও তোর সঙ্গে যাইনা কেন।

উলূপী। তুই তোর পিতাকে ভাল বাসিস?

ইলা। তাঁ'কে যে কখন দেখিনি মা।

উলূপী। তবে যে কোন উপায়ে পারিস দেখগে যা। তারে দেখলে, মায়ের অদর্শন-ক্লেশ ভুলে যাবি। এই রাজ্য ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান হবে। তোর বাপ পুত্র-জীবনের গর্ব্বের সামগ্রী। তারে দেখলে, তোর আর কোন অভাব থাকবে না। আমাকে দেখতে চাস তাঁর চরণপ্রান্তে চেয়ে থাকিস, দেখার সাধ মিটে যাবে। বাপ কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছি—আমায় ছেড়ে দে।

ইলা। হ্যাঁ মা তুই যে আমার মা!

উলূপী। তবে গায়ের অবাধ্য হচ্ছিস কেন. বর্ব্বর সন্তান! ঘরে যা, তোর দাদার কাছে মণি রইল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখ। তোর পিতার চরণে আশ্রয় নে। যদি তোর পিতার কখন জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে তার প্রাণ-রক্ষা করিস। আমা হ'তেও যদি তোর পিতার মৃত্যু-ভয় অনুমান করিস আমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'সনি।

ইলা। তুই আমার পিতাকে মারবি ?

উলূপী। তাই অদৃষ্ট-লিপি।

ইলা। তুই স্বামীহত্যা করবি! মিথ্যা কথা। তুই পাগল—ঘরে চল। আর আমায় পথ বলে দে, আমি পিতার কাছে যাই।

উলূপী। সেথায় যা, ভগবানের নাম করে পথ ধরে যা তাঁর কাছে উপস্থিত হবি। কিন্তু দেখিস যেন ভুলিসনি! যদি আমা হ'তেও তোর পিতার জীবন নাশের আশঙ্কা দেখিস, তদ্দণ্ডেই—চিন্তার জন্যও মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করে আমাকে হত্যা করবি—পাপতো হবেই না, মহাপুণ্য হবে। পিতার আদেশে পরশুরাম মায়ের মস্তক ছেদন করেছিল, তথাপি তাতে পাপ স্পর্শ করেনি, পরশুরাম নারায়ণ নামে জগতে পূজিত। তোতেও পাপ স্পর্শ করবে না, জগতে পূজা পাবি।

ইলা। ছি! ওকথা মুখেও আনিসনি, মা ও কথা শুনলেও পাপ হয়। যেথায় চলেছিস আমায় সঙ্গে নে, মরতে হয় আমিও তোর সঙ্গে মরি।

উলূপী। ছি বাপ তুই ক্ষত্রিয় সন্তান, অকারণ মরবি কেন? মরতে হয় পিতার কার্য্য করে মর, অক্ষয় জীবনলাভ হবে। পিতৃপরায়ণের জীবনের একদণ্ড ব্রহ্মার সহস্র বৎসর। না বাবা,

তোর দাদার কাছে যা। আমাকে যদি ভক্তি করিস, আমার গতিরোধ করিসনি (মুখচুম্বন)

ইলা। কোথায় যাবি ?

উলূপী। গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করবো। দেখবো কেমন অদৃষ্ট আমাকে স্বামীহত্যার পাতকিনী করে।

(প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে ভাই! এ পথে তোর মাকে দেখেছিস ?

ইলা। তুমি কি তাকে খুঁজতে চলেছ ?

অনন্ত। কোন্ পথে গেছে ?

ইলা। তাকে পাবেনা।

অনন্ত। দেখে থাকিসতো শীগ্‌গির বল ভাই! পাগলিনীকে ধরে আনি।

ইলা। পাবে না।

অনন্ত। সজ্জিত বেগবান অশ্ব। কোন্ পথে গেছে জানতে পারলে এখনি তাকে ধরে আনি।

ইলা। পারবে না।

অনন্ত। পারি না পারি আমি বুঝব! তুই কেবল কোন্ পথে গেছে বলে দে। মাতৃহত্যা করিসনি, শীঘ্র বলে দে।

ইলা। এই পথে গেছে।

অনন্ত। ভাই এই তোর মণি। (ভূমিতে রাখিয়া) চেয়ে দেখ, এর এ পাশে তোর অমূল্য জীবন, ও পাশে তোর পিতার— কিন্তু স্বয়ং ভগবান তার সহায়। আমি মূর্খ স্বার্থপর

বর্ব্বর—আমি কিছু বলতে পারবো না। বালক, চিন্তা করবার সময় নেই, শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির কর।

ইলা। মণি তুমি যাও, নিয়ে মাকে দাও—মা আত্মঘাতিনী হতে ছুটে গেছে।

অনন্ত। কিন্তু ভাই, তুই যে আমার নয়নের আলো!

ইলা। মণি নিয়ে গেলে যদিও দুদণ্ড থাকে, রাখলে কিন্তু তোমার চক্ষের পলকে নিভে যাবে। (বাণ গলদেশে প্রদান) শীঘ্র যাও, মাকে পারতো রক্ষা কর।

অনন্ত। তবে আমি চললুম। ফিরি আর না ফিরি নাগরাজ্যের ভার তোর হাতে সমর্পণ করলুম। রাখতে হয় রাখিস, বজ্রজন্তুর হাতে সমর্পণ করতে হয় করিস। আমি মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যবর্গ সবাইকে বলে গেলুম। আমি চললুম।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ।

নারদ। নাগরাজ! চলে যাচ্ছ গরীব ব্রাহ্মণের বন্ধনটা মোচন করে দিয়ে যাও।

ইলা। তোমায় কে বেধেছে ঠাকুর?

নারদ। এই যিনি নাগরাজ।

ইলা। আমিই এখন নাগরাজ।

নারদ। তাহ'লেতো বাধনটা পাকাপাকি।

ইলা। ঠাকুর তোমায় চিনেছি। একবার মণি দিয়ে ভুলিয়ে পাঠিয়েছ, আবার কি কৌশলে আমার ঘাড়ে রাজা দিয়ে ভোলাতে এসেছ ঠাকুর?

নারদ। তোমার অদৃষ্টের ফলে তুমি রাজা হলে আমি কি করবো নাগরাজ !

ইলা। মা উন্মাদিনী ছুটে গেল, দাদা উন্মাদের মত ছুটে গেল, আমি এ দারুণ বিয়োগে কোথায় কাঁদব, না মাথা তুলতে দেখি, মাথায় বিষম রাজ্যভার ! একি লীলা দেখাচ্ছ ঠাকুর !

নারদ। আমি কি দেখাই ভাই, লীলাময়ের ইচ্ছা, বাধ্য হয়ে আমায় দেখাতে হয়।

ইলা। বেশ, তবে লীলাময়ের ইচ্ছাধীন হয়ে আমিও বলি - সে লীলাময়ের মণি, লীলাময়কে ফিরিয়ে দিও। আমায় আর কোন মণি দিতে বল বলে দাও ঠাকুর ! কি মণির অধিকারী হয়ে দৈত্যকুলনন্দন প্রহ্লাদ শৈলশিখর হতে পতিত হয়ে, অজগর মুখে মস্তক সমর্পণ করে, অনলে সাগরজলে, হস্তীপদতলে আত্মরক্ষা করেছিল। বলে দাও কি মণির অধিকারী সে সমস্ত দৈত্যকুলে প্রাণ ছড়িয়ে ছিল শুদ্ধমাত্র একজনের জীবন রক্ষা হয়, এমন তুচ্ছ মণি দিয়ে আমায় ভোলাতে এসেছ ! শীঘ্র বলে দাও নতুবা তোমার বন্ধন মোচন হবে না। (পদধারণ)

নারদ। আয় ভাই—আয় তোরে দান করি। সে মণিতে বিশ্বম্ভরের ভার। আমি একা বইতে পারি না। তার প্রভায় আমার হৃদয় ঝলসে গেল আমি একা সামলাতে পারছি না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। সে মণি হাতে দেবার নয়। কাণ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে হৃদয়ে গোপনে স্থাপন করতে হয়। নে হাঁটু গেড়ে ব'স।—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার আলোকে উদ্ভাসিত, আয় বালক আজ

সেই মণি তোকে দান করি। (মন্ত্র প্রদান) কি ভাই, মণির গুণ অনুভব করতে পারছিস ?

ইলা। কি নাম শুনালে, কি মধু ঢালিলে
কি প্রেমে জাগালে প্রাণে।
কি কদম্ববনে কোন্ সমীরণে
কি লহরে কি মধুর গানে॥
গাহে রূপে মেলি অধরে মুরলি
কি মধুর চারু ত্রিভঙ্গ।
মেঘের উপরে কিবা ও দুটি কমল গো
সদাই করিছে কত রঙ্গ॥
ভালে কি চন্দন চাঁদ ভুবন মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল
চরণে নুপুর করে খেলা॥

ভুবনের ভিতর কি আর দেশ পেলেনা ঠাকুর! তাই ঘুরে ঘুরে অজ্ঞানান্ধকারে ভরা এই বর্ব্বর দেশে এসে উপস্থিত হয়েছ! এই দীন অকিঞ্চন বন্যবালক কি এমন সুকৃতি করেছিল যে, পৃথিবীর লোকের মধ্য হতে তাকে খুঁজে, তার অর্দ্ধ গঠিত হৃদয় পেটিকায় এই অমূল্য মণি স্থাপিত করে দিলে। ঠাকুর! রাখতে পারবো কি—ঠাকুর এ ধনের মর্য্যাদা রাখতে পারবো কি ?

নারদ। আদরের সামগ্রী তুই অনেক দূরে পড়ে আছিস। পতিতের উদ্ধার করাই যে তাঁর ব্রত ভাই! তাই বুঝি সব কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। তাই বুঝি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের আবেদন অগ্রাহ্য করে, এ মণি তোর হৃদয় ভাণ্ডারে লুকিয়ে

রাখতে এসেছি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—কেন এলুম, কেন দিলুম আমার বলবার সাধ্য কি? তবে এই মাত্র তোকে বলতে পারি, ভীষণ দস্যু রত্নাকর পোড়া উদরের জন্য ব্রহ্মহত্যা করতে গিয়ে যদি রাম নাম পায়, মাতৃরক্ষার জন্য পশুবধ করতে গিয়ে তুই কৃষ্ণনাম পেতে পারিস না?

ইলা। এখন কি করবো আদেশ কর।

নারদ। ইচ্ছাময় যা করতে আদেশ করবে তাই করবে। তোমার পিতা মহামতি অর্জ্জুন। তাঁর অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন অঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত সঞ্চালন করেন না। এখন ভাই তুমি গৃহে প্রবেশ কর, আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হ'ল, আমি চলে যাই।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, বৃদ্ধ নাগরাজ রাজ্য আপনাকে দান করে চলে গেছেন। আপনি এখানে, সিংহাসন শূন্য। এসে সিংহাসনে উপবেশন করুন। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন।

ইলা। সিংহাসন! সিংহাসন আমার! মন্ত্রী নাগরাজ্যে কি আর কেউ নেই যে এই সিংহাসন গ্রহণ করে?

মন্ত্রী। থাকবে না কেন—দানের সময়েই আত্মীয়ের অভাব হয়, গ্রহণের সময় থাকবে না কেন। সহস্র ব্যক্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবে।

ইলা। সেই সহস্রের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে যোগ্য, মন্ত্রিবর তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি আর রাজ্য গ্রহণ করতে অভিলাষ করছি না।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। সে কি মহারাজ! এ বিষম আদেশ কেন?

ইলা। আপনি কে মহাশয়?

মন্ত্রী। একি পুণ্ডরীক!

পুণ্ড। ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি, ওই দুর্ব্বল বিটলে বামুনের মতন এক স্থানে বসে মালা ঠকঠকি কি তোমার কাজ? ক্ষত্রিয় সন্তান ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর, রাজ্যগ্রহণ কর, রাজর্ষি হও। পালনের সময় প্রজা পালন কর, যুদ্ধের প্রয়োজন হলে যুদ্ধ কর, প্রতি কোদণ্ড টঙ্কারে হরি নাম উচ্চারিত হ'ক—তোমার শরাসন নিক্ষিপ্ত বাণমুখে অবিরল ধারে হরিনাম রস নির্ঝরিত হ'ক। হরি হরি! নারায়ণ বড় আশঙ্কায় আসছিলেম। মা উলূপীর সন্তানকে আজ জীবনে প্রথম দেখবো। কি দেখবো—কেমন দেখবো—বড় উদ্বেগে আসছিলেম, নারায়ণ! কিন্তু কৃপাময় বড় আশঙ্কা দূর করেছ। আমাকে এখানে এনে হরিপরায়ণ দেখিয়েছ।

মন্ত্রী। কি সংবাদ পুণ্ডরীক! তৃতীয় পাণ্ডবের কুশল?

ইলা। পুণ্ডরীক। আমার মায়ের ধর্ম্মপুত্র, আমার ভাই পুণ্ডরীক! তোমার কথা মায়ের কাছে শুনতে পাই, কিন্তু তোমায় দেখতে পাই না কেন ভাই?

পুণ্ড। তোমার মাতামহ তোমার মায়ের বিবাহ সময়ে যৌতুক স্বরূপ আমাকে তোমার পিতা মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। সেই অবধি আমি তাঁর নিত্য সহচর। এখন আবার তোমার সহচর হতে তোমার পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের ঘোর সমরের

আয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর বীর সেখানে একত্র হয়েছে। তোমার পিতা নাগরাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্ত আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ইলা। মন্ত্রীবর! সৈন্তগণকে প্রস্তুত হতে আদেশ কর আমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গমন করবো।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রণবাদ্য ও কোলাহল)

চিত্রাঙ্গদা ও সেনাপতি।

চিত্রা। আমার রাজ্যপ্রান্তে এ কিসের কোলাহল সেনাপতি?

সেনা। নাগরাজ কুমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মণিপুরে আসছেন।

চিত্রা। নাগরাজকুমার ইলাবন্ত?

সেনা। আজ্ঞে হাঁ।

চিত্রা। শীঘ্র প্রত্যাদ্‌গমন করে তাকে নিয়ে এস।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

চিত্রা। আমার সন্তানের মত ওই এক হতভাগ্য। আমার ন্তায় স্বামী পরিত্যক্তা অভাগিনী উলূপীর গর্ভজাত সন্তান। বড়ই দুঃখ, এমন সন্তান আমরা গর্ভে ধরেছিলুম যে, জন্মাবধি তারা পিতৃহীনের ন্তায় অবস্থান করছে। অথচ তাদের পিতা নরশ্রেষ্ঠ পরমধার্ম্মিক বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীবী।

(সেনাপতি ও ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। মা! সন্তান আমি পদপ্রান্তে প্রণত হই।

চিত্রা। দীর্ঘজীবী হও পুত্র! তোমার যশঃসৌরভে মেদিনী পুলকিত হ'ক।

ইলা। মা! অধিকক্ষণ আপনার শ্রীচরণ দর্শন সৌভাগ্য ভোগ করতে পারবো না। পিতৃকর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে, আমি সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে চলেছি। সেখানে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ বেধেছে। আমি বালক। এইরূপ ভীষণ যুদ্ধে যোগদান আর কখনও আমাদের ঘটেনি। মা আমার গৃহে নাই, মাতামহ আমাকে রাজ্যদিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন। নিকটে একমাত্র ইষ্টদেবতা তুমি। তাই মা, তোমার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি।

চিত্রা। তোমার মা আমার ভগিনী উলূপী?

ইলা। তিনিও কি জানি কি মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেছেন।

চিত্রা। তা করুন, তথাপি তিনি আমার চেয়ে শতগুণ ভাগ্যবতী। যাও বৎস তুমি, যুদ্ধে পিতার সহায় হয়ে গৌরব লাভ কর। সেনাপতি! তুমি অগ্রসর হয়ে একে দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত রেখে এস।

(সেনাপতি ও ইলাবন্তের প্রণাম ও প্রস্থান।)

আহা কি সুন্দর বালক! দেখে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আর অধিকক্ষণ কথা কইতে সাহস করলুম না। ভগিনী উলূপী! জানি না কি দুঃখে তুমি পুত্র ফেলে সংসার ত্যাগিনী হয়েছ। কিন্তু আমার চক্ষে তোমার অবস্থা আমাহতে শতগুণে উৎকৃষ্ট। আজ তোমার পুত্র পিতার কাছে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হ'ল!

আর আমার কি হ'ল! উঃ। মনে করলে বুকে শেল বেঁধে। আমার নিজের পাপে, পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়েও তার বাপের চক্ষে পর, পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত। উঃ! এরচেয়ে আপনার, এরচেয়ে দুঃখ কি আর আছে!

রাজ-তোরণ।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। হ্যাঁ মা! ও কে মা, বহু সৈন্য নিয়ে আমার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে চলে গেল?

চিত্রা। তোমার ভাই নাগরাজেশ্বর ইলাবন্ত।

বভ্রু। আমার ভাই! সে কি রকম মা?

চিত্রা। তোমার পিতার ঔরসে, নাগকন্যা তোমার মা উলূপীর গর্ভে ওর জন্ম।

বভ্রু। যাচ্ছে কোথায়?

চিত্রা। তোমার পিতার কাছে। কুরুক্ষেত্র সমরে, তোমার পিতার সহায় হতে।

বভ্রু। তবে আমি রয়েছি কেন?

চিত্রা। তুমিতো নিমন্ত্রিত হওনি।

বভ্রু। ও কি নিমন্ত্রিত হয়েছে?

চিত্রা। নিশ্চয়—নইলে যাবে কেন?

বভ্রু। এমন কেন হ'ল! সেও ছেলে, আমিও ছেলে—সে নিমন্ত্রণ পেলে, আমি পেলুম না কেন?

চিত্রা। তুমি পুত্রিকা সন্তান। তোমার ওপর তোমার বাপের কোন অধিকার নাই।

বভ্রু। এমন নিকৃষ্ট নিয়মে দান করেছিলেন কেন?

চিত্রা। আমার পিতার পুত্র ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজ্য-রক্ষার লোভে তিনি এই কাজ করেছিলেন—তুমি তোমার মাতামহের পুত্রস্থানীয়।

বভ্রু। তাহ'লে তোমার উপরেও আমার পিতার কোন অধিকার নাই?

চিত্রা। সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

বভ্রু। তবে তুমি এখানে কেন?

চিত্রা। পুত্রস্নেহের বশীভূত হয়ে তিনি আমাকে রেখে গেছেন। এই অভাগিনী চিত্রাঙ্গদা বালক মণিপুরপতির ধাত্রী-মাতা। পূর্ণমাতৃত্বে তার অধিকার নাই।

বভ্রু। মা, আমি কি অভাগা!

চিত্রা। তাতে আর সন্দেহ আছে!

বভ্রু। তাহ'লে পিতার সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা হচ্ছে না?

চিত্রা। ভগবান জানেন।

বভ্রু। তোমাকে দেখতেও কি তিনি একবার এপথে আসবেন না?

চিত্রা। কৈ এতদিনতো এলেন না।

বভ্রু। সে কতদিন মা?

চিত্রা। ষোল বৎসর, তখন তুমি সূতিকাঘরের শিশু।

বভ্রু। হ্যাঁ মা, যখন পিতা চলে যান, তখন কি তিনি আমার পানে চেয়েছিলেন?

চিত্রা। দেখতে দেখতে তাঁর দু'গণ্ড বয়ে দর্শধারা ছুটে গিছল।

বভ্রু। আমি কি চেয়েছিলুম?

চিত্রা। কি জানে কি বুঝে, সেই ক্ষুদ্র সূতিকাগৃহের শিশুও বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর মুখের পানে চেয়ে ছিল।

বভ্রু। ভগবানের কি অন্যায় মা! জন্মের সঙ্গে জ্ঞান দেয় না কেন?

চিত্রা। জ্ঞান হয়ে সে মুখ দেখলে, এতদিনের বিচ্ছেদে মরে যেতে। আমি শুধু তোমার মুখ দেখে বেঁচে আছি।

বভ্রু। নাই বা নিমন্ত্রণ পেলুম, আমি যাইনা কেন?

চিত্রা। ছি! রাজধর্ম্ম তা' নয়। তাহ'লে পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়। বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মণিপুর রাজ্যের অপমান হবে।

বভ্রু। তাহ'লে পিতা ভুলক্রমে যদি কখন এ রাজ্যে পদার্পণ করেন তবেই দেখা, নইলে এ জীবনে আর সেটা ভাগ্যে ঘটছে না?

চিত্রা। ভুলক্রমে এতদূরে আসবার সম্ভাবনাতো দেখি না।

বভ্রু। তোমাকে দেখতে?

চিত্রা। বালক! জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করে দিয়েছি, আশার প্রবল প্রবাহে পলকে পলকে উত্থিত নিপতিত হয়েছি। এখন নিরাশার অবসাদ। সুখী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নই, এতকাল তোমাকে পালনওতো করেছি। তার এ পুরস্কার কেন? এ বিষম শত্রুতা কেন? তুমি আর তাঁর আসবার কথা তুলো না।

বভ্রু। ছি ছি! শুনেছি পিতা আমার বিশ্ববিজয়ী বীর, তাঁর এ নিকৃষ্ট পণে তোমাকে গ্রহণ ভাল হয় নাই।

চিত্রা। বিধিলিপি। এ সর্ব্বনাশীর বিষম রূপ, সেই দিগ্বিজয়ী বীরের হিমালয়ের তুল্য উচ্চ মস্তক অবনত করেছিল।

বভ্রু। আহা মা, তখন নিষেধ করলিনি কেন?

চিত্রা। তা করলে, আমার এত দুঃখ কেন? রাজনন্দিনী, এমন মাতৃভক্ত সন্তানের জননী, তোর সম্মুখে আমি দাসীর ন্যায় অবস্থান করবো কেন? স্বার্থ, বভ্রুবাহন, স্বার্থ। সেই মহাপুরুষ প্রাপ্তির আকিঞ্চনে আমিও জ্ঞানশূন্যা,—পরিণাম দেখতে ভুলে গিছলুম!

বভ্রু। হ্যাঁ মা ভগবানকে ডাকলে কি এর উপায় হয় না?

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। খুব হয়—ডাকতে পারলেই হয়—ভগবানকে ডাকলে উপায় হয় না!

বভ্রু। আপনি কে ঠাকুর?

নারদ। পরে বলছি। আগে প্রণামাদি কার্য্য যেগুলো তোমাদের আছে সেগুলো সেরে নাও। রাজা তুমি, আত্মহারা হ'তে আছে? (উভয়ের প্রণাম।) মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ক।

চিত্রা। বর যে একেবারে হাতে করে এসেছ দেখছি ঠাকুর! এ বিষম কামনা কি পূর্ণ হবে?

নারদ। হাওয়াত উচিত, নইলে দয়াময়ের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে যে!

বভ্রু। বলেন কি ঠাকুর সিদ্ধ হবে?

নারদ। যাঁর স্মরণে ভববন্ধন মোচন হয়, তাতে তুচ্ছ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হবে না। ভুলের রাজা তিনি, ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, ভেলা দিয়ে সাগর পার

করাচ্ছেন, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাচ্ছেন, বাকী রাখছেন কি ? এত ভুলের ভেতরে—হ্যাঁ মণিপুর রাজনন্দিনী তোমার স্বামীর মাথায় কি তিনি একটা ভুল ঢুকিয়ে দিতে পারেন না ! এদিকে তাঁকে আনতে পারেন না।'

চিত্রা। এখনও জ্ঞানে আছি পাগল কর কেন ঠাকুর।

নারদ। আর মা বিশ্বব্যাপার দেখে নিজে পাগল হয়ে গেছি, কাজেই দু'একজন যদি সঙ্গীটঙ্গী পাই, তাই লোক খুঁজে বেড়াই। ওটাতে মা আমার একটা কিছু বিশেষ আমোদ আছে।

বভ্রু। আমায় পাগল করতে পার ঠাকুর ?

নারদ। তুইতো পাগল হয়েই আছিস ভাই, তোকে আর পাগল করবো কি ?

বভ্রু। না ঠাকুর, জ্ঞানের শেল হৃদয়ে দারুণ বিঁধছে, অস্তিত্বাভিমান পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করছে। জ্ঞান থাকলে বাচবার সাধ পর্য্যন্ত মিটে যাবে। ঠাকুর, আমায় পাগল কর।

নারদ। মিছে কথা ক'স কেন ! পুরো পাগলের মতন কথা কইছিস, তোর আবার জ্ঞান কোথা ? তোর বাপ পাগল, তোর বাপের চির সহচর একটা বন্ধ পাগল, এ বেটী পাগল, পাগলাগারদ থেকে বেরিয়েছিস, তোর জ্ঞান থাকবার যোটী কি।

বভ্রু। না ঠাকুর পুরোজ্ঞানে আছি, কিন্তু আর এক দণ্ডও রাখতে ইচ্ছা নেই ! ঠাকুর যে দেশে আত্মসংযমী মহাপুরুষ, একটা তুচ্ছ রমণীর লোভে সন্তানকে বিক্রয় করে, সে দেশে জ্ঞান রাখতে চাইনা। ঠাকুর দয়া করে আমায় পাগল কর।

চিত্রা। নরাধম বালক! অদৃষ্টের নিন্দা কর্, পিতৃনিন্দা কেন।

চিত্রা। ঠাকুর! দয়া করে যদি দর্শন দিলেন, তা'হ'লে আপনার এই দাসের গৃহে শ্রীচরণ অর্পণ করে তাকে কৃতকৃতার্থ করুন।

নারদ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কথাই ভাল, সেই কথাই ভাল! বা, বা—দুটোতেই অর্জ্জুনত্ব ছাঁচে ঢালা। নে ভাই চল চল।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

গঙ্গাতট।

উলূপী।

উলূপী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে দেবতার হাহাকার। আমার অন্ধকারময় হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার যাতনা ছুটে আসছে, বুঝেছে আমি স্বামীঘাতিনী। স্বামী-ঘাতিনীর দর্শন অসহ্য, তাই অষ্টবজ্রে আকাশ জ্বলে উঠেছে। অগ্নিময় প্রভঞ্জন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূলিকণা, বিষ্ণুপদ উত্তপ্ত অঙ্গার. অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মকমণ্ডলু, মা সুরধুনী তোর জলেও শীতলতা পেলুম না! তোর জলে মৃত্যু হ'ল না!—কোথা যাই। অন্তত্র আত্মহত্যায় মহাপাপ, কি করে ভীষণ পরিণামের প্রতিকার করি!

[প্রস্থান।

(গঙ্গা ও ভৈরব প্রবেশ।

ভৈর। মা! মা! ভীষ্ম আর ইহজগতে নেই।

গঙ্গা। বলিস্ কি বাপ! ভীষ্ম নাই! মিথ্যা কথা

উন্মত্ত সন্তান। অমর জীবন লয়ে তোরা সাত ভাই, নরদেহে ভীষ্ম মোর অমরত্বে ভরা—কার সাধ্য তার জীবন নষ্ট করে! ক্ষত্রকুলান্তক রাম ভীষণ ভার্গব, তার গর্ব খর্বকারী সন্তান আমার—সমরে অজেয়, ইচ্ছামৃত্যু—সেই ভীষ্ম নাই! মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান।

ভব। ওই দেখ মা তোমার আর ছয় পুত্র একত্র বসে আছে। নয়নাম্বুরাশি পাতে তোমার কলেবর পূর্ণ করছে। বাক্যহীন নিশ্চল নিথর—নীরবে প্রতিকার প্রার্থনা করছে। মা মা! অধর্মযুদ্ধে কুন্তীর নন্দন তোমার সে অজেয় পুত্রকে নিহত করেছে। মা জাহ্নবী, প্রতিকার ভিক্ষা করি।

গঙ্গা। কৈ পুত্র, সাত ভাই এলি, সে আমার কোথা? কোথা দেবব্রত? ধরায় প্রেমের স্মৃতি, আমার প্রিয়তম সন্তান, শান্তনু নন্দন কৈ? এনেদে এনেদে।

ভব। সমস্ত জগতে যাতনা, দেবতারা ভীষ্মশোকে উন্মাদ, আর তুমি নিদ্রালসা! ওঠ মা জাগ মা, উঠে সে যাতনা বুকে নাও। তারকা, ফুটুক, চাঁদ উঠুক, জগতের মুখে আবার হাসি আসুক; তোমার হৃদয়ের বিষাদ প্রতিবিম্ব সংসারে পড়ে সংসারকে আঁধার করেছে। পুত্রশোক যোগ্য স্থানে আশ্রয় পাচ্ছেনা। মা তোর জিনিষ তুই নে। শীঘ্র নে, সুরধুনী শীঘ্র নে।

গঙ্গা। পুত্রশোক। অস্থির হয়েছি পুত্র, দাঁড়াবার শক্তি নাই। জলরূপিণী আমি, শোকানলে সে অঙ্গ পর্যান্ত জ্বলে উঠেছে। দেখ ভব, দেখ বাপ জাহ্নবী শুকিয়েছে। উঃ! পুত্রশোক! বিষ্ণুপদের আবরণেও সে শোক নিবারিত হ'ল না!

জন্ম হতে ধারাস্রোতে ধরণীতে আমি শান্তি বিলিয়ে আসছি, সেই, সেই আমি জ্বালাময়ী। পুত্রশোক!

আপনি যেখানে নারায়ণ, সুদর্শনে
অতি যত্নে মাতৃ হৃদি আছে আচ্ছাদিয়া,
পিনাকী ত্রিশূল হস্তে কি রাত্রি কি দিন।
জ্ঞানের দুয়ারে যার সর্ব্বদা জাগ্রত,
তারো পুত্র শোক! ব্রহ্মা কমণ্ডলু মাঝে,
যে আমারে সন্তর্পণে বিশ্বের পীড়ন
হ'তে রাখে লুকাইয়া, সেই মোরে ধরে
পুত্র শোক! বক্ষের উপরে যার
অনন্ত আকাশ, ভেদিয়া বিপুল বিশ্ব
ঢালে সুধাধারা, তারো পুত্রশোক! ভব!
ভব! পুত্রশোক কি ভীষণ! কি দুর্জ্জয়!

ভব। মাগো প্রতিশোধ চাই—

গঙ্গা। প্রতিশোধ? দিব
প্রতিশোধ। হত পুত্র অন্যায় সমরে,
বিনা দণ্ডে রবে অপরাধী? তবে শোন্
দুরাত্মা অর্জ্জুন! অন্যায়ে যেমন মোরে
দি'ল পুত্রশোক, হরিল গুরুর প্রাণ,
সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক স্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। একি দৈববাণী! কা'র কথা! কেগা? কে বললে?

ভব। মায়ের মতন রূপরাশি, এই ঘোর অন্ধকারে কে তুমি মা উন্মাদিনী?

উলূপী। কে তুমি? নারী? বজ্র নির্ঘোষের মতন আমার স্বামীর মরণ গান নারীকণ্ঠ থেকে বহির্গত হ'ল!

গঙ্গা। তোমার স্বামী! কে তুমি?

উলূপী। আবার কে! আমার স্বামী অর্জ্জুন, সেই আমার পরিচয়, আবার পরিচয় কি? ছি ছি! এত রাগ! এত প্রতিশোধ প্রবৃত্তি! শোকের মিষ্টতা নষ্ট করে ফেললি, নারী জন্মে ঘৃণা ধরালি বেটী!

ভব। আমার মা ত্রিতাপহারিণী। মা ক্রোধের বশে মায়ের আমার অমর্য্যাদা করনা।

উলূপী। ত্রিতাপহারিণী জাহ্নবী? তোর বুকে আমি জুড়াতে এসেছিলুম! মরীচিকা—দেবতায় দানবীর আচরণ—মরীচিকা!

গঙ্গা। নাগনন্দিনী তোমার স্বামী আমার পুত্র হত্যা করেছে।

উলূপী। তোর আট ছেলে ত'ার একটা গেছে, আমি এক পুত্রের বিষম আকর্ষণ ছিন্ন করে চলে এসেছি—মা শুধু স্বামীর জন্য, সে স্বামীকে আমার এমন সর্ব্বনেশে শাপ দিলি! তুলে নে—উপায় থাকেতো এখনি তুলে নে।

গঙ্গা। পাগলিনী! পুত্রের এক নেই, আট নেই, মূর্খ নেই, পণ্ডিত নেই, বালক নেই, বৃদ্ধ নেই; পুত্র একে সহস্র, সহস্রে এক। পুত্র বিয়োগের মর্ম্ম বুঝিস্‌নি তাই সাহস করে এত কথা কইতে পেরেছিস। যা ঘরে যা, ভগবানের কাছে সেই একমাত্র পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা কর, যেন তা'কে পশ্চাতে রেখে আগে যেতে পারিস।

উলূপী। সেই এক, একে সহস্র আমার পুত্রের জীবন নিলেও যদি আমার স্বামীর শাপ বিমোচন হয়, তাহ'লে জাহ্নবী পুত্র নে, স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

গঙ্গা। তুই পাগল, তোর সঙ্গে আমি বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করতে পারিনা। আয় ভব আমরা যাই।

উলূপী। দ্বিচারিণী তুই! স্বামীর মর্ম্ম বুঝবি কি! মহেশ্বর তোরে যত্ন করে মাথায় তুলে জটায় বেঁধে রেখেছে, তুই যখন সেই স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে পারিসনি, তখন তোর কাছে আমি আর কি উত্তরের আশা করি! যা, দূর হয়ে যা। পুত্র-লোভিনী! মৃত পুত্রের স্থান পূর্ণ করবার জন্য শান্তনুর মতন আর কোন রাজার সন্ধান কর। (উলূপী প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। (ধরিয়া) স্বামীপরায়ণা যাসনি, তোর বাক্যে আমি পরম তুষ্ট হয়েছি।

উলূপী। মা ক্রোধ সম্বরণ কর, স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

(নতজানু)

ভব। সতী! দেবতায় অধর্ম্ম স্পর্শ করে না। দেবতাই কি আর দানবই কি, প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হয়ে সকলেই আপন আপন কার্য্য করে। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা মানব আমি করেছি বলতে গিয়ে গুণদোষের ভাগী হয়। দেবতা কার্য্যের কারণ প্রকৃতিকে নির্ণয় করে বলে কার্য্যাভিমান তাকে স্পর্শ করে না।

গঙ্গা। মা! ভগবদিচ্ছায় আমি শান্তনুকে বরণ করেছি, ভগবদিচ্ছায় আমি অষ্টবসুর জননী। দেবতার ক্রোধ প্রকৃতির ক্রিয়া। বুঝে দেখ মা এ আমার ক্রোধ নয়। অন্যায় সমরে গুরুহত্যা—মহাপাপ। ফল তার নরক, বিধির বিধান।

উলূপী। প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

গঙ্গা। রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত। পুত্রহস্তে যদি কখন অর্জ্জুনের বিনাশ হয় তবেই তা'র মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় আর নাই।

উলূপী। মা পতিতপাবনী! নন্দিনী অপরাধ করেছে ক্ষমা কর।

গঙ্গা। সত্য বাক্য অতি তীব্র হ'লেও তাতে অপরাধ স্পর্শ করে না। সতী তুমি পুরস্কারের যোগ্যপাত্রী, ক্ষমা কি। কায়-মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। তোমার সহায়তায় স্বামী অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক।

[ভব ও গঙ্গার প্রস্থান।

উলূপী। বিধিলিপি খণ্ডন করি আমার সাধ্য কি! স্বামী-হত্যাভয়ে যেই আমি ক্ষণপূর্ব্বে আত্মহত্যা করতে জাহ্নবী তীরে এসেছি, সেই আমি স্বামীর মরণ কামনা লয়ে জাহ্নবী তট হতে ফিরে চললেম। মৃত্যু শিয়রে ফিরিয়ে দিলেম। বারে বিধিলিপি! মনে দুঃখ নাই, হৃদয়ে কম্পন নাই, মহাপাপের ভয় নাই! বিধবা হবার এত লোভ, হাস্যমুখে স্বামী-হত্যার পথে ছুটে যাব! পিতৃবধের জন্য কত কৌশলে পুত্রকে নীতিশিক্ষা দেব! পুত্র যদি রাক্ষসী মায়ের কথায় কর্ণপাত করে তবেই তারে পুত্র জ্ঞান, নতুবা শত্রু জ্ঞানে তারে পরিত্যাগ! বারে বিধিলিপি! এমন কার্য্য করবো, যে এ নাগিনীর নামে প্রতি সাধ্বী রমণী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করবে। অসতী প্রতি অসৎকার্য্যে আমার কার্য্যের তুলনা করবে। আর আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে নাগবংশকে জগতের জীব ঘৃণা করবে! মরণ মঙ্গল না নরক.

মঙ্গল? নারায়ণ! ক্ষুদ্র নারী—কিছু বুঝিনা, কিছু জানি না। এইমাত্র জানি, একদিন না একদিন মৃত্যু আছে। জীবনের সকালে হ'ক, মধ্যাহ্নে হ'ক, সন্ধ্যায় হ'ক এক সময়ে না এক সময়ে এত আদরের—এত যত্নের সামগ্রী কালগ্রাসে পতিত হবে। কেউ রক্ষা করতে পারেনি, কেউ রক্ষা করতে পারবে না! যে আসবে—না হয় সে একটু সকালে এল। না হয় একটু অচেনা পথ দিয়ে—একটু অলক্ষিতে ছদ্মবেশে, ধীর পদক্ষেপে আদর দেখাবার ছল করে এল। তা'র সঙ্গে নরক আসবে কেন! যার প্রতিকার আছে, আমার দেবতার কাছে তা'কে আসতে দেন কেন! নারায়ণ! আমাকে স্বামীঘাতিনীর বল দাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্যাস ও যুধিষ্ঠির।

যুধি। গুরুদেব! রাজ্য লোভে বিরাট যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে, আমি মহান অনর্থের সৃষ্টি করেছি। সমস্ত গুরুজন, সমস্ত আত্মীয় বন্ধু আঠারো অক্ষৌহিণী ভারতীয় বীর, শুধু আমার লোভের জন্য ভীষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। এ পাপের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পতিহীনা আর্য্য রমণীগণের চীৎকারে আমার নিশীথ নিদ্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে স্তূপীকৃত, শৃগাল শকুনি কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন সেই সব বিকলাঙ্গ শবের মূর্ত্তি দিবারাত্রি আমার চোখে জাগছে। আমি চোখ বুজেও দেখার হাত এড়াতে পাচ্ছিনা। দয়াময়, কি করে এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাই, তার উপায় বিধান করুন। কি প্রায়শ্চিত্ত করলে এ পাপ থেকে উদ্ধার পাই?

ব্যাস। ধর্ম্মরাজ! পাপ যে হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ধর্ম্মরাজ! এ পাপ শুধু তোমাকে স্পর্শ করেনি। তুমি ভারতেশ্বর! তোমার অর্জ্জিত পাপ সমস্ত ভারতকে স্পর্শ করেছে। ভারতের প্রান্তে প্রান্তে এ পাপের স্রোত চলে গেছে।

যুধি। কি হবে ঋষিরাজ!

ব্যাস। সমস্ত ভারত সন্তানকে এই জাতি বিরোধরূপ দারুণ অকর্ম্মের ফল ভোগ করতে হবে। ধর্ম্মরাজ! আমি দেখতে পাচ্ছি কি ঘনান্ধকার ভারতভূমিকে গ্রাস করতে আসছে! সে অন্ধকারে ভারত হৃদয়ে কি বিভীষিকাময় ঘৃণিত প্রেত সকলের লীলা—চিরপবিত্র ভারতে অধর্ম্মের অভ্যুদয়—ভারত সন্তান কর্ম্মহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, শুধু পিতৃপুরুষের গৌরব গানে নিশ্চিন্ত, এ দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্প, প্রলয় ঝঞ্ঝা ধ্বংস রূপিণী প্রকৃতির যতপ্রকার বিষম অস্ত্র আছে, সেই সমস্ত হাতে নিয়ে মহাকাল এই সকল অভাগ্যের শোণিতে নিত্যতার রসনাতৃপ্ত করছে। ভারতের সেই বিষম ভবিষ্যৎ আমি চোখের উপর যেন দেখতে পাচ্ছি।

যুধি। কি হবে দয়াময়! কি করে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? কি ক'রে ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হয়?

ব্যাস। প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তের একান্ত প্রয়োজন।

যুধি। কি প্রায়শ্চিত্ত করবো অনুমতি করুন।

ব্যাস। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

যুধি। তাতে ভারতের মঙ্গল হবে?

ব্যাস। যজ্ঞে দেবতা সন্তুষ্ট। দেবতার সন্তোষে প্রজা রক্ষা। অশ্বমেধ যজ্ঞ আবার সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ। কলি আসতে আর বিলম্ব নেই। এলে আর এ যজ্ঞসাধনে তোমার অধিকার থাকবে না। যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও, তা'হলে আর বিলম্ব ক'র না। এই যজ্ঞ যদি সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করতে পার, তাহ'লে ভারতে আবার পূর্ব্বগৌরব ফিরতে পারে।

যুধি। তা'হলে অনুমতি করুন, অশ্বমেধের আহরণে প্রবৃত্ত হই।

ব্যাস। আমি হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি এ মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন ক'রে পাপমুক্ত হও।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। গুরুদেব! প্রণাম হই।

ব্যাস। তথাস্তু।

কৃষ্ণ। মহারাজ! প্রণাম হই। সম্প্রতি দেশে যাবার জন্য আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছি। তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি, ইচ্ছা করেছি, সখাকে নিয়ে দ্বারকায় যাই।

যুধি। ভাই, আরও কিছু বিলম্ব আছে। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু যদুপতি! আমরা তোমারই পরাক্রম দ্বারা অর্জ্জিত এই সকল সামগ্রী ভোগ করছি। তুমিই পরাক্রম ও বুদ্ধি দ্বারা পৃথিবী জয় করেছ। তুমি পাণ্ডবদের গুরু, তুমি যজ্ঞেশ্বর। সুতরাং আমার ইচ্ছা তুমি স্বয়ং এই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি দীক্ষিত হলেই আমি নিষ্পাপ হব। বাসুদেব! তুমিই যজ্ঞ, তুমিই অক্ষর, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সমুদয় প্রাণীর গতি।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! এ আপনার যোগ্য কথা বটে; কিন্তু আমার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান, আপনিই সর্ব্বভূতের গতি। আমরা আপনাকেই আমাদের গুরু বলে জানি। অতএব আমি বলছি, আপনিই যজ্ঞ করুন। যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে, যা'যা ক'রতে ইচ্ছা হয়, তা আমাদের আদেশ করুন।

যুধি। তা হ'লে ঠাকুর! আপনিই অশ্বমেধের কাল নির্ণয় ক'রে, আমাকে দীক্ষিত করুন।

ব্যাস। বেশ, চৈত্র পূর্ণিমাই দীক্ষার শুভ দিন। তা হ'লে তোমরা যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ কর।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমরা কে কি করব আদেশ করুন।

ব্যাস। এখন তুমি দেশে যেতে পার। তারপর এসে রাজসূয় যজ্ঞে যা করেছিলে, এ ক্ষেত্রেও তাই করবে। ব্রাহ্মণদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকবে। ভীমসেন আর নকুল এরা রাষ্ট্র রক্ষা করুক। সহদেব কুটুম্বদের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হ'ক্। আর অর্জ্জুন ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাক্।

কৃষ্ণ। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

ব্যাস। তা হ'লে আমিও এখন আসি। মহারাজ! তুমি তাহ'লে আয়োজন করতে আর বিলম্ব করনা। (প্রস্থান)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মহারাজ! অনুমতি করেনত সখার সঙ্গে দ্বারকায় যাই।

যুধি। না ভাই তোমার কৃষ্ণের সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছি। তোমাকে অশ্বরক্ষা করতে হবে।

অর্জ্জুন। আপনি আজ্ঞা করেনত করতে হয়। কিন্তু আমার কি আর অশ্বরক্ষার প্রয়োজন হবে বোধ করেন? নকুল কিম্বা সহদেব এ দু'জনের একজন গেলেই যথেষ্ট হ'ত।

যুধি। নকুল ও ভীমসেন রাষ্ট্ররক্ষা করবে। সহদেব কুটুম্বদের ভার নেবে।

অ। তবে সাত্যকি কিম্বা বৃষকেতু যা'ক না কেন? আর ভারতে বীর কে আছে! কার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরবো মহারাজ!

যুধি। এ ভারত রত্নগর্ভা। এর কোথায় কোন বনে কে মহাপুরুষ লুকিয়ে আছে, তুমি কি সব জান ভাই! মহর্ষি ব্যাসের ইচ্ছা তুমি অশ্বরক্ষা কর।

অর্জ্জুন। যথা আজ্ঞা।

যুধি। তাহ'লে আর বিলম্ব কর'না। তোমার অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ক'রে রাখ।

(অর্জ্জুনের প্রস্থান।)

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। মহারাজ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

যুধি। তোমার মঙ্গল হোক্। তুমি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছ, তোমার গুণ একমুখে বলবার নয়। যাও বৎস, এইবারে তুমি দেশে যাও। জননী উলূপী তোমার অদর্শনে কাতর হয়ে আছেন! আবার তোমাকে শীঘ্র এখানে আসতে হবে। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছি। যজ্ঞের সময়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাব। তুমি তোমার জননী ও মাতামহকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবে।

ইলা। অশ্বমেধ যজ্ঞ কি মহারাজ?

(বৃষকেতুর প্রবেশ।)

বৃষ। সে আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলব এখন। মহারাজ! আমাকে অনুমতি করুন, আমি খুল্লতাতের সঙ্গে যাই।

যুধি। ইচ্ছাকর যেতে পার। কেননা তুমি মহাবীর কর্ণের পুত্র! তোমার যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৃষ। তাহলে এস ভাই! তোমাকে বুঝিয়ে দিইগে!

(কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। যদি ইচ্ছা কর সখা তাহ'লে তোমার সঙ্গে যাই।

অর্জ্জুন। আর কেন সখা! কুরুক্ষেত্র সমর-সাগর পার হতে তোমার সহায়তা প্রয়োজন হয়েছিল। ক্ষুদ্র গোষ্পদ পার হ'ব এর জন্যও কি যদুপতিকে কর্ণধার করতে হবে।

কৃষ্ণ। তাহ'লে আমি যেতে পারি?

অর্জ্জুন। এখনও তোমাকে সঙ্গে রাখা যদুগণের উপর অত্যাচার! দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে, কোন্ অপরাধে তা'দের কৃষ্ণমিলন সুখে বঞ্চিত করবো? আর আমার সঙ্গে নয়, যত শীঘ্র পার দ্বারকায় যাও। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ধরণী বীরশূন্যা। সে ভীষ্ম নাই! সে দ্রোণ নাই! সে ধনুর্দ্ধারী শ্রেষ্ঠ কর্ণ নাই! পৃথিবী এখন কতকগুলি বালকের হাতে, তা'দের সঙ্গে যুদ্ধেও তোমাকে সঙ্গে নিতে হবে? অন্য কা'রও হাতে অশ্বের ভার দিলেই যথেষ্ট হ'ত, তবে নাকি মহারাজের আদেশ, আর মহর্ষি ব্যাসের একান্ত ইচ্ছা, তাই আমি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। হয়তো অস্ত্রই ধরতে হবে না, তবে যদিই একান্ত ধরতে হয়, তাহ'লেও অধিক দিন যে ঘুরতে হবে না এটা আমার বিশ্বাস।

(বৃষকেতু ও জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

বৃষ। ঘোড়া ছাড়ি?

কৃষ্ণ। তাহ'লে এই উপযুক্ত সময় আর বিলম্ব কেন।

অর্জ্জুন। তবে যাও।

বৃষ। যাও, ঘোড়া ছাড়।

[সৈনিকের প্রস্থান

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

এ কি ইলাবন্ত, মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্ষণতো তোমার যাবার সমস্ত আয়োজন করে দিয়েছেন, তবে এখনও বিলম্ব করছ কেন?

ইলা। মামা তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কি মত বাবাজী?

ইলা। মহারাজ আমাকে বললেন দেশে যাও, পিতাও সেই সঙ্গে বললে দেশে যাও, তাইতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলেম, তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। মহারাজ আদেশ করেছেন, পিতা সম্মতি দিয়েছেন, আবার আমার মতের অপেক্ষা করছ কেন?

অর্জ্জুন। মহারাজের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি দেশে যাও। বহুদিন তুমি জননী হ'তে বিচ্ছিন্ন, দৌহিত্রের আদর্শনে নাগরাজ কাতর! বিনা প্রয়োজনে আর আমি তোমাকে আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করি না।

কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, শত্রু মিত্র সকলে তোমার রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন, তুমি আমাদের গৌরবের সামগ্রী।

ইলা। সে যা হবার তা'ত হয়েই গেছে, এখন তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কেন মহারাজার আদেশ কি তোমার মনোমত হ'ল না।

ইলা। তাহ'লে তুমি দিচ্ছনা?

কৃষ্ণ। এতো বিষম বিপদ! কি হে বৃষকেতু, আমি এর কি উত্তর প্রদান করবো?

বৃষ। আমি কি বলবো! আপনার যা অভিরুচি। আপনারা নিকটে থাকতে আমার কোন কথা কওয়া নীতি-বিরুদ্ধ।

কৃষ্ণ। ভগিনী উলূপী যে কার্য্যের জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন, তা'ত গৌরবের সহিত সম্পন্ন করেছ।

ইলা। আবার পূর্ব্ব কথা তোল কেন, এখন তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর দাও।

অর্জ্জুন। এ তোমার কি আচরণ বালক! মহারাজের কথা তোমার মনোমত হ'ল না, আমার কথা হ'ল না, মিছামিছি এঁকে বিরক্ত করছ। পুত্র, তুমি পুত্রের কার্য্য করেছ—ঘরে যাও। রাজা তুমি, আমিই বা তোমার মর্য্যাদা নষ্ট করবো কেন, তোমার যথাযোগ্য সম্মানে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করবো তখন এখানে যজ্ঞ দর্শন করবার জন্য আবার আগমন ক'র।

(নারদের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। একি সুপ্রভাত? প্রভু যে? (প্রণাম)

অর্জ্জুন। কত দূর থেকে আগমন হচ্ছে ঠাকুর? (প্রণাম)

ইলা। ঠাকুর প্রণাম।

নারদ। অনেকদিন এক স্থানে বসে পা দুটো ধরে গিছল, তাই একবার পৃথিবী ভ্রমণার্থ বহির্গত হয়েছিলুম।

অর্জ্জুন। তাহ'লে সখা তুমি ঠাকুরকে নিয়ে রাজধানীতে যাও, আমি এইস্থান থেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করে যাত্রা করি।

ইলা। (কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া) বলে যাও।

কৃষ্ণ। কি বিপদ, আমি বলবো কি!

নারদ। এর ভেতরে আবার বলাবলি, ব্যাপারখানা কি? তৃতীয় পাণ্ডবের কোথায় গমন হচ্ছে?

অর্জ্জুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, আমি তাঁর ঘোড়া রক্ষার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

নারদ। আর এই বালক?

অর্জ্জুন। ওটী আমার পুত্র, নাগনন্দিনী উলূপী তা'র গর্ভজাত সন্তান।

নারদ। তা বাসুদেবের হাত ধরে দাঁড়িয়ে কেন?

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সহায় হতে বালক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। এখন মহারাজ দেশে যেতে আদেশ করেছেন, বোধ হয় অভিপ্রায় নয়, তাই কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করছে। বল দেখি ঠাকুর, এই বালককে তা'র জননী হতে মিছামিছি বিচ্ছিন্ন রাখা কি উচিত?

নারদ। আরে রাম! তা কি উচিত! কেন বালক আত্মায় অনুরোধ করছ?

ইলা। তবে আমি দেশেই যাই?

কৃষ্ণ। কেন তোমার কি ইচ্ছা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাও?

ইলা। তা বলতে পারি না।

কৃষ্ণ। এত দিন তুমি মাকে ফেলে এতদূরে রয়েছ। মাকে দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না?

ইলা। সে কথা তোমায় বলবো কি! তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তা'র উত্তর দাও।

কৃষ্ণ। ভাল, এই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর।

ইলা। এই ঠাকুরইতো আমায় বলে দিয়েছে, যখন যা করবে তোমার মামার মত নিয়ে করবে।

বৃষ। ঠাকুর, বালক বোঝাতে পারছে না, আপনিই দয়া করে ওর মনের ভাবটা একবার এদের বুঝিয়ে দিন না।

অর্জ্জুন। ও ঠাকুর—করেছ কি! খুঁজে খুঁজে এই বালক-টাকে ধরে তা'র মস্তকটা ভক্ষণ করেছ।

নারদ। যে রাক্ষসী বিদ্যা উদরে পূরেছি, তা'তে এই রকম দুই একটা কচি ছেলের মস্তক মাঝে মাঝে ভক্ষণ না করলে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হতে হয়, তোমার মনের কথাটা কি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করে বল।

ইলা। তবে শোন মামা! দেশে যেতে বল দেশে যাব, ঘোড়ার পেছন পেছন যেতে বল তাই যাব, ঘোড়ার সঙ্গে যেতে দিলে সাধ্যমত ঘোড়া রক্ষা করবো। রাজ্যে যদি ফিরি, আর ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়া যদি সে স্থানে উপস্থিত হয় তাহ'লে ঘোড়া ধরবো, জীবন পণ ঘোড়া ছাড়ব না।

কৃষ্ণ। সেকি! তাহ'লে মহারাজের কাছে একথা কসনি কেন দুষ্ট ছেলে!

নারদ। জনার্দ্দন! অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল দেখিয়ে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করলে, আর এই ক্ষুদ্র বালক এতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তোমার মুখের পানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল—কেন রইল তুমি বুঝতে পারলে না? বাসুদেব ছল কর—কিন্তু লোক বুঝে কর। বালককে নিয়ে এ খেলা ভাল দেখায় না।

ইলা। যখন বর্ব্বরের দেশে ছিলুম, তখন জানতুম গুরুজন—

গুরুজন, ভক্তির সামগ্রী, শুধু ভক্তি করতে হয়। তখন ঘোড়া ধরলে গলায় কাপড় দিয়ে বাবার ঘোড়া বাবার কাছে এনে দিতুম। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে এখন আমি রাজধর্ম্ম শিখেছি। দেখলুম ধার্ম্মিক পিতা, তোমার সঙ্গে এক রথে বসে তোমা অন্ত প্রাণ পিতামহ ভীষ্মকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করলে। গুরু দ্রোণ—ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা কয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল। আর দেখলুম পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করেছে, সমস্ত মেদিনী আঁধারে ঢেকেছে—দাতার শিরোমণি, বীরের বীর, পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতার মুখপানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে, পিতা অম্লানবদনে সেই মহাজীবনে আঘাত করলেন। আর দেখলুম পিতা পুত্র, সহোদর সহোদর, আত্মীয় স্বজন যে যা'কে পারলে সেই তা'র জীবন নষ্ট করলে। অসংখ্য অসংখ্য জীবনের বাঁধন এই একুশ দিনের যুদ্ধে জন্মের মতন ছিঁড়ে গেল। মামা! তোমরা যা দেখালে তা আমি দেখাতে ছাড়ব কেন! এই ঘোড়া যদি আমার রাজ্যে যায় তাহ'লে হয় পিতা যাবে, না হয় আমি যাব—ঘোড়া সহজে আসবে না।

কৃষ্ণ। না না—সে সব করে কাজ নেই, ঘোড়ারই সঙ্গে যাও, আর আমি অভিমন্যুবধের অভিনয় দেখতে ইচ্ছা করি না।

অর্জ্জুন। বাপ ইলাবন্ত তুমি তোমার ভাই বৃষকেতুর সঙ্গে অশ্বরক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান।

(উলূপীর প্রবেশ)

সাধের হিয়া শূন্য করে শ্মশান করেছি প্রাণ।
শ্মশানবাসিনী পদে দিছি আত্ম বলিদান॥
আকুল আবেগ ভরে, এ মোর শ্মশান ঘরে
এসেছে অতিথি কত, গেয়েছে আশার গান॥
পুরেনা তাদের আশা, দোর হতে ভাঙ্গা বাসা
দেখে ফিরে চলে গেল, এখানে পেলেনা স্থান॥

উলূপী। ওই চলে গেল—আমাকে বলে গেল, তোহ'তে কার্য্যসিদ্ধি হবে না! কত বার এলো, কত ডেকে গেল—কেবল বলে ফিরে আয়। কোথায় ফিরবো, আমার যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, কোথায় ফিরে সুখ পাবো! যেখানে যাব, সেইখানেই শ্মশান, দিন গেল, মাস গেল, বর্ষগেল, শুধু গঙ্গার শাপের যাতনা হৃদয়ে ধ'রে আমি দিন প্রতীক্ষায় বসে আছি। এতদিন বসে বসে আমি বাতাসের কথায় উঠে যাব; দেবতার কথা সত্য হবেনা, প্রেতিনীর কথা সত্যি হবে! তা যদি হয়, তাহ'লেও শ্মশান ভাল, না হয়, তাহ'লেও শ্মশান ভাল, (উপবেশন) সত্য হয় এই শশ্মানে বসেই আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। (ছদ্মবেশে জাহ্নবীর প্রবেশ) না হয়, আর ঘরে ফিরে আমার সুখ কি!

জাহ্নবী। হাঁ বাছা! কে তুমি?

উলূপী। আমার পরিচয় জেনে তোমার কি হবে মা!

জাহ্নবী। তোমার পরিচয় জানতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

উলূপী। আমি এক অভাগিনী।

জাহ্নবী। তাতো বুঝতেই পারছি। ভাগ্যবতী আর কে এসে এই শ্মশানে বাস করে। আমি এই পথদিয়ে যখনই যাই, তখনই তোমাকে দেখতে পাই, কখন আকাশ পানে চেয়ে আছ, কখন নখ দিয়ে মাটীতে দাগ কাটছো, পাশদিয়ে শৃগাল শকুনি চলে যাচ্ছে, অন্ধকারে সুমুখে পেছনে ভূত প্রেত নৃত্য করছে, তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। যোগিনীর ন্যায় কি এক চিন্তায় বিভোর হয়ে থাক। অথচ যে কোন যোগের কাজ করছ তাও নয়। হাঁ বাছা, তোমার মনের কথাটা জানতে পারিনা কি ?

উলূপী। তোমায় ব'লে লাভ কি হবে বাছা ?

জাহ্নবী। সংসারে এসে যে কেবল লাভই হবে তার মানে কি ! একটু বলে না হয় লোকসানই কর না। শ্মশানে বাস করছ, বললে কি এর চেয়েও বেশি লোকসান হবে !

উলূপী। আমি এখানে স্বামীর প্রত্যাশায় বসে আছি।

জাহ্নবী। স্বামীর প্রত্যাশায় শ্মশানে ! তিনি কি সন্ন্যাসী ?

উলূপী। না, রাজা।

জাহ্নবী। তেমনি তেমনি রাজা বুঝি ?

উলূপী। এ রকমটা বোধ হ'ল কেন ?

জাহ্নবী। নইলে সক্ কোরে কোন রাজা শ্মশানে আসে ?

উলূপী। না বাছা আমার স্বামী বিশ্ববিজয়ী রাজা।

জাহ্নবী। তিনি কি তোমায় ফেলে গেছেন ?

উলূপী। না।

জাহ্নবী। এখানে কি আসবেন বলেছেন ?

উলূপী। না।

জাহ্নবী। তবে ?

উলূপী। এইখানে বসে তাঁকে দেখতে পাব।

জাহ্নবী। বেশত তুমিই স্বামীর কাছে যাওনা।

উলূপী। তিনি অনেক দূরে—শত যোজন অন্তরে।

জাহ্নবী। কে তোমার স্বামী ?

উলূপী। তৃতীয় পাণ্ডবের নাম শুনেছ ?

জাহ্নবী। শুনেছি কেন দেখেছি। দেশ ভ্রমণ করতে যে দিন তিনি গঙ্গাপার হন সে দিন তাঁরে দেখেছি। আবার যে দিন নাগ-কন্যা উলূপীকে ফেলে, গঙ্গায় সাঁতার কেটে তিনি পালিয়ে যান, সে দিন ও তাকে দেখেছি।

উলূপী। আমিই সেই উলূপী।

জাহ্নবী। আ পোড়া কপাল! তুমি! তুমি সেই কপট অর্জ্জুনের প্রত্যাশায় বসে আছ। উঠে যাও, উঠে যাও, তাইত বলি! এ স্ত্রীলোকটা কি দুঃখে শ্মশানে বসে থাকে। চলে যাও, চলে যাও।

উলূপী। তাঁর নিন্দে ক'রনা।

জাহ্নবী। তার পালাবার ধূম দেখেছিলুম তাই বলছি, সত্য কথা বলব তাতে নিন্দা কি ? পাছে তুমি তাকে ধর, এই ভয়ে সে একবার করে পিছন পানে চায়, আর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয়। সে এই বুনোদেশে আবার আসবে! উঠে যাও, উঠে যাও।

উলূপী। তাঁকে বাধ্য হয়ে আসতে হবে।

জাহ্নবী। কেন? তোমার হুকুমে?

উলূপী। দেবতার আদেশে।

জাহ্নবী। এমন পোড়া কপালে দেবতা কে?

উলূপী। জাহ্নবী।

জাহ্নবী। বিশ্বাস ক'রনা নাগনন্দিনী, বিশ্বাস ক'রনা! উঠে এস।

উলূপী। দেবতার কথায় বিশ্বাস করবো না?

জাহ্নবী। অসম্ভব কথা হলে অবিশ্বাস করবে না? সে কপট, লম্পট।

উলূপী। ফের যদি তাঁর নিন্দা করবি রাক্ষসী, তাহ'লে এখনি তোকে হত্যা করবো।

জাহ্নবী। আরে পাগলিনী! ওঠ!

উলূপী। তবেরে পিশাচী!

জাহ্নবী। ধন্য নাগনন্দিনী! ধন্য তোমার বিশ্বাস! তোমার বিশ্বাসে ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে, ওই তোমার নরশ্রেষ্ঠ স্বামী আগমন করছেন।

উলূপী। কে তুমি মা!

জাহ্নবী। জাহ্নবী। শ্মশান পরিত্যাগ ক'রে ওঠ। উঠে স্বামীর শাপমোচন কার্য্যে অগ্রসর হও। (প্রস্থান)

উলূপী। তাইত! তাইত! সত্যইত স্বামী এই অন্ধকারে শ্মশানে এসে উপস্থিত! আমার প্রাণ কাঁপছে, মা জাহ্নবী! যেয়োনা, যেয়োনা, কি করবো, কেমন ক'রে এ শঙ্কটে উদ্ধার পাব বলে যাও মা!

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। তাইত! কি দেখলুম! এ শ্মশান ভূমে ওটা বুঝি কোন বাসনাময়ী ছায়া। কিন্তু দেখে আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হ'ল কেন? আমার জীবনেত এরকম ব্যাপার কখন ঘটেনি!

(সাত্যকীর প্রবেশ)

সাত্যকী। আর্য্য! এ অন্ধকারে কোথায় এসে উপস্থিত হলুম!

অর্জ্জুন। পথভ্রমে একটা শ্মশানে এসে পড়েছি। শ্মশানাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম ক'রে বৎস, এস্থান থেকে ফিরে যাও।

সাত্যকী। তাহ'লে দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করবে কে?

অর্জ্জুন। আজ আমি রক্ষা করবো। তুমি বামদিক রক্ষা কর, বৃষকেতু সম্মুখে থাক, ইলাবন্ত থাক্ পশ্চাতে।

[সাত্যকীর প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। না পিতা, আজ আমি দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করবো।

অর্জ্জুন। এ প্রেতাধিষ্ঠিত স্থান এখানে আমি তোমার ন্যায় বালককে অশ্বরক্ষী রাখতে সাহস করিনা।

ইলা। কেন, ভয়কি! আমি বন্য দেশের লোক। বালক কাল থেকে এই রকম স্থানে বেড়ান আমার অভ্যাস।

অর্জ্জুন। এখানে থাকতে তোমার সাহস হবে!

ইলা। খুব হবে।

অর্জ্জুন। তাহ'লে তুমি আমার চেয়েও সাহসী।

ইলা। আপনি ইন্দ্রের পুত্র। শুনেছি, আপনার পিতা

পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুবের তপস্যায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। আমি কিরাত বিজয়ী বিজয়ের সন্তান। আমার ভাই অভিমন্যু সপ্তরথীকে সাতবার যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। আপনাতে আমাতে একটুও কি তফাৎ হবেনা পিতা!

অর্জ্জুন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ও অভিমন্যুর মত গৌরবান্বিত হও।

[প্রস্থান।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। (ভীতি প্রদর্শন) ও রাজকুমার! ওই!

ইলা। কি কি! কিসের ভয়!

সৈনিক। ওই যে হাত, এমনি এমনি—জিব লকলকানি! চোকপিটপিটিনি ওই আসছে। ওরে বাবা কি হ'লরে!

ইলা। ভয় নেই, আমি এগিয়ে দেখছি।

সৈনিক। তাই দ্যাখো। আমি রাম রাম করতে করতে চলে যাই। ওই এগিয়ে আসে—রাম রাম।

পলায়ন।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও? মা? বেঁচে আছিস্?

উলূপী। চুপ্ এইনে (অস্ত্রদান) ওই যায়, মেরে ফেল্।

ইলা। কাকে?

উলূপী।—ওইযে পথ হাতড়ে হাতড়ে যাচ্ছে।

ইলা। ওযে আমার বাপ্!

উলূপী। ওই ওই ওকেই মেরে ফেল্।

ইলা। কে তুই!

উলূপী। মাতৃভক্ত! কখনো আমার কথা অবহেলা করিস্‌নি। আজ ও করিস্‌নি। এই অস্ত্র নে—মেরে ফেল্, এমন সুযোগ আর পাবিনি।

ইলা। কে তুই! তুইকি আমার মা! না কোন পিশাচী?

উলূপী। এখনও কথা শুনলিনি! কারণ আছে, পরে শুনাব। বড় সুযোগ বড় সুযোগ! ইলাবন্ত! মায়ের কথা রক্ষা কর্ আশীর্ব্বাদ করি, তোর পাপ হবে না।

ইলা। আর যদি এক দণ্ডের জন্য দাঁড়াস্ পিশাচী, এখনি তোকে হত্যা করবো।

উলূপী। পারলিনি—পারলিনি। [প্রস্থান।

ইলা। একি দেখলুম! একি আমার মা! না এ প্রেত-ভূমে কোন প্রেতিনী আমায় ছলনা করলে! তাইত! এ কি হ'ল! কোথায় আছ হরি! আমার এ চক্ষের ভ্রম দূর কর। আমার প্রাণের জ্বালা নিবারণ কর। পিতা! পিতা!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বলেছিলুমত বাপ্! আমি ভয় পেয়েছি! এ বিভীষিকাময় মহাশ্মশান আমি আর কখন দেখিনি, চলে এসো।

ইলা। পিতা পিতা আত্মরক্ষা কর, আত্মরক্ষা কর।

নেপথ্যে। ওই—ওই ঘোড়া ছুটলো—অন্ধকারে ঘোড়া ছুটলো। রক্ষে কর রক্ষে কর।

অর্জ্জুন। চল চল শীঘ্রচল।

তৃতীয় দৃশ্য

বন।

অনন্ত।

অনন্ত। হায়। হায়! আমি আবার পূণ্য করবো! আজ ও নাতীর মায়া কাটাতে পারলুমনা, মেয়ের চেহারাটা চোকের ওপরে আজও যখন জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল, তখন পূণ্যি করি কি করে! একমন না হলেত আর ভগবানের দেখা পাবনা! আচ্ছা আজ একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (চক্ষু মুদিয়া) কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—ষোল শোটা বিয়ে করেছিল —আমি আমার ইলাবন্তের আঠারোশোটা বিয়ে দিব। বস্! একটায় পেটে যদি একটা করেও ছেলে হয়, তাহ'লেও আমার উলূপীর আঠারোশোটা নাতী হবে। বেটী যেমন আমায় জব্দ করছে, তেমনি আঠারোশোটা নাতীতে পড়ে বেটীকে একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আর লগনা বেটা, ছেলে গুণোকে কাঁধে ক'রে ক'রে হায়রাণ হ'য়ে যাবে। কানাবেটা আমাকে যেমন আজন্ম জ্বালাচ্ছে, তেমনি বেটা জব্দ হও। কেনরে বেটা, কেনরে বেটা! হুঁ! এস পো নাতী এস। কুস্তি কুস্তি (গুলে তাল ঠুকিতে যাইয়া কমণ্ডলু নিক্ষেপ।) এই! কি করলুম! যা! সবমাটী হ'ল! না আমার আর ধর্ম্ম হ'লনা! তাইত! কে আসছেনা! আসছেই ত বটে! তাহ'লে আবার ধ্যানে বসি।

উলূপী। নাগরাজ চেয়ে দেখ—দয়া ক'রে চোথ মেলে চাও।

অনন্ত। কে তুমি?

উলূপী। চেয়ে দেখ। এ ভিখারীর বেশ, এ তরুতল নাগরাজের যোগ্য নয়।

অনন্ত। কেও—মা! উলূপী! কোথায় ছিলি মা!

উলূপী। বাবা অবাধ্যনন্দিনী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

অনন্ত। আয় মা কাছে আয়।

উলূপী। আমার জন্ম এত কষ্ট সইছ!

অনন্ত। কিসের কষ্ট পাগলী! কাছে আয়, কাছে আয় মা! তোদের জন্ম আমার জপতপ কিছু হল না।

উলূপী। ঘরে চল।

অনন্ত। এত ব্যস্ত কেন? ঘরেত যাবই, একটু বোস্—তোকে দেখি।

উলূপী। ধিক্ আমাকে! আমার জন্ম তোমার এত কষ্ট!

অনন্ত। আবার দেখ পাগলামী আরম্ভ করে!

উলূপী। জন্মেই মাকে খেলুম, বাবা আমার মৃত্যু হ'ল না!

অনন্ত। না, এ পাগলিনী আমাকে শুদ্ধ পাগল করলে দেখছি। মা এলি যদি, দেখা দিলি যদি, বহুকাল পরে আবার বাবা বলে ডাকলি যদি, তখন কাছে আয় বোস—দেখ উলূপী তোর আশা আমি একেবারে ত্যাগ করেছিলুম! তোর স্বভাবতো আমি বিলক্ষণ জানি। উন্মাদিনী হয়ে বিধিলিপি খণ্ডনের জন্ম আত্মহত্যা করতে ছুটেছিলি—পেছন পেছন ধরতে ছুটলুম, তাতেও যখন ধরতে পারলুম না, তখন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল আর ফিরিবিনি—ফিরলি কেমন করে মা?

উলূপী। দেখলুম বিধিলিপি খণ্ডন হবার নয়।

অনন্ত। সাধ্বীসতী তবে কি তোর হস্তেই স্বামীর মৃত্যু?

উলূপী। একেবারে ছাড়তে না হ'ক তবে মৃত্যুর কারণ, শাস্ত্রমতে স্বামীঘাতিনি।

অনন্ত। তোর কথা শুনে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। সে নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা করে বসেছিস নাকি?

উলূপী। পারিনি। কিন্তু পারবার চেষ্টা করছি। আমার অধম সন্তান আমার কথা শুনলে না। সুবিধা পেয়েও আমার কথা রাখলে না। আমি অন্য সন্তানের সন্ধানে চলেছি।

অনন্ত। (উত্থান) তুই উলূপী! না তার প্রেতমূর্ত্তি!

উলূপী। তা যা বল। এখন স্বকার্য্য সাধনের জন্য আপনার পদধূলি প্রার্থনা করি।

অনন্ত। দূর হ'—দূর হ' প্রেতিনী! তুই যদি জীবিত থাকিস তা'লে জীবন্তে তোকে প্রেতিনী আশ্রয় করেছে। আর মেয়ে যদি আমার মরে থাকে তাহ'লে তুই তার মূর্ত্তি ধরে পিশাচী। যা, অন্যত্র যা, এখানে আর আসিসনি। অন্যত্র যা।

উলূপী। তা'লে আমার কথা শুনবে না?

অনন্ত। না।

উলূপী। দেশে ফিরছ না?

অনন্ত। যদি ও ফেরবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আর না। রাজ্যের প্রলোভন, ইলাবন্তের প্রলোভন, স্বর্গসুখের প্রলোভন— কিছুতেই না। (প্রস্থানোদ্যত)

উলূপী। হরিপরায়ণ! যেতে যেতে একটা কথা শোন। নরক ভীষণ, না মরণ ভীষণ?

অনন্ত। মরণকে ভয় করতে হয় এই প্রথম শুনলুম।

উলূপী। আর নরক?

অনন্ত। নাম শুনলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

উলূপী। তবে শোন পিতা! স্বামীকে নরক হতে নিস্তার দেবার জন্য, তাঁর মরণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেছি। প্রেতিনীই বল, আর পিশাচীই বল, এ পথ থেকে আমাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারবে না। সহস্র জন্ম যদি নরকে নিক্ষিপ্ত হই তবু ফিরবো না। স্বামী মহাপাপ করেছেন। পুত্রের হাতে মৃত্যুই তাঁর এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আশীর্ব্বাদ কর, দূরথেকেই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তাঁকে সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত করতে পারি। যেন আমার স্বামীর পারত্রিক মঙ্গল হয়।

[প্রস্থান।

অনন্ত। উলূপী! উলূপী! মা ফিরে আয়। আমি বুঝতে পারিনি ফিরে আয়।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। কেও দাদা?

অনন্ত। ভাই ভাই, তোর মা আবার চলে যায়।

ইলা। যায় যাক্, ও মা নয়—পিশাচী। ও আমাকে পিতৃহত্যা করতে পরামর্শ দেয়। ও বেটীর মুখ দেখেছি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তা যা হ'ক তোমার এবেশ কেন? সন্ন্যাসী হয়েছ? কার শোকে? ও বেটীর শোকে? তা ক'র না! তাহ'লে সন্ন্যাসধর্ম্মেও পাপ স্পর্শ করবে।

অনন্ত। ধরে আন্। বৃদ্ধ আমি, তোর গুরু আমি, অনুরোধ করছি, শীঘ্র ধরে আন।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলুম আর দেখতে পাচ্ছিনা কেন ভাই?

ইলা। দেখতে পাচ্ছনা -সে কি !

বৃষ। বরাবর পেছন পেছন ঠিক এসেছি, কিন্তু এইখানটায় এসে অদৃশ্য হয়েছে।

ইলা। এতো আমার রাজ্য। আমার আদেশ ভিন্ন কার সাধ্য তার অঙ্গ স্পর্শ করে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সন্ধান পাওয়া গেছে, ঘোড়া মণিপুরের দিকে ছুটেছে।

বৃষ। তাহ'লে শীঘ্র এস।

ইলা। তুমি এগিয়ে যাও, আমি মাতামহের সঙ্গে দুঠো কথা কয়ে যাই। ঘোড়া কতদূর যাবে, আমি ঠিক ধরবো এখন।

বৃষ। মহারাজ আমি প্রণাম করে চললুম। কথা কবার, পরিচয় দেবার অবকাশ নেই। [প্রস্থান।

ইলা। দাদা আমিও আসি।

অনন্ত। ও ছেলেটী কে ভাই ?

ইলা। চিনতে পারবে না—ওটা মহাবীর কর্ণের পুত্র বৃষকেতু।

অনন্ত। তা এখানে কেন ?

ইলা। ঘোড়ার সঙ্গে।

অনন্ত। কিসের ঘোড়া ?

ইলা। অশ্বমেধের।

অনন্ত। কার ?

ইলা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। পিতাও আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন।

অনন্ত। বেশ, তবে ঘোড়া ধর্।

ইলা। ধরবো যজ্ঞে, বলির সময়ে—এখন কেন।

অনন্ত। সে কি!

ইলা। আমি যে ঘোড়ার রক্ষক।

অনন্ত। নরাধম! তোর রাজ্যে ঘোড়া এসেছে, তুই দাঁতে কুটো করে ঘোড়া ধরে বাপকে দিবি!

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে যুদ্ধ করবো?

অনন্ত। করবিনি! আমার দৌহিত্র নাগবংশের মর্য্যাদা রাখবিনি!

ইলা। পিতৃহত্যা করবো?

অনন্ত। স্পর্দ্ধা করে যজ্ঞের ঘোড়া তোর বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে! কাপুরুষ! আমার দৌহিত্র হয়ে তোর মুখে একি কথা!

ইলা। বুঝেছি, ওই নাগিনী তোমায় দংশন করেছে। অথবা বৃদ্ধবয়সে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

অনন্ত। এখনও মাতৃবাক্য পালন কর্। এই মণি নে! তোর জন্যে এই মণি এখনও রেখেছি নে, নিয়ে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ কর। মরিস্—দেবতারা তোর জয় গান করুক, মারিস্—অর্জ্জুন বিজয়ী বলে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হ'ক।

ইলা। এ বাকল পরেছ কেন? এখনও তুমি যশের কাঙাল, তবে এ সন্ন্যাসী বেশ কেন? রাজবেশ পর, অস্ত্র, ধর। আমি পাণ্ডবের ভৃত্য, এস নাগরাজ! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করি। তুমি বিক্রমে আমার পিতা হ'তেত কোন অংশে ন্যূন নও।

যুদ্ধে তোমাকে বিনাশ করতে পারলেও তো জগতে অক্ষয়কীর্তি ঘোষিত রবে।

অনন্ত। তুই যদি পিতৃহত্যা করিস্ তাহ'লে তোর. পিতার মহাপাপের মোচন হয়।

ইলা। যে দেবতা মহাপাপের ব্যবস্থা করেছে, সেই তার বিধান করবে। আমি জোর করে বিধান নিজ হাতে নিতে যাব কেন।

অনন্ত। তবে দূর হ'। (প্রস্থানোদ্যত)

ইলা। দাদা প্রণাম।

অ। দূরহ দূরহ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পূজা-গৃহ।

বভ্রুবাহন।

বাসনায় বাঁধা এ জীবন।

কভু অবসাদ কখন বিষাদ

(তবু) শত সাধ জাগে নারায়ণ।

শুধু ভুলে আর পারনাহি চলে।

এত ভোলা নিয়ে প্রাণ কত খেলে

ভুলে ভুলে মেলা, বিফল যে চলা

শুধু জ্বালা অগণন।

ত্রাহি বংশীধারী, তোমারে হে স্মরি

ও শ্রীপদ তরী, থাকিতে হে হরি

কেন ডুবে মরি একারণ॥

বভ্রু। ঠাকুর বলে গেলেন যখন পার কৃষ্ণকে ডাক। শুধু শুধু ডাকতে পারলেই ভাল হয়, না পার একটা কামনা করেও ডাক, তাতে ডাকার প্রবৃত্তি আসবে, অভ্যাস হবে। ডাকার মত ডাকা তো আজও পারলুম না। যখনই তাঁকে ডাকতে যাই, অমনি পিতার শ্রীচরণের কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণনামের সঙ্গে পিতৃদর্শন কামনা এমন জড়িয়ে গেছে যে দুটোকে কোনমতেই দু'ধারে করতে পারলুম না! যখন পারলুম না, তখন আজ শুদ্ধমাত্র পিতার আগমন সঙ্কল্প করে নারায়ণ তোমার শরণাপন্ন হলেম। দীননাথ! দয়া করে এই অধমের কামনা পূর্ণ কর। জন্মাবধি আমি দুর্ভাগ্য! আমার মহান্ পিতা বর্ত্তমান থাকতেও

আমি পিতৃহীন! ত্রিলোকের লোক তাঁর যশোগান করছে, এমন গৌরবের সামগ্রী জীবিত আছেন, আমি জীবিত আছি—তবু দেখতে পেলেম না—একি কম দুঃখ! ঠাকুর একি কম দুঃখ! দয়া কর দয়াময়! কৃপা করে এ দাসের এ দুঃখ দূর কর।

(পশ্চাৎ হইতে উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কার আরাধনা করছ বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কে মা তুমি?

উলূপী। কি পূজা করছ মণিপুর রাজকুমার?

বভ্রু। এক ঠাকুর আমাকে কৃষ্ণপূজা করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন তাই করছি। তুমি কে মা বভ্রুবাহন বলে ডাকলে? মা ছাড়া এ রাজ্যে আরতো কেউ আমার নাম ধরে ডাকে না।

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছ? শুধু করতে হয় বলে করছ, না মনে কিছু কামনা আছে?

বভ্রু। আমার পিতা তৃতীয় পাণ্ডব। কখন তাঁকে দেখিনি বলে, দেখবার কামনায় কৃষ্ণপূজা করছি। কামনা পূরবে তো মা?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা কখন বিফল হয় না। পিতাকে দেখতে পাবে, তবে তাঁকে মায়াময় মমতাময় আদর যত্নভরা হৃদয়খানি নিয়ে যে আসতে দেখবে তার মানে কি! পিতা যদি তোমার শত্রুমূর্ত্তিতে আসেন! তোমার বল পরীক্ষা করবার জন্য, কিম্বা স্বাধীন মণিপুররাজকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্যই যদি তোমার এখানে আগমন করেন।

বভ্রু। সত্যিইতো মা, তাহ'লে উপায়? ঠাকুরের কাছে

পিতার আগমন কামনাই করেছি, কিন্তু পিতা যে কখন শত্রু-মূর্ত্তিতে আসতে পারেন এতো এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ভাবিনি মা। পিতা শত্রুমূর্ত্তিতে আসবেন? বেশ! তাহ'লও ত তাঁর চরণ দর্শন করতে পাব।

উলূপী। তবে এস মণিপুররাজ, তোমার পিতা পুরদ্বারে উপস্থিত।

বভ্রু। কোথায় মা! কত দূরে মা! কোন্ পথে গেলে পাব মা?

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

বভ্রু। কি করতে হবে সেনাপতি?

সেনা। আদেশ করেন ঘোড়া ধরি। নিষেধ করেন বিনা বাধায় অশ্ব মণিপুর রাজ্য পার হয়ে যাক।

বভ্রু। সঙ্গে আছে কে?

সেনা। বামদিক রক্ষা করছে বৃষকেতু, দক্ষিণে আছে নাগরাজকুমার ইলাবন্ত, আর পশ্চাতে স্বয়ং অর্জ্জুন।

বভ্রু। আপনার মত কি সেনাপতি?

সেনা। মতামত আপনার, তবে মণিপুররাজের মঙ্গলের দিকে চাইলে বলতে হয়—ঘোড়া ধরলে রাখা অসম্ভব! ধনুর্দ্ধারী শ্রেষ্ঠ নিবাতকবচবিনাশী ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আপনার ন্যায় বালকের অস্ত্রধারণ আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

বভ্রু। মায়ের মত কি?

উলূপী। ঘোড়া ধর! পিতৃদর্শন করতে চাও তো ঘোড়া ধর।

নতুবা চলতে চলতে হয়তো ঘোড়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মণিপুর রাজ্য পার হবে। ভুলেও মনে এনোনা বভ্রুবাহন, তথন অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত পাণ্ডব, প্রিয়পুত্রের মুখ দেখবার প্রলোভনে পলমাত্র সময়ের জন্তও তোমার দিকে মুখ ফেরাবে। তোমার দত্ত উপহার পা দিয়ে ফেলে দিতেও তাঁর অবকাশ হবেনা।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সেনা। সংবাদ কি ?

সৈনিক। তীরবেগে ঘোড়া আবার পশ্চিমমুখে ছুটেছে। বোধ হয় এতক্ষণ মণিপুর পার হয়ে গেল !

উলূপী। ঘোড়া এখানে এসে অপ্রস্তুত হয়েছে, বুঝেছে এ রাজ্যে বীর নেই।

সেনা। কি আদেশ মহারাজ ?

বভ্রু। ঘোড়া ধর ! যত শীঘ্র পার ঘোড়া ধর।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

(সেনাপতি ও সৈনিকের প্রস্থান।

বভ্রু। কে তুমি মা ?

উলূপী। রাজার মঙ্গলাভিলাষিণী। মণিপুর রাজ্যে অসংখ্য প্রজার মধ্যে একজন। রাজার জীবনের সঙ্গে যশের বিবাদ দেখে আমি যশের পক্ষ অবলম্বন করতে এসেছিলুম।

[প্রস্থান।

বভ্রু। প্রজ্বলিত দীপশিখা স্বরূপিণী কে এ রমণী ! এলে যদি, দয়া করে দেখা দিলে যদি, তাহ'লে মা, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার গৃহে অবতীর্ণা হও। এসমা ফিরে এস —যেওনা মা দয়া করে ফিরে এস।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অর্জ্জুন ও সাত্যকি।

সাত্যকি। আর্য্য! মণিপুরীদের আচরণে আমি বড়ই বিস্মিত হয়েছি।

অর্জ্জুন। কেন বৎস? তারাও ঘোড়া ধরতে সাহস করলে না?

সাত্যকি। সাহস করলেনা!—তারা ঘোড়া ধরেছে।

অর্জ্জুন। তবেত ভালই করেছে! যা প্রত্যাশা করেছিলুম তাই করেছে! এতে বিস্ময়ের কারণ কি?

সাত্যকি। ক্ষুদ্র মণিপুরী পাণ্ডবদের ঘোড়া ধরেছে, একি বিস্ময়ের কথা নয়!

অর্জ্জুন। বরং তারা ঘোড়া না ধরলে, আমি বিস্মিত হতুম।

সাত্যকি। আপনি কি মণিপুরীর স্বভাব জানেন?

অর্জ্জুন। থাকি দূরদেশে—অনার্য্য মণিপুরীদের স্বভাব কেমন ক'রে জানবো? নাগরাজ্যের লোকেদের বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি। তারা তাদের রাজা ইলাবন্তের 'সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছিল। মণিপুরীদের বীরত্বের পরিচয় পাইনি। তবে তাদের মনুষ্যত্বে আমি অবিশ্বাস করিনি।

সাত্যকি। আপনি নিজের মহদন্তঃকরণের জন্য অবিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি।

অর্জ্জুন। অবিশ্বাসের কারণ?

সাত্যকি। বলেন কি! কুরুক্ষেত্র বিজয়ী মহাবীর পাণ্ডবদের অশ্ব। ভারতের কোন রাজা ধরতে সাহস করলে না, আর সেই ঘোড়া ধরলে কিনা, অনার্য্য বর্ব্বর একটা অতিক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জনপদের ভুঁইয়া! তাকে রাজা বলে সম্বোধন করতেও আমার লজ্জাবোধ হয়।

অর্জ্জুন। ধরেছে যখন, তখনত আর ক্ষুদ্র ভুঁইয়া ব'লে তাচ্ছল্য ক'রে বসে থাকলে চলবে না। ঘোড়া ফেরাবার ব্যবস্থা কর। যুদ্ধের আয়োজন কর।

সাত্যকি। যুদ্ধের আয়োজনের কথা মনে হতেই আমার লজ্জা হচ্চে। যুদ্ধ কার সঙ্গে করবো গুরুদেব! আমার মনে হয়, মণিপুরী অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা ব্যাপারটা কি জানে না। একটা পরম সুন্দর সুসজ্জিত অশ্ব রাজ্যের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে, রাজা সেটাকে ধরবার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি। জানে না ধরবার ফল কি! কিম্বা যদিই কোন রকমে জানে, তাহ'লে যে তারা পাণ্ডবের নাম শোনেনি, এটা আমার বিশ্বাস।

অর্জ্জুন। জান কি সাত্যকি এ রাজ্যের রাজা কে?

সাত্যকি। বন্য দেশ, অসভ্য বর্ব্বরের বাস, সেখানে রাজাকে কেমন ক'রে জানবো। এ সকল অনার্য্যদেশের নাম পর্য্যন্ত কখন শুনিনি। শুনবো এ প্রত্যাশাও ছিল না। শুধু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অনুষ্ঠানের জন্য জানতে পেরেছি।

অর্জ্জুন। সাত্যকি! এ রাজ্যের রাজা অসভ্য বর্ব্বর নয়। বন্য অনার্য্য নয়। সে পাণ্ডবের অপরিচিত নয়, পাণ্ডব ও তার অপরিচিত নয়। সে জেনে শুনে ঘোড়া ধরেছে।

সাত্যকি। বলেন কি!

অর্জ্জুন। সে নিজেকে আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রেই ঘোড়া ধরেছে। সাত্যকি, মণিপুরপতিকে বর্ব্বর অনার্য্য মনে করে অসাবধানে যুদ্ধ ক'র না, তাহলে ঘোড়া ফেরাতে পারবে না।

সাত্যকি। মণিপুরপতি অনার্য্য বর্ব্বর নয়?

অর্জ্জুন। আর্য্যবংশধর—তোমার আত্মীয়।

সাত্যকি। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি; কিন্তু না ব'লেও থাকতে পারছি না। আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?

অর্জ্জুন। তুমি কি আমার রহস্য করবার পাত্র? আর রহস্য করবার ছলেও আমাকে কি কখন মিথ্যা বলতে শুনেছ?

সাত্যকি। আমার আত্মীয়?

অর্জ্জুন। তোমার পরমাত্মীয়। তুমি হয়ত শুনেছ, বহুকাল পূর্ব্বে আমি একবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য তীর্থ ভ্রমণে বাহির হয়েছিলুম।

সাত্যকি। শুনেছি। সেই সময়েই আপনি কিরাতরূপী মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সন্তুষ্ট করে, পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন।

অর্জ্জুন। সেই বহুদিনের কথা। সাত্যকি! সেই সময় ভ্রমণ করতে করতে আমি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলুম। তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের এ অপূর্ব্ব উপত্যকা যাদুমন্ত্রে যেন আমাকে মুগ্ধ ক'রে, বহুদূর থেকে আমাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে এসেছিল। এই তুষারনিষেবিত মণিপুরের শুভ্র প্রান্তরে, শুভ্র অশ্বে আরোহণ ক'রে শুভ্রবসনা এক মদির লোচনা সুন্দরী আপনার মনে ভ্রমণ করছিলেন। সে সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে আত্মহারা হয়ে পড়ে ছিলুম। সে সুন্দরী মণিপুর রাজ কন্যা

চিত্রাঙ্গদা। আমি মণিপুর রাজগৃহে অতিথি হয়ে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করি। রাজা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। সাত্যকি! বর্ত্তমান মণিপুর রাজ সেই রাজকুমারীর গর্ভজাত সন্তান। মণিপুর সিংহাসন এখন আর্য্যরাজ কর্তৃক অলঙ্কৃত। উন্মাদে আজ পাণ্ডবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অশ্ব ধরেনি। যে ধরেছে, তাকে তোমার ভাই অভিমন্যু হ'তে বিক্রমে হ্যুন মনে কর না।

সাত্যকি। তাইত গুরু, মণিপুররাজ পাণ্ডব বংশধর—আমার ভাই!

অর্জ্জুন। সাত্যকি! আকুলপ্রাণে আমি মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলুম। ষোল বৎসর পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনীর সূতিকা গৃহে কন্দর্পকান্তি রোরুদ্যমান শিশুকে পশ্চাতে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দেশে ফিরে গিছলুম। সেই রূপ এতদিন ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আমি সেই বালকের মুখ দেখে অভিমন্যু বিয়োগের শোক দূর করবো বলে, আকুল হয়ে মণিপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়! বুঝি সন্তান ভয়ে ঘোড়া না ধ'রে আমার মর্য্যাদা রক্ষা না করে! করুণাময় আমার সে ভয় দূর করেছেন। আর কেন সাত্যকি, তোমার গুরুপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

সাত্যকি। যখন পরিচয় পেলুম, তখন আর কেমন ক'রে গুরু আমি মণিপুররাজের সঙ্গে যুদ্ধ করি।

অর্জ্জুন। মণিপুরপতি যদি বিনাযুদ্ধে অশ্ব না দেয়? তুমি কি তার কাছে অশ্ব ভিক্ষা ক'রে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উচ্চমস্তক এক তুচ্ছ ভুঁইয়ার সম্মুখে হেঁট করাবে?

সাত্যকি। গুরুপুত্র জেনে আমি কেমন ক'রে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবো? তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার জন্ত আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

অর্জ্জুন। এত এখন মায়ায় আবদ্ধ হয়ে অস্থির হবার সময় নয়। এ এখন ভারত সম্রাটের মর্য্যাদা রাখতে কার্য্য করবার সময়। মণিপুরপতিকে পরাস্ত ক'রে পাণ্ডব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করবার সময়। যদি না পার, শিবিরে ফিরে যাও।

সাত্যকি। এই না বললেন আপনি অভিমন্যুর শোকে কাতর! আর সেই শোকের উপশমের জন্তই না আপনি অস্থির হয়ে মণিপুরপতিকে দেখতে আসছিলেন! এই কি আপনার পুত্রপ্রেমের লক্ষণ? বুঝতে পারছি, শত্রুতা করলে, বেঁচে থাকতে সে বালক ঘোড়া ফিরিয়ে দেবে না। সুতরাং মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। আর্য্য! পুত্র বধে পুত্রবৎসলতা! রক্ষা করুন--মহারাজের মর্য্যাদা কিছু হানি হবে না।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি সংবাদ বৃষকেতু?

বৃষ। মণিপুরপতি সংবাদ দিয়েছেন, যদি তৃতীয় পাণ্ডব স্বয়ং রাজগৃহে পদার্পণ ক'রে অশ্ব নিয়ে আসেন, তবেই তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত, নতুবা নয়।

অর্জ্জুন। কি সাত্যকি! আমার যাওয়া কি তোমার অভিমত?

সাত্যকি। বৃষকেতু! আমাদের মধ্যে কেউ গেলে কি চলবে না?

বৃষ। আমি তাঁকে ঘোড়া পাণ্ডব শিবিরে আনতে আদেশ

করেছিলুম। তাতে তিনি এই উত্তর প্রেরণ করেছেন। বলে-ছেন, তৃতীয়পাণ্ডব নিজে না এলে অন্য কাউকেও তিনি ঘোড়া দেবেন না।

অর্জ্জুন। এখন কি করবে সাত্যকি?

সাত্যকি। তাহ'লে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় নেই।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সেনাপতি ও চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রা। কার আদেশে সেনাপতি তুমি অশ্ব ধরলে?

সেনা। বিনা আদেশে ধরি আমার সাধ্য কি? অগ্রে রাজার আদেশ পেয়েছি, তারপর ঘোড়া ধরেছি।

চিত্রা। তারপর? ক্ষুদ্র বালক. তার কথায় তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্য করলে! একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলে না! সে পিতৃদ্রোহী আমি তাকে সন্তান বলে গণ্য করতে চাইনি। যাও—সন্তান, তুমি আর যে যে ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম্ম করেছে, সবাই দেশ থেকে দূর হয়ে যাও।

সেনা। আমি প্রথমে রাজকুমারকে এ লোক-বিগর্হিত কাজ করতে নিষেধ করেছিলুম।

চিত্রা। তারপর?

সেনা। রাজকুমারেরও ঘোড়া ধরবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

চিত্রা। তবে এমনটা হ'ল কেন?

সেনা। কোথা থেকে এক অলোকসামান্য রূপবতী রমণী রাজকুমারকে পুত্র সম্বোধন করে ঘোড়া ধরতে আদেশ করলেন।

চিত্রা। সে কি!

সেনা। সেই কথা শুনেই রাজার মত ফিরে গেল। আমাকে বললেন, ঘোড়া ধর। রাজার আদেশ—কি করি মা, ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। কে সে সর্ব্বনাশী? কোন্ কালনাগিনী সকলের অলক্ষে দিবা দ্বিপ্রহরে এসে আমার পুত্রের মস্তকে দংশন করে গেল? সেনাপতি! যদি মঙ্গল চাও, পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর দন্তে তৃণ করে আমার স্বামীর অশ্ব তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।

সেনা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

চিত্রা। যত শীঘ্র পার, বিলম্ব কর না। ছেলেকে আমার আদেশ জানাও। যদি না সে আদেশ পালন করতে চায়, তাহ'লে ব'ল তার মাতৃহত্যার পাতক হবে।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। একি মা! কার উপরে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করলে?

চিত্রা। বভ্রুবাহন! মাতৃভক্ত সন্তান তুমি—তুমি একি কার্য্য করলে বাপ!

বভ্রু। কি কাজ করেছি মা!

চিত্রা। কি কাজ করেছ!—এই উত্তরের কি প্রত্যাশা

করেছিলুম বক্রুবাহন ? আমি মা, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ঘোড়া ধরে কাজ কি ভাল করলে ?

বক্রু। বড় অন্যায় করেছি। কিন্তু কি করবো মা, এমন দুঃসময়ে ঘোড়া এলো যে তোমাকে স্মরণ করবারও অবকাশ পেলুম না।

চিত্রা। ঘোড়া নাই ধরতে!

বক্রু। দেখলুম এত দিনের পোষিত আশা জন্মের মতন নষ্ট হয়। তুমিও স্বামীদর্শন কামনায় ষোল বৎসর আকাশ পানে চেয়ে বসে আছ, আমিও পিতা পিতা করে দিবারাত্রি তন্ময় হয়ে রাজার কর্ত্তব্যে ত্রুটি করছি। সাধনার সামগ্রী ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাবে—সে যে সইতে পারলেম না মা!

চিত্রা। গুরুজনকে দেখবার জন্য এমন বর্ব্বরের মতন আচরণ করতে হবে? নাই বা দেখতে!

বক্রু। হাঁ মা ঠিক বল দেখি, এই কি তোমার মনের কথা? মা! পিতার নাম শুনেই দেখবার সাধ জ্বলে উঠেছিল; কিন্তু যেই শুনলুম পিতৃদ্রোহী হতে হবে,—যদিও অতি কষ্টে—তবুও এক মুহূর্ত্তে সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নি নিবিয়ে ফেলেছিলুম। কিন্তু মা যেই তোমাকে মনে পড়ল, তোমার মলিন মুখ যেই আমার মনের সম্মুখে ছল ছল নেত্রে তোমার হৃদয়ের অতি তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ করতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন মা সব ভুলে গেলুম, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। তবে নাকি কোন্ সর্ব্বনাশী তোমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেছে?

বভ্রু। সর্ব্বনাশী নয় মা—মণিপুরের জয়লক্ষ্মী—আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার হৃদয়ের কথা পাঠ ক'রে, কোন স্বর্গরাজ্য থেকে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নইলে মা এতক্ষণ ঘোড়া কোন্ রাজ্যে চলে যেত, আর পিতাকে দেখতে পেতুম না। তুমিও মা, অভিমানে লজ্জায় ভগ্নহৃদয়ে এ অধম কাপুরুষ সন্তানের মুখের পানে আর চাইতে পারতে না।

চিত্রা। এখন উপায় ?

বভ্রু। যা বল।

চিত্রা। ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে এস। পিতার কাছে পরাভব স্বীকারে পুত্রের অপমান নেই।

বভ্রু। কিন্তু মণিপুর বাসীর অপমান আছে। তারা আমার মর্য্যাদা রাখতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আগে থাকতেই সমরোল্লাসে মেতেছে। অনুমতি কর, তাদের নিষেধ করি। তারা রাজ-ভক্ত প্রজা। রাজার মুখ চেয়ে তা'রা এ অপমান সহ্য করতে পারবে।

চিত্রা। অপমান কিছু নাই। পাণ্ডুপুত্র ধার্ম্মিক মহাজ্ঞানী, সেখানে অপমানের ভয় কিছু নেই।

বভ্রু। অপমান নিশ্চয়।

চিত্রা। কি হবে বভ্রুবাহন! কি হবে বাপ্! আমি যে দিব্যি দিয়েছি!

বভ্রু। যাব।

চিত্রা। আমি না হয় সঙ্গে যাই।

বভ্রু। তা পারবো না, তোমায় সঙ্গে নিতে পারবো না। অপমান হয় আমার হবে, তুমি কেন আমার সঙ্গে অপমানিতা

হবে? মায়াময়ী! আজীবন তোমার আদরে প্রতিপালিত হয়েছি। পিতাকে কখন দেখিনি। একজন অপরিচিতের সম্মানের জন্ম আমি তোমার অপমান সইতে পারবো না। মা! পায়ে ধরি, এতে আমাকে অনুরোধ ক'র না।

চিত্রা। তুমি পিতার চরিত্রে বড় অন্যায়রূপে সন্দিহান হচ্ছ বভ্রুবাহন!

বভ্রু। তা ঠিক হয়েছি। যে ব্যক্তি কর্ম্মাভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়তে পারে, মা তাকে বিশ্বাস নেই।

চিত্রা। বাপ মনের আবেগে যে তোমাকে অভিশপ্ত করেছি!

বভ্রু। এই যে যাচ্ছি মা। (প্রণাম)

চিত্রা। তাইত মা শঙ্করী! কি করলুম! রক্ষাকর মা, রক্ষাকর -আমার পুত্রের মান রক্ষা ক'র। অভিমানী বালক, পিতার কাছে অপমানিত হ'লে প্রাণ রাখবেনা। রক্ষাকর মা রক্ষাকর।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির।

অর্জ্জুন, ইলাবন্ত, সাত্যকি, ও বৃষকেতু।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! মণিপুরপতি বালক, সুতরাং বালকের হাত থেকে অশ্বের উদ্ধারের জন্ম তুমি আর ইলাবন্ত দুই ভাইকে নিযুক্ত করলুম। আমার বিশ্বাস এ যুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজন হবে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মণিপুররাজ আপনার পদবন্দনা করতে উপঢৌকন সঙ্গে শিবিরদ্বারে উপস্থিত।

সা। আঃ! প্রাণ থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। পিতা পুত্রে বিসংবাদ! মনে করতেই প্রাণের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিলুম মহারাজ!

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! ইলাবন্ত! তোমরা অগ্রসর হয়ে মণিপুররাজকে সম্মানের সহিত এখানে নিয়ে এস, আর দূতকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান কর।

[বৃষকেতু, ইলাবন্ত ও দূতের প্রস্থান

তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজাদের সহিত অকারণ বিবাদ করবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।

সা। মণিপুররাজ নিজের ভ্রম বুঝে ঘোড়া যে ফিরিয়ে এনেছেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর হতেই পারেনা।

(বৃষকেতু ও ইলাবন্তসহ বভ্রুবাহনের প্রবেশ
ও পুষ্পদলে অর্জ্জুনের পাদবন্দনা)

বভ্রু। মহারাজ! অভিমানের বশে অশ্ব ধরেছিলুম—দেখলুম অশ্ব না ধরলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ভাগ্যে ঘটেনা।

অর্জ্জুন। ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছ?

বভ্রু। এনেছি। আর না বুঝে ঘোড়া ধরেছিলুম বলে অনুশোচনা করছি।

অ। তোমার পিতার নাম কি মণিপুররাজ?

বভ্রু। (বিস্মিতভাবে চাহিয়া) অপমানের জন্য, না বাস্তবিক বিস্মৃতি?

অর্জ্জুন। যার জন্মই হ'ক। কেন পরিচয় দিতে ভয় পাও নাকি!

বভ্রু। মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব আমার পিতা। মাতা চিত্রাঙ্গদা গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী।

অর্জ্জুন। প্রাণভয়ে অন্যান্য রাজারা মাথাই নুইয়ে থাকে দেখতে পাই, কিন্তু কোন রাজাকে এরূপ নীচভাবে পিতৃসম্বোধন করতে কখন শুনিনি মণিপুররাজ!

বভ্রু। পিতা নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করবেন না, অবস্থা বুঝে সদয় হ'ন।

অর্জ্জুন। আমার পুত্র হ'লে ঘোড়া একবার ধ'রে হেঁট-মুণ্ডে এই দীনভাবে আবার ফিরিয়ে দিতে আসতে না।

বভ্রু। কার্য্য ক্ষত্রিয়োচিত নয়, কিন্তু পুত্রোচিত।

অর্জ্জুন। জারজোচিত! যদি নিরস্ত্র হয়ে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে ছুটে আসতুম, তাহ'লে আদর দেখাতে ফুলচন্দন নিয়ে পা পূজো করতে ছুটে আসতিস। অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি, স্পর্দ্ধার সঙ্গে ঘোড়া ছেড়েছি, সে ঘোড়া বীরদর্পে ধরে-ছিলি। এখন পিতৃভক্তির দোহাই দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আসা পিতৃভক্তি না কাপুরুষতা! আমার সন্তান ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করে। ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করবার জন্য পুত্রত্বে জলাঞ্জলি দেয়। বৃষকেতু! এই গন্ধর্ব্বনন্দিনীর সন্তানকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও, আর অধীন সামন্তগণের মধ্যে একজন গণ্য করে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে চল। জারজকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবার প্রয়োজন নাই।

বভ্রু। যুদ্ধই যদি পুত্রত্বের পরিচয়, তাহ'লে মিষ্টবাক্যে আদেশ করুন, এত পরুষবাক্য প্রয়োগ কি ক্ষত্রিয়োচিত? পদ-

দলিত হ'লে ক্ষুদ্র কীটও চরণে দংশন করে, তা আমিতো ক্ষত্রিয়-সন্তান। কিন্তু মহারাজ আত্মহারা হয়ে আমাকে দারুণ গর্হিত কার্য্য করতে আদেশ করবেন না। পায়ে ধরি পিতা প্রকৃতিস্থ হ'ন, দয়া করুন। আমার মা সাধ্বী পতিপরায়ণা। পিতা-পুত্রের এ পাশবিক সম্বন্ধ শুনলে মর্ম্মান্তিক আহত হবেন—পিতা সদয় হ'ন।

অর্জ্জুন। (পদঘাত) দূর হও নটীর সন্তান।

সা। করলেন কি, করলেন কি মহারাজ! বিনাপরাধে শান্তপুত্রকে পদাঘাত করলেন!

অর্জ্জুন। কে পুত্র! পুত্রতো আমার অভিমন্যু। ভারতের সপ্তশ্রেষ্ঠ বীরকে সাতবার সংগ্রামে পরাস্ত করেছে। ন্যায়যুদ্ধে কেউ তার অঙ্গে একটীও বাণ স্পর্শ করাতে পারেনি। ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছি, দেহে একবিন্দু ক্ষত্রিয় রক্ত থাকলে ওকি এ অপমান সহ্য করে।

(উলপীর প্রবেশ)

উলূপী। বৎস বভ্রুবাহন! মাতৃবৎসল মণিপুররাজ! কর্ত্তব্য করেছ তাতে লজ্জা কেন? চক্ষে জল কেন? ছি ছি! শিষ্ট শান্ত যশস্বী বীর তুমি, পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েছ ব'লে কি কাঁদবে! চলে এস। শিষ্টাচার পিতার মনোমত হ'ল না, যা দেখতে চান তাই দেখাও—যুদ্ধ চান, যুদ্ধ দাও। সেনাপতি!

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। কি আদেশ জননী?

উলূপী। ঘোড়ার মুখ ফেরাও।

সেনা। মহারাজ!

বভ্রু। এখনি—যেন পলমাত্র বিলম্ব না হয়।

সেনা। যথা আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

বভ্রু। আর মণিপুর রাজনন্দিনীকে গিয়ে বল, তিনি আমার ধাত্রী-জননী, মা আমার এখানে আছে।

উলূপী। কি করিস নরাধম! আত্মহারা হয়ে মাতৃনিন্দা করিস কেন।

বভ্রু। আরও ব'ল, যত দিন পর্য্যন্ত না তাঁর স্বামীর প্রাণ-হীন দেহ তাঁর চরণপ্রান্তে অঞ্জলি প্রদত্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মণিপুররাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না।

উলূপী। সিংহশিশুকে উত্তেজিত করে কাজ ভাল করলেন না তৃতীয় পাণ্ডব। ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান! কোথায় ছিল? যখন পরশুরাম বিজয়ী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নিরস্ত্র নিজ রথে উপবিষ্ট, তখন নারীর অধম শিখণ্ডীর পশ্চাৎ থেকে কোন্ মহাবীরের বাণ তাঁর অনাবৃত বক্ষ বিদ্ধ করেছিল? ইচ্ছামৃত্যু শান্তনুনন্দন কার কাপুরুষত্বে মৃত্যু কামনা করেছিল? যা'ক! বভ্রুবাহন কার পুত্র, এই অশ্বমেধের অশ্ব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যজ্ঞ রক্ষায় যখন অন্য পাণ্ডবের সঙ্গে বভ্রুবাহনের সমান অধিকার, তখন সে মহাযজ্ঞ অশ্বহীন হবে না! তবে তৃতীয় পাণ্ডবকে বুঝি সে যজ্ঞ দেখতে হ'ল না। এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই নিরপরাধ বালককে পিতৃহত্যার পাপ স্পর্শ না করে। বালক! পিতাকে প্রণাম করে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

বভ্রু। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে, ক্রোধের জন্য নয়। মহারাজ! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য

আপনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেম, অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

অর্জ্জুন। স্বকার্য্যের জন্য তোমার জয় কামনা করতে পারিনা, তবে আশীর্ব্বাদ করি, যদিই যুদ্ধে জয়লাভ কর, যেন তোমাতে পাপ স্পর্শ না করে।

[উলূপী ও বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

একি শুনলেম—চিত্রাঙ্গদা ধাত্রী-জননী! তবে এ তেজস্বিনী কে?

সা। বীরত্বের প্রস্রবিণী!

ইলা। আমার মা।

অর্জ্জুন। তোমার মা! পতিপরায়ণা উলূপী? তুমি এখানে, তোমার মা ওখানে, এ কি রকম ইলাবন্ত?

ইলা। জিজ্ঞাসা করবেন না—আমি বলতে পারবো না।

সা। মহারাজ! এ লোক-বিগর্হিত কার্য্য হতে প্রতিনিবৃত্ত হ'ন, পুত্রকে ফিরিয়ে এনে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

অ। কেন ভয় পেলে নাকি সাত্যকি?

সা। ভয়ের কারণ হ'লে ভয় পেতে হয় বইকি। তবে ভয় আমার জন্য নয়, এই বালকের জন্য নয়,—অনন্তকালব্যাপী পরমায়ু। ভয় আপনার জন্য।

অ। বল কি সাত্যকি?

সা। মা সতীশিরোমণি—মহাশক্তির অংশ। ত্রিভুবন-বিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ যেখানে কীটাণুবৎ দলিত হয়েছে, সেখানে তৃতীয় পাণ্ডব কি?

অ। পুত্র এখানে! মা ওখানে! এ যে প্রহেলিকা সাত্যকি!

সা। সতীর আচরণ সতীই জানে, অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

বৃষ। মহারাজ! কি জানি কেন মন বলছে এ যুদ্ধে আমাদের মঙ্গল নাই।

অ। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম্ম—এখন ফেরা অসম্ভব। যাও বিলম্ব কর না সকলে যতশীঘ্র পার প্রস্তুত হও।

[অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাসুদেব তোমাকে ছেড়ে কেন এলুম বলতে পারি না! তোমার বড় আগ্রহ অগ্রাহ্য করেছি। সমস্তই তোমার ইচ্ছা। নারায়ণ! জয় চাই না, অভিমন্যুর অভাব মোচন কর, তার শোক নিবারণ কর, জগৎকে দেখাও আমার প্রত্যেক সন্তানই অভিমন্যু।

চতুর্থ দৃশ্য।

বভ্রুবাহন।

পড়েছি গহন বনে অসীম বিস্তার তার
উপরে জলদ ভার, ভিতরে ঘন আঁধার॥
পল্লবে সমীর খেলে, আনে নিরাশার গান;
আঁধারে চলে তটিনী, আঁধারে তার অবসান॥
ঝাঁপিয়ে পড়িতে চাই, শত দিকে বাধা পাই
শতদিকে শত পথ পড়েছে কণ্টকহার।
ফণী আছে ফণা তুলে, ভূতলে বসাবে তায়॥

বভ্রু। অন্ধকার!—কেবল অন্ধকার! ধরণীর সীমান্তথেকে অন্ধকার—প্রলয়ের ঘন জলদজালের মত চারিদিক থেকে ছুটে

এসে যেন আমার মাথার ওপরে আশ্রয় নিচ্ছে। বুঝি আমাকে, আমার পরিণামকে জন্মের মত কুক্ষিগত করলে! আর বুঝি আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও আমাকে দেখতে পাব না। কি কুক্ষণেই কামনা ক'রে কৃষ্ণ পূজা করেছিলুম! তার ফলের তীব্রতায় আমার প্রাণ এখন অস্থির। পিতা বিরূপ হ'ল, পুত্র হয়ে মায়ের নিন্দা শুনতে হল। মায়ের নিন্দা, উঃ! পাণ্ডবশিবিরে বহুলোকের সম্মুখে পিতার নির্দ্দয়বাণী আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধেছে। যতক্ষণ না মাতৃনিন্দার প্রতিশোধ নিতে পারছি, ততক্ষণ জীবন মরণে আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। বহুদূর অগ্রসর হয়েছি, আর ফেরা অসম্ভব। ফিরলে আমার নামের সঙ্গে কলঙ্কের চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যাবে। অপবিত্র হবার ভয়ে, মানুষে আর আমার নাম মুখে আনতে চাইবে না। কাল প্রাতঃকালে রণক্ষেত্রে আমার ভবিষ্যৎ জীবন প্রশ্নের মীমাংসা। জনার্দ্দন! কামনা আর কি করবো। পিতাপুত্রের এ অপূর্ব্ব দ্বৈরথ যুদ্ধ দেবতাতেও কথন দেখিনি! এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয় অজয়, লাভ অলাভ সব সমান। তবে আর কি প্রার্থনা করবো! প্রার্থনা নেই, যেহেতু আমার আর সুখও নেই দুঃখও নেই -নারায়ণ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণহোক! যদি ইচ্ছাহয়---কেননা তোমাকেও আমি ডাকতে সাহস করছি না।--তুমি পাণ্ডব সখা! আমার জন্য তোমার অটুট প্রেমের বাঁধন টুটে যাবে! পাণ্ডব তোমার পর হবে! না, না—তুমি যেখানে আছ সেইখানেই থাক। তবে যদি ইচ্ছা হয়--বাসুদেব! বলতে পারিনা—যদি ইচ্ছাহয় আমার মানসচক্ষের সুমুখে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও, আহা! কি সুন্দর!

অলকাকুলাবৃত বদন সরোজং
প্রেক্ষক রমণী জনিত মনোজং।
ভালে শোভিত মৃগমদ তিলকং
শ্রুতিগত মকরাকৃতি কুণ্ডলকং॥
নাসাবাসিত করিবরমুক্তং
চরণ রণন্মণিনূপুর যুক্তং॥

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। বভ্রুবাহন!

বভ্রু। তাইত, একি! শ্বেত বরণা, শ্বেত ভূষণা, শ্বেতাম্বর ধরা! পলকহীন বিশাললোচনে করুণার রাশি সঞ্চিত করে—শান্ত শুভ্র করুণাতরঙ্গে গলিত হিমানীর রজতধারার ন্যায় কে তুমি মা দিব্যকান্তিময়ী আমার কাছে আগমন করছ?

গঙ্গা। তুমি যে ইষ্টদেবের আরাধনায় নিযুক্ত, আমি তাঁরই অভয়পদ হতে উদ্ভূতা সলিলরূপিণী মন্দাকিনী! বভ্রুবাহন! তোমার কাতর আবেদনে করুণাময়ের হৃদয় আকুল হয়েছে—আমি সেই বিগলিত করুণার মূর্ত্তি! এস সঙ্গে এস। করুণার অনন্তশক্তি। সেই শক্তির সহায়তায় তোমার হৃদয় আজ গঠিত করব। বিলম্ব ক'রনা, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।

বভ্রু। কোথায় যাব মা?

গঙ্গা। যেখানে পুঞ্জীকৃত শক্তি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছি! এস, তোমাকে দান করি।—বিলম্ব ক'রনা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির-দ্বার।

উলূপী ও সেনাপতি।

সেনা। তবে কি এবার হ'তে আপনার আদেশেই চলতে হবে?

উলূপী। বুঝতেইতো পারছ—একথা জিজ্ঞাসা করা কথার অপব্যয়।

সেনা। তা বলে মা ছেলেকে দেখতে চাচ্ছে, শুধু আপনার জন্ম দেখতে পাবে না?

উলূপী। মা কে? মা তো আমি।

সেনা। সে কথা আমি স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

উলূপী। কিন্তু তুমি যার দাস, সে স্বীকার করে।

সেনা। রাজা ক্রোধের বশে একথা বলে ফেলেছেন।

উলূপী। ক্রোধের বশে নয়, কার্য্যবশে। আমার আদেশ না পালন করলে তার মহাপাপ, চিত্রাঙ্গদার আদেশ অগ্রাহ্য করলে লোক-নিন্দা। কার্য্যের জন্ম ক্ষত্রিয় লোক-নিন্দা গ্রাহ্য করে না। যাও, সে রমণীকে এস্থানে পুনর্ব্বার আসতে নিষেধ কর, অথবা তার স্বামীর শিবিরে যেতে আদেশ কর। এখানে তার স্থান নেই।

সেনা। একথা শুনবো কেন ?

উলুপী। না শোন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

সেনা। পাঠাবে কে ?

উলুপী। আমি। এ কার্য্যে আমি রাজার অপেক্ষা রাখিনা।

সেনা। শুধু এই ব্যক্তির বাহুবলে মণিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। শত্রুর আক্রমণ হ'তে এ রাজ্য রক্ষা করেছি, একা আমি! মণিপুররাজ তখন জরাগ্রস্ত, উত্থান শক্তি রহিত। এ বালক তখন ছিল কোথা ? শুধু আমার মহত্ব এ বালকের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করেছে।

উলুপী। তাতে গৌরব কি ? প্রভুভক্ত ভৃত্যের কার্য্য করেছ, তাতে এত আত্মপ্রশংসা কেন : না করলে বিশ্বাসঘাতক হ'তে, না করলে এই বালক কর্ত্তৃক অপমানের সহিত তাড়িত হতে।

সেনা। নারী, তাই তুমি এতো কথা কইতে অবকাশ পেলে।

উলুপী। প্রভুভক্তি যথেষ্ট দেখিয়েছ, তাই তোমার শির এখনও স্কন্ধ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয় হয়নি !

সেনা। তবে শোন অপরিচিতা রমণী, আমি তোমাকেও চিনিনা, রাজাকেও চিনিনা।

উলুপী। এখনই চিনিয়ে দিচ্ছি। (কাটীতে উদ্যত)

সেনা। মা ! তোমায় চিনেছি ! আমি সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর। এখন বুঝলুম এ মহাযুদ্ধে তৃতীয় পাণ্ডবের মঙ্গল নাই। ভৃত্যকে কি করতে হবে আদেশ করুন।

উলুপী। দেহরক্ষী হয়ে রাজমাতার পার্শ্বে অবস্থান কর।

দেখ যেন আত্মহারা হয়ে সে অভাগিনী নিজের কোনও অনিষ্ট না করে।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

উলূপী। তুই কি মনে করেয়ে বালক.?

ইলা। কি আবার মনে করে, মাকে দেখেতে এসেছি।

উলূপী। না তৃতীয় পাণ্ডব ভীত হয়ে তোকে দিয়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছে।

ইলা। সে বাপ আমার নয়।

উলূপী। তা এক পদাঘাতেই বুঝেছি।

ইলা। তুই বেটী বুনোর মেয়ে, তুই আমার বাপের মর্ম্ম বুঝবি কি!

উলূপী। তুই বেটা বাপের পদানত, তুই তার সুখ্যাতি করবি, এতো জানা কথা।

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে লড়াই করবো? যে বাপ প্রথম দর্শনে চৌদ্দবৎসরের সঞ্চিত চক্ষুজল আমার মাথায় ঢেলেছে! তুই সেখানে নেই বলে, নিজে মা বাপের কার্য্য করেছে! সেই বাপের সঙ্গে আমি লড়াই করবো!

উলূপী। (চক্ষে হস্তপ্রদান) দেখা হ'ল, আর কেন ইলাবন্ত! রাত্রি প্রভাত হয়।

ইলা। একটু দাঁড়া প্রণাম করি।

উলূপী। আশীর্ব্বাদ করতে পারবো না।

ইলা। আশীর্ব্বাদ চায় কে! যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি তা'হলে

আশীর্ব্বাদের নাম হবে! জিতি হারি যশ অযশে আমার অধিকার! আশীর্ব্বাদকে দেব কেন! এলুম কেন জানিস! হারিতো তুই দেখতে পাবিনি, জিতিতো তোকে দেখতে পাবনা, তাই দেখতে বড় সাধ হ'ল! দেখ মা, এমন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি যে তাতে জয়ের চেয়ে পরাজয়ে সুখ আছে। আচ্ছা মা আশীর্ব্বাদ করনা, যেন এ যুদ্ধ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয়।

উলূপী। বিশ্ববিজয়ী বীরের পুত্র তুমি। ছি বৎস! তোমার কি নিজের মরণ-কামনা করতে আছে!

ইলা। যাক, রাত্রি প্রভাত হয় চললেম। ভাল তোমার রাজা কি করছে?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছে।

ইলা। দেখা হয় না?

উলূপী। পাছে কেউ দেখতে আসে, তাই আমি নিষেধ করতে দাঁড়িয়ে আছি।

ইলা। যদি দেখতে যাই?

উলূপী। শির রেখে যেতে হবে।

ইলা। তবে পালালুম। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আর তোকে বিরক্ত করবো না।

[প্রস্থান।

উলূপী। তামসী রজনী! তোর আবরণ আজ স্বচ্ছ কেন? আমি না হয় আত্মহারা পুত্র মুখ দেখতে চাই! তুই সর্ব্বনাশী দেখতে দিবি কেন! ঢেকে ফেল! আমার সর্ব্বস্বধনকে নিবিড় বসনাঞ্চলে ঢেকে ফেল!

ঘন চমক চপলা মালিনী
জলদ বসন অবগুণ্ঠন এস নিবিড় নিশিথিনী ॥
নিরোধি নিরর অশ্রুধার
আবরি লোচন তারকার
রুদ্ধ করগো হৃদয়দ্বার
তামস হৃদয় শালিনী।
মুক্ত গগন অঞ্চলে ঢাল
বিস্মৃতি স্মৃতি হারিণী ॥

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

পূজা সাঙ্গ হ'ল ?

বভ্রু। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে মা ?

উলূপী। তোমার পূজা সাঙ্গ হ'ল ?

বভ্রু। অন্ধকার! মুখ দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু মা তোমার স্বর বাষ্পরুদ্ধ।

উলূপী। যুদ্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হবার উপায় সন্ধান করছো না কি বভ্রুবাহন ?

বভ্রু। তোর কথার ভাবে বুঝতে পেরেছি, তোর জীবনের সাররত্ন পাণ্ডব-শিবিরে নিহিত আছে। মা, যুদ্ধে কাজ নেই!

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করে এই প্রাণ নিয়ে এলে নাকি বভ্রুবাহন ?

বভ্রু। পূজা করিনি।

উলূপী। সে কি!

বভ্রু। এই! বড় সাধ করে মা পিতাকে দেখবার জন্য কৃষ্ণপূজা করেছিলুম। তার পর কৃষ্ণপূজার ফলে যে মূর্ত্তিতে পিতাকে দেখলেম, প্রথম দর্শনেই পিতা পুত্রে যে সম্বন্ধ স্থাপিত

হ'ল, তাতে আর কৃষ্ণপূজা করতে সাহস হ'ল না। কিন্তু মা কামনা শূন্য হয়ে যেমন একবার কৃষ্ণকে ডেকেছি, অমনি দেখতে পেলেম, হিমালয়শৃঙ্গে মহেশ্বরের জটারাশির মধ্যে কল্পারম্ভ হতে যে কলনাদিনী মহাশক্তি এতকাল পুঞ্জীকৃতা ছিল, দেখতে দেখতে সেই মহাশক্তি উথলে উঠল! কি এক জীবনাশী মহাবেগে সেই সমুদায় শক্তিস্রোত আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করলে! এখন মা আমি ব্রহ্মাণ্ডনাশী মহাবলে বলীয়ান! কোপ দৃষ্টিতে যদি চাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়। এ শক্তি নিয়ে কার সর্ব্বনাশ করবো মা? বল মা, এখনও বল, পাণ্ডব শিবিরে কে তোর আপনার আছে এখনও বল। নইলে এ শক্তিমুখে কেউ থাকবেনা। গাণ্ডীবীর হাতের ধনু ভূমিতে লোটাবে। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবেনা।

উলূপী। বেশ হয়েছে! নিশ্চিন্ত হও বভ্রুবাহন। যদি বিশ্বসংহারে তোমার অভিলাষ আসে, তাও কৃষ্ণের ইচ্ছায়। পিতৃনাশের পাপ আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এখন যাও, প্রস্তুত হও। প্রাণ থাকতে গাণ্ডীবীকে দেশে ফিরতে দিয়োনা। মণিপুরের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ক। গাণ্ডীবীজয়ী! বিশ্বে বিশ্বে তোমার গৌরবময় নামের উচ্চগীতি দেবগণে গান করুক। চল চল সুরতরঙ্গিনী তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অর্জ্জুন। একি আশ্চর্য্য! এ বঙ্গ বালক, এ অদ্ভুত রণ কৌশল কোথা থেকে শিক্ষা করলে! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একদিন আমি এইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখেছিলুম। যুদ্ধের দশমদিবসে, গঙ্গানন্দন যে সময় সমস্ত পাণ্ডব বাহিনী ধ্বংস করবার অভিলাষে ত্রিলোকের লোক সমূহকে সন্ত্রাস্ত ক'রে কোদণ্ডে বিষম টঙ্কার দিয়েছিলেন, যে বিষম যুদ্ধ দেখে বাসুদেব পর্য্যন্ত পাণ্ডবজয়ে হতাশ হয়েছিলেন, যে যুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার জন্য শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে পিতামহকে নিরস্ত্র ক'রে আমি অধর্ম্ম সঞ্চয় করেছিলুম, বহুকাল পরে এ বঙ্গদেশে এসে, সেই অদ্ভুত রণ কৌশল দেখে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত! বালকের প্রতি কোদণ্ড টঙ্কারে আমি পরশুরাম বিজয়ী পিতামহের প্রয়োগ সংহার দেখতে পাচ্ছি। হর্ষে বিষাদে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠছে! আমি ক্রমে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ছি। এক একবার পুত্রের বীরত্ব দেখে আমি আনন্দে অধীর, আবার মহারাজের অশ্ব উদ্ধারে আপনাকে অশক্ত বোধে বিষাদে আমি অবসন্ন। কি করলুম! বিনীত পুত্র অশ্বনিয়ে পাদ বন্দনা করতে এলো, কেন তারে সে সময়ে কোলে তুলে নিলুমনা। এ আমি ক্ষত্রিয়ত্বের অহঙ্কারে কি করলুম! মমতাও হারালুম, মর্য্যাদাও

হারালুম! দেখছি ধর্ম্মযুদ্ধে এ বালককে পরাস্ত করা আমার অসাধ্য। কিন্তু অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রবধ! ছি! ছি! আবার! একবার পিতামহকে সমরক্ষেত্রে পাতিত ক'রে, আজও পর্য্যন্ত মর্ম্মের যাতনায় অস্থির হয়ে রয়েছি। বুঝি প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভগবান আমাকে মণিপুরে প্রেরণ করেছেন। আসুক মৃত্যু, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণকে জয় করেছি—তাতেও আমি যে গৌরব অনুভব করিনি,—আসুক মৃত্যু—আজ পুত্রের হস্তে নিধনেই আমি তাহ'তে শতগুণ গৌরব লাভ করবো।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। এত যুদ্ধ নয়—এ যে প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সংহারিণী প্রকৃতি যে সকল বীরকে উদরগত করতে অপারগ হয়েছিলেন, তাদেরই বিনাশ সাধনের জন্য ভারতের প্রান্তে এই অন্ধকারময় অরণ্য দেশে এই লোমহর্ষণ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অন্ধকার দিবা দ্বিপ্রহরে মেঘাচ্ছন্ন অমারজনীর অন্ধকার, একজনও পথচিনে ফিরতে পারছেনা। সবাইকেই দেখছি এই অজ্ঞাত স্থানে জীবন রেখে যেতে হয়।

অর্জ্জুন। এই যে সাত্যকি! অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে দিলুম, তুমি একা ফিরছ কেন?

সাত্যকি। সৈন্য সব ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কে কোথায় গেছে, কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমি কিছুই স্থির করতে পারছিনা। বোধ হচ্ছে যেন দ্বিতীয় ভীষ্ম সমরে অবতীর্ণ।

অর্জ্জুন। তুমি ঠিক বুঝেছ এ অনার্য্য রাজার রণকৌশল নয়। নিশ্চয় এ বালক পিতামহের কাছে যুদ্ধ বিদ্যা শিখেছে, অথবা কোন ঋষির কৃপায় ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী। নাও,

আজকের মত সমরে ক্ষান্ত দাও ; বভ্রুবাহনকে বালক বোধে বৃষকেতুর হাতে যুদ্ধের ভার দিয়ে আমি ভুল করেছি, কাল আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণের অভিলাষ করি। তুমি বৃষকেতুকে ফিরিয়ে আন।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এইযে এইযে, পিতা! শীঘ্র আসুন, বৃষকেতুকে রক্ষা করুণ। তিনি সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অন্ধকারে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন—যুদ্ধ বেধেছে তাঁকে রক্ষা করতে পশ্চাতে দ্বিতীয় বীর সেই।

অর্জ্জুন। শীঘ্র যাও সত্যকি তুমি বৃষকেতুর পৃষ্ঠ রক্ষা কর।

সা। অন্ধকারে কি ক'রে সন্ধান করবো!

অর্জ্জুন। আমি অন্ধকার এখনি ভেদ ক'রে দিচ্ছি। চলে এস।

[সকলের প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ওই ওই! দেখতে পেয়েছি, ওই আমার ইলাবন্ত চলে যাচ্ছে। বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে! কিন্তু এই সময় থেকে রক্ষা কবচ তার অঙ্গে বেঁধে না দিলে বাঁচিয়ে রাখা ভার হবে। কিন্তু সমস্যা—নাতিকে বাঁচাবো, না বুনোদের মান রাখবো! বড় অগ্রাহ্য করে পাণ্ডব আমাদের দেশে ঘোড়া ছেড়েছে। নাতিকে ঘোড়া ধরতে বললুম, নাতী আমার কথা রাখলে না। শেষে মেয়ে হ'তে বুনোদের মান বজায় হ'ল, বভ্রুবাহনকে উত্তেজিত করে, ঘোড়া ধরালে। উঃ! ছোড়াটা কি লড়াইই করছে! এমন লড়াই আমি ভেঙ্গে দেবো! তাইত!

বড়ই সমস্যাতে পড়লুম যে! এই মণি ইলাবন্তকে যদি দিই, তাহ'লে এখনি যুদ্ধ থেমে যায়—যদি না দিই তাহ'লে এখনি নাতীটী মরে যায়। থাক্ দেবোনা—যে যার নিজের ক্ষমতায় যুদ্ধ করুক—কিন্তু মন বুঝছে না—উপায় থাকতে চোখের ওপর নাতীটে মরে যাবে! এ মণি নিয়ে যে বিষম বিপদে পড়লুম! কাজ নেই, প্রাণ কাঁপছে, ভয় হচ্ছে, যার মণি তাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাই।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। এইযে এইযে, বাবা, দয়াক'রে আমার মণি দাও।

অনন্ত। য়্যাঁ—তুই—মনে করতে না করতে নাগিনীর ফণা তুলে এসে উপস্থিত হয়েছিস্!

উলূপী। দাও বাবা শীঘ্র দাও, আমি বিলম্ব করতে পারিনা!

অনন্ত। নে, এ আপদ কাছে রেখে আমি জালাতন হয়েছি, নে বেটী - তোর সামগ্রী তুই নে।

(লগনের প্রবেশ)

লগন। দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি ওই! ওই দেখ মহারাজ তোমার নাতী আকাশ পানে চেয়ে কি যেন দেখছে, কাকে যেন কি বলছে।

অনন্ত। তাইত—তাইত—(মণি লুকাইয়া)

উলূপী। কই আবার রাখছ যে! দিলেনা - দিলেনা—মমতাই তোমার বড় হ'ল, দিলেনা দিলেনা!

লগন। ও মহারাজ : হাতজোড় করছে—

অনন্ত। য়্যাঁ বলিস কি হাতজোড় করছে! তবেত ইলাবন্ত

বিপদে পড়েছে। পারলুম না—মা! এ মণি তোকে দিতে পারলুম না।

[অনন্ত ও নগনের প্রস্থান।

উলূপী। মা! মণি পেলুমনা! স্বামীর শাপ বিমোচনের বিলম্ব নাই, কিন্তু জীবন বুঝি তাঁর রাখতে পারলুম না! পিতার হৃদয়ে, কর্ত্তব্য ও মমতায় দ্বন্দ্ব হচ্ছিল, মমতারই জয় হল!

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহন ও বৃষকেতুর প্রবেশ)

বভ্রু। আর কেন বীর ফিরে যাও। শিবিরে ফিরেপাণ্ডবকে আসতে বল। তাকে গিয়ে বল, তোমাদের মত শিশুকটীকে না পাঠিয়ে, তিনি সজ্জিত হয়ে নিজে আসুন। তোমাদের সঙ্গে পুতুল খেলা খেলতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বৃষ। আত্মীয় জেনে, এতক্ষণ দয়াকরে তোমাকে জীবিত রেখেছি।

বভ্রু। অত দয়া করতে হবে না—শিবিরে ফিরে যাও—যা বললুম, তাই কর।

বৃষ। কাপুরুষ! যুদ্ধ কর—

বভ্রু। বীরবর! কার সঙ্গে যুদ্ধ করবো! তুমি কে? তোমার অস্তিত্ব কোথায়? মহাবীর কর্ণ, নিজের মহত্ব রাখতে আত্মীয়তা অগ্রাহ্য করে পাণ্ডবের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ করেছিলেন। তুমি পিতৃশত্রুপদলেহী। পিতার মহৎ নাম ডুবিয়ে দিতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ! আমাকে কাপুরুষ বলতে তোমার লজ্জা করেনা?

বৃষ। তুই অসভ্য, অনার্য্য—তুই আর্য্যের কর্ত্তব্য বুঝবি কি!

বভ্রু। আর্য্যের কর্ত্তব্য যথেষ্ট বুঝেছি অনার্য্যের সংশ্রব আছে বলে এখনও তোমার প্রাণ নিতে ইতস্ততঃ করছি। আমার এ ধর্ম্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে সমররঙ্গিণী বিশালাক্ষীর মন্দিরে তোমরা এক একটী বলি। তোমাকে হত্যা করছিনি কেন বুঝেছ ? তোমার উচ্ছিষ্ট প্রাণে দেবীর পূজা হবে না। নইলে তোমার দেবতারও পূজা, দাতার শিরোমণি পিতা যথা সর্ব্বস্ব মহারাজ দুর্য্যোধনকে দান করেও তোমাকে পরিত্যাগ করে গেছেন কেন ? তিনি তোমার ভাই বৃষসেনকে বলি দিয়েছেন, আর দেবার কেউ নেই জেনে আত্মবলি দিয়েছেন। তোমাকে দেবার নয়, তাই ফেলে রেখে গেছেন। তুমি তাঁর চিরশত্রু তৃতীয় পাণ্ডবের দাসত্ব করবে জেনেও ফেলে রেখে গেছেন। তোমাকে দেবতার দ্বারে উৎসর্গ করবার তাঁর উপায় ছিল না। কেন না তুমি উচ্ছিষ্ট।

বৃষ। তবে রে নরাধম !

বভ্রু। ক্রুদ্ধ হয়োনা, আগে কি বলি শোন। তোমার পিতা একদিন তোমার দেহ স্বহস্তে অস্ত্র দিয়ে দ্বিখণ্ডিত ক'রে, এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অতিথির ক্ষুধা নিবারণের জন্য অর্পণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় তুমি প্রাণে ফিরেছ—কিন্তু তা বলে কর্ণনন্দন, তোমা হ'তে আর দেবতার পূজা হয় না। তাই বলি তুমি শিবিরে ফিরে যাও।

বৃষ। তোমার মাথা না নিয়ে আমি শিবিরে ফিরবো মনে করেছ ?

বভ্রু। তা হ'লে জোরক'রে তোমাকে শিবিরে পাঠাতে হল।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। ওই ওই যুদ্ধহচ্ছে! ধন্ত বৃষকেতু, ধন্ত বৃষকেতু! না, না! একি হল! শর-বলে স্থানচ্যুত হয়ে চক্ষের নিমেষে কর্ণনন্দন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! ধন্ত বভ্রুবাহন! তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেও তোমার বীরত্বের প্রশংসা না ক'রে আমি থাকতে পারছিনা।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। এইযে এইযে আপনি আবার কোন বীর?

সাত্যকি। সে কথা পরে বলছি, আগে বল দেখি বালক, কার কাছে তুমি অস্ত্রবিদ্যা শিখেছ।

বভ্রু। মহাশয় কি তাহ'লে সেইরকম ধরণের যুদ্ধ করবেন?

সাত্যকি। বালক! বেশি অহঙ্কার ক'রনা। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়েই আমি একথা বলছি।

বভ্রু। তাহ'লেত পাণ্ডব শিবির একখানি পশুশালা। বাক্যবীর আছেন, রোদনবীর আছেন, লম্ফবীর আছেন, বাকি ছিলেন কৃপাবীর তিনিও দেখা দিলেন।

সাত্যকি। তোমার মত বালকের সঙ্গে যুদ্ধ, অস্ত্রধরতেই আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।

বভ্রু। তাহ'লে আর কষ্ট করবার প্রয়োজন কি! অন্যান্ত বীরের ন্যায় সুগঠিত চরণদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ ক'রে মনের সুখে এক লম্ফে একেবারে শিবিরের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করুন। অস্ত্র ধরলে এই বালকের দুটো একটা বাণ খেলে আপনার দেহে কিঞ্চিৎ জ্বালা হবার সম্ভাবনা।

সাত্যকি। কার কাছে অস্ত্র শিখলে, তাহ'লে বললেনা!

বভ্রু। কেন, তা হ'লে তার হাতে পায়ে ধ'রে দু'টো একটা যুদ্ধ কৌশল শিখে, আমাকে কি একেবারে শমন সদনে প্রেরণ করেন ?

সাত্যকী। যা শেখা আছে, তাইতেই তোমাকে শমন সদনে পাঠিয়ে দিতে পারি।

বভ্রু। পারেন ? আপনাকে দেখে মনে করেছিলুম, আপনি কেবল কৃপার জোরে ভোজন ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করতে পারেন।

সাত্যকি। নরাধম ! কেন মৃত্যুকে আহ্বান করছিস্ ?

বভ্রু। যেহেতু আপনাদের ন্যায় বীর গুলিকে দেখে আমার মনে বড়ই একটা ঘৃণার উদয় হচ্ছে, আমার বাণ গুলোর কিছু মূল্য আছে—চোক রাঙ্গিয়ে যাদের দিকে চাইলে, যারা মাটীতে আছাড় খায়, আমার বাণ তাদের গায়ে নিক্ষেপ করবার জন্য নয়। ছি ছি ! এই রকম বীর নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ! যত দিন আপনাদের দেখিনি, ততদিন যুদ্ধটার ওপর আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল ! নিরস্ত্রকে আয়ত্তে পেয়ে যে কাপুরুষ পদাঘাত করতে পারে, সে আবার যুদ্ধের কি জানে ?

সাত্যকি। গুরুপুত্র ব'লে, এতক্ষণ তোকে কিছু বলতে চাইনি। যখন গুরুনিন্দা, তখন আর তোর নিস্তার নেই।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকির হস্তের তরবারি পতন)

বভ্রু। এখনও কি বীর যুদ্ধ করবার সাধ আছে !

সাত্যকি। বালক ! আমার প্রাণবধ কর।

বভ্রু। সে কাজ করলে, আপনার প্রার্থনার অপেক্ষা রাখতুমনা। আপনাকে হত্যা করতে আমার মায়ের নিষেধ

আছে। আপনি বাসুদেবের আত্মীয়, যে পবিত্র রক্ত যোগেশ্বরের ধমনীতে প্রবাহিত তার অংশ আপনার দেহে বিদ্যমান।

সাত্যকি। ভাই, আমি বিশ্ববিজয়ী গুরু তৃতীয় পাণ্ডবের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছি, তথাপি তোমার কাছে পরাস্ত হলুম। ভাই জানতে পারিনি কে তোমার গুরু।

বভ্রু। যাঁকে আপনারা অধর্ম্মযুদ্ধে রণক্ষেত্রে পাতিত করে-ছিলেন। আমি সেই ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, সত্যব্রত ত্রিভুবন বিজয়ক্ষম ভীষ্মদেবের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছি।

সাত্যকি। এযে অসম্ভব ভাই! আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

বভ্রু। আপনি চণ্ডালতনয় একলব্যের অস্ত্রশিক্ষার ইতি-হাস যদি জানতেন, তাহ'লে অবিশ্বাস করতেন না। একলব্য যে ভাবে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বরণ করে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, আমিও সেই ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে এই আরণ্য মণিপুরে বসে গঙ্গানন্দনের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছি।

সাত্যকি। গুরুপুত্র! গুরুতে আর তোমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি তোমার কাছে পরাভূত হয়েও জয়যুক্ত হলুম।

(প্রস্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বভ্রুবাহন! তোমার অপূর্ব্ব যুদ্ধ দেখে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করেছি। দাঁড়িয়োনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাণ্ডব সমীপে উপস্থিত হতে পারছ, ততক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়োনা।

বভ্রু। পথ নিষ্কণ্টক করেছি, সাত্যকি বৃষকেতু পরাস্ত হয়ে

প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। তৃতীয় পাণ্ডব ও আমাতে এখন কেবল জনহীন প্রান্তরের ব্যবধান।

উলূপী। না বালক, মধ্যে এখনও আর একবীর অবস্থান করছে, তাকে যতক্ষণ না পরাস্ত করতে পারছ, ততক্ষণ আপনাকে জয়যুক্ত মনে ক'রনা।

বভ্রু। আবার বীর কে আছে ?

উলূপী। অগ্রসর হও, তাহ'লেই জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান, সাত্যকি বৃষকেতুকে পরাস্ত করে, অহঙ্কারে অগ্রাহ্য ক'রে তার সঙ্গে যুদ্ধ করনা। তাহ'লে তৃতীয় পাণ্ডবের কাছে পৌছিতে পারবেনা। প্রতিজ্ঞা আর পূর্ণ হবে না।

বভ্রু। বুঝতে পেরেছি, আর বীর নাগরাজ কুমার ইলাবন্ত। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এটা আমি মনেও করিনি।

উলূপী। পরীক্ষা না ক'রে কারও শক্তিতে অবজ্ঞা ক'রনা জাহ্নবীকে স্মরণ ক'রে অগ্রসর হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইলাবন্ত।

ইলা। আমি মায়ের কথা রাখতে পারলুম না - রাখলে তাঁর সপত্নীপুত্র। মায়ের আশীর্ব্বাদে ভাই আমার অজেয় হয়েছে। ভারত যুদ্ধের বড় বড় বীর এক এক ক'রে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে এলো। বিশ্ববিজয়ী পিতাকে শেষে কি পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল ? আমরা এত লোক থাকতে কেউ কি এ

বিষম দৃশ্য নিবারণ করতে পারলুমনা! বৃথাই পিতার পক্ষ অবলম্বন করলুম, বভ্রুবাহনকে পরাস্ত করে, পিতা যুদ্ধে লিপ্ত হবার পূর্ব্বে, ঘোড়া ফেরাতে পারলুম না! ফেরবার একমাত্র উপায় ছিল। ঋষি দয়া করে আমাকে যে মণি দিয়েছিলেন, আজ যদি কোনও উপায়ে সেই মণিকে হাতে পেতুম, তাহ'লে এযুদ্ধে অদৃষ্টের গতি ফিরিয়ে দিতে পারতুম। হাতে পেয়ে সে ধন হাতছাড়া করেছি, আর কি পাব? কোথায় মাতামহ! কে সন্ধান দেয়? জনার্দ্দন! পিতার সহায় হয়ে মণিপুরে এসেছি, কি ক'রে তাঁর গৌরব রক্ষা করি বলে দাও। সন্তানের কাজ আমার অসম্পূর্ণ রেখোনা। পিতাকে যাতে রক্ষা করতে পারি তার উপায় বিধান কর।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি বালক! এ নির্জ্জন প্রদেশে বিচরণ করছ কেন?

ইলা। পিতা! বলতে লজ্জিত হচ্ছি, আমাদের সমস্ত বীর পরাস্ত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেছে। বভ্রুবাহনের আক্রমণে বাধা দিতে আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

অর্জ্জুন। তাই কি উলূপী নন্দন! প্রাণভয়ে আত্মগোপনে ব্যস্ত হয়েছ।

ইলা। প্রাণভয়ে নয় মহারাজ! আপনাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়েছি।

অর্জ্জুন। আপনাকে লুকিয়ে, আমাকে রক্ষা করতে কি ব্যস্ততা দেখাচ্ছ আমি বুঝতে পারছিনা।

ইলা। আমি অন্যান্য ভারত বীরের ন্যায় পলায়নে যুদ্ধের

মীমাংসা করতে আসিনি। হয় যুদ্ধ জিতবো, না হয় রণক্ষেত্রেই দেহ পাত্ত করবো। আমার বিশ্বাস মহারাজের উপর নিয়তির বিষম আক্রমণ। যেন কোন বিষম অকর্ম্মের ফলভোগ করতে, অভিশপ্ত জীবের ন্যায় নিয়তির টানে আপনি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি লোক-সঙ্গত্যাগ করেছি।

অর্জ্জুন। যুদ্ধে জয়ী হয়েছ?

ইলা। হয়েছি কি না হয়েছি, এখনও ঠিক বলতে পারছিনা।

অর্জ্জুন। বালক! এ রকম যুদ্ধ করে তোমার আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, তোমার মায়ের কাছে যাও।

ইলা। মায়ের কাছে যাবার যদি অভিলাষ থাকতো, তাহ'লে বহুপূর্ব্বে যেতে পারতুম।

অর্জ্জুন: এখন দেখছি, তোমার সেইটেই করা উচিত ছিল। তোমার পূর্ব্বের কার্য্য দেখে, তোমার উপরে আমার অনেকটা তুষ্টি হয়েছিল। আগে চলে গেলে, তোমাকে এই দীন মূর্ত্তিতে আমায় দেখতে হ'তনা।

ইহা। তা দেখুন--কিন্তু এইযুদ্ধে আপনাকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে, সে আমি।

অর্জ্জুন। নরাধম! পূর্ব্বহ'তেই তুমি আমার অমঙ্গল কামনা করছ।

ইলা। আমি করিনি মহারাজ! অমঙ্গল আপনি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। বাসুদেব আপনার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিজয়লাভ ক'রে, অহঙ্কারে আপনি তাঁর সকল আগ্রহ উপেক্ষা করেছেন। সে মহাযুদ্ধে যাঁর জন্য জয়, জেনে রাখুন, মহারাজ, এ মণিপুরে সেই মহাপুরুষের অভাব।

(সারথীর প্রবেশ)

সারথী। মহারাজ! প্রভাত হয়েছে—বিপক্ষের রণভেরী বেজে উঠলো।

অর্জ্জুন। রথ প্রস্তুত কর—আমিই আজ যুদ্ধের সেনাপতি।

ইলা। আমায় আজ যুদ্ধের আদেশ করুন। মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছি—পিতা! আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করবেন না!

অর্জ্জুন। এ ভিক্ষার স্থান নয় ইলাবন্ত! পুরুষকার দেখাবার স্থান।

(অর্জ্জুন ও সারথীর প্রস্থান।

ইলা। পিতা ক্রোধে মমতা বিসর্জ্জন দিলেন,—আমি সন্তান, আমি মমতা ত্যাগ করব কেন? একস্থানের রাজত্ব পরিত্যাগ ক'রে, যখন অন্যস্থানের দাসত্ব গ্রহণ করেছি—মাতা মাতামহের স্নেহ হারিয়েছি, তখন আমার মানইবা কি, অপমানই বা কি, লাভইবা কি অলাভইবা কি, সুখইবা কি দুঃখইবা কি?

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও নাগরাজ! কি করে জানলে নাগরাজ? আমার মনের কথা কি তোমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে? দাদা! যে মহা আগ্রহে সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমাকে দান করবার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছিলে আজ আমি সেই মণি ভিক্ষা করি।

অনন্ত। চুপ!—গোল করিসনি! তাই তোকে দিতে এসেছি। নে লুকিয়ে গলায় পর্। দেখিস্, মা যেন না জানতে পারে!

ইলা। দাদা মণি চেয়েছি জানলে কেমন করে? বড় আগ্রহে মণি ভিক্ষা করেছি, তোমায় কে সংবাদ দিলে নাগরাজ?

অনন্ত। চুপ!—আস্তে কথা ক'! মা যেন না জানতে পারে! তোর সর্ব্বনাশী মা জানলে সব কাজ পণ্ড হবে! তোকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেবে, মণি কেড়ে নেবে! পরিণাম মৃত্যু!—ইলাবন্ত! মৃত্যু!—মা পুত্রঘাতিনী! নাগবংশ ধ্বংস!

ইলা। আচ্ছা, দাদা!

অনন্ত। আবার! সে কালনাগিনী মনের কথা শুনতে পায়, চুপ কর্‌না হতভাগা ছেলে! বভ্রুবাহনের জন্যে তোর মা এই মণি আমার কাছে ভিক্ষা করেছে। মণি আমি তোর মাকে দিতে এসেছিলুম। মনে নেই বালক, তোর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাসনি বলে, সেদিন আমি তোকে কত তিরস্কার করেছি!

ইলা। মনে নেই! খুব মনে আছে! তাতে আমি তোমার ওপর যে বিরক্ত হয়েছিলুম—এমন বিরক্ত আমি কখন হইনি। মনে করলেম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে কাতর হয়েছ, তোমাকে এক বাণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিয়ে দি।

অনন্ত। বোঝ্—বোঝ্—ইলাবন্ত বোঝ্! সেই আমি নাগরাজ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে হরির চরণে আত্মসমর্পণ করতে জটা-চীরধারী নাগরাজ—আত্মপরে সমজ্ঞান নাগরাজ—মণি নিয়ে এলেম, বভ্রুবাহনকে দিতে গেলেম, কিন্তু জাতীয় স্বভাবে

বাধা দিলে! এতকালের হরিপুজা পণ্ড হ'ল, সর্ব্বত্যাগ পণ্ড হ'ল, জটা বাকল জলে গেল! বভ্রুবাহনকে মণি দিতে গেলেম, পথ ভুলে তোর এখানে এলেম! এই দেখ্ ইলাবন্ত! সেই সঞ্জীবন মণি আমি তোর গলায় পরালেম। ঢেকে ফেল্—ঢেকে ফেল্। দেবতা না দেখতে পায়—তোর মা না জান্তে পায়, বর্ম্মের আবরণে এখনি ঢেকে ফেল্!

ইলা। তুমি কি দাও দাদা, ভগবান দেয়। তুমি কেন লজ্জিত হচ্ছো! কার আশঙ্কা করছো! মণি দিয়ে আবার ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নাও—এ কথা ভুলে যাও।

অনন্ত। দেখ্ ইলাবন্ত! তোর মা সতৃষ্ণ নয়নে এই মণির পানে চেয়েছিল!

ইলা। বেটার চোখ গেলে দিতে পারান!

অনন্ত। ওই! ওই! এই ত্যাখ্ বালক এই মণিতে সেই উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতিবিম্ব! এখনও যেন চেয়ে আছে—এখনও চেয়ে আছে! লুকিয়ে ফেল—লুকিয়ে ফেল! কি তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি—কি হৃদয়ভেদিনী স্পৃহা—কি মর্ম্মঘাতী কুটিল কটাক্ষ! ইলাবন্ত ইলাবন্ত! (প্রস্থানোদ্যোগ)

ইলা। আর কেন? মণি দিয়েছ চলে যাও। পেছনে চাচ্ছ কেন? আমার মণি আমি নিলেম, ভয় কি নাগরাজ! এতো কাতর কেন! যাও, চলে যাও।

অনন্ত। (ফিরিয়া) ভাই, আর একবার দে।

ইলা। সেটা এখন আর নয় দাদা, যুদ্ধের পর নিতে হয় নিয়ো, না হয় জলে ফেলে দিয়ো।

অনন্ত। দে ভাই আর একবার দে!—ফিরিয়ে দে!

ইলা। সাবধান নাগরাজ! আর এক পদও অগ্রসর হও না। এ মণি আর দেবোনা। পেয়েছি—যা চেয়েছিলুম এতক্ষণে পেয়েছি। আত্মহারা বিপন্ন পিতাকে রক্ষা করতে এভিন্ন অস্ত্র আরনেই।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

সৈনিক।

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হল! একি বিষম বিপদ আমাদের অদৃষ্টকে আচ্ছন্ন করলে! কেউ এ বালককে হারাতে পারছে না! বৃষকেতু, সাত্যকি পরাস্ত হয়ে ফিরে এলো। সমুদায় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজ নিজ প্রাণনিয়ে ব্যতিব্যস্ত! বিশ্ববিজয়ী তৃতীয় পাণ্ডব পর্য্যন্ত বালকের গতি রোধ করতে পারছেন না! গাণ্ডীবীর সমস্ত রণকৌশল, সমস্ত বাণ সন্ধান ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে! নিজে বালকের বাণে ক্ষত বিক্ষত দেহ, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, কিন্তু বালকের অঙ্গ এখনও পর্য্যন্ত অক্ষত। তাইত! তাইত! তৃতীয় পাণ্ডব যে ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন! একি হ'ল! একি হল! সব্যসাচী অবশ হয়ে রথোপরি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বিপদভঞ্জন! রক্ষাকর! রক্ষাকর! সারথী! রথ ফেরাও রথ ফেরাও।

[প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। ভয় নাই রথ ফিরিয়োনা! আমি শত্রুর গতিরোধ করছি। গাণ্ডীবীকে জীবন্ত সমরক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে, তাঁর বিজয় নামে কলঙ্ক অর্পণ কর'না। রথ রাখ, রথ রাখ।

[প্রস্থান।

উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। মূর্চ্ছিত কি মৃত কিছু বুঝতে পারলুম না! তবে সে বিষমক্ষণের আর বড় বিলম্ব নাই। প্রাণ কাঁপছে, কিন্তু কি করি উপায় নেই! পাপিনী নাগিনী - বিধাতা বেছে বেছে আমাকেই স্বামী ঘাতিনী করবার জন্য প্রেরণ করেছেন' ভাগ্যবতী আমার অন্যান্য সতিনি, স্বামীর শুধু ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী। আর আমি!—বলতে পারিনা! অনেকদূর এগিয়েছি এখন ফেরা না ফেরা আমার সমান! পুত্র আমার উত্তেজনায় পিতৃদ্রোহী। হৃদয়! যে স্থিরতায় এতদূর অগ্রসর হয়েছো, পথের শেষে এসে সে স্থিরতা হারিয়োনা। ওই বভ্রুবাহন আসছে, বুঝি কার্য্যনিষ্পন্ন করে আসছে! না না! বালকের মুখে ও কিসের চিহ্ন! আনন্দের উল্লাস, না বিষাদের অবসাদ! (বভ্রুবাহনের প্রবেশ) কার্য্য নিষ্পন্ন বভ্রুবাহন ?

বভ্রু। না মা। পারলুম না!

উলুপী। সে কি। এমন স্থুন্দর অবকাশ ছেড়ে দিলে!

বভ্রু। পথে বাধা পড়ল--বিষম বাধা ঠেলতে পারলুম না।

উলুপী। আবার বাধা কি।

বভ্রু। এই যে বললুম মা বিষম বাধা! পিতার রথকে আয়ত্ত করতে ছুটে ছিলুম। পথে আমার ভাই নাগরাজকুমার ইলাবন্ত বাধাদিলে।

উলুপী। পর্ব্বতে তোমার গতিরোধ করতে পারলেনা, একটা বল্মীক পিণ্ডে বাধা দিলে!

বভ্রু। সেদিন শিবিরে লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারিনি, সেই জন্য কারও মুখ দেখিনি। আজ ভাইকে প্রথম দেখলুম।

কিন্তু কি দেখলুম মা! সেই ক্ষুদ্র বালকের মুখে, তোমার মুখের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি! দেখে হৃদয় কেঁপে উঠলো—হাত অবশ হলো।

উলূপী। মায়া—মায়া -মায়ারাক্ষসী তোমার সম্মুখে আবরণ ফেলেছে! মায়া ভেদ করে, সে বালককে এখনি হত্যা কর। কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়ে ফিরে এসোনা।

বভ্রু। কি করে মা হত্যা করি! একবার ভাই ব'লে সম্বোধন ক'রেই সে আমার সমস্ত শক্তি অপহরণ করেছে! এমন সোণার ভাই, এমন অমিয় মাখা কথা, এমন স্নেহভরা হৃদয়, এমন চাঁদের সুধাভরা রূপ—কি করি মা- উপদেশ দাও।

উলূপী। মায়ের কলঙ্ক কথা স্মরণ কর। আর বুঝে দেখ তুমিই তার সাক্ষী। যদি না অগ্রসর হও, তাহলে জেনে রেখো, আমিও তোমার মাকে কলঙ্কিনী নামে অভিহিত করবো। বুঝবো তৃতীয় পাণ্ডব তোমাকে পদাঘাত ক'রে কর্ত্তব্যকার্য্যই করেছেন।

বভ্রু। তবে আর একবার পদধূলি দাও! ঠিক বলেছ, পিতাকেই যখন হত্যা করতে চলেছি, তখন ভাই কে?

[বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

উলূপী। সাবধান! যুদ্ধ করতে করতে ভ্রাতৃস্নেহবশে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হও, সেফালি পুষ্পের মত মৃদুমন্দ সমীর স্পর্শে যদি আপনা আপনি তোমার মস্তক দেহ বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ে, তাহ'লে তোমার পিতৃহত্যার পাতক হবে। যাও বভ্রুবাহন জয়ী হও। তোমার মমতা মাখা দৃষ্টিথেকে আমার প্রাণের ইলাবন্ত আত্মগোপন করতে পারেনি। তুমি

ঠিক বুঝে সন্তানের মুখে মায়ের মুখের ছবিদেখে ছুটে এসেছিলে! কিন্তু আমি পিশাচী তোমাকে বুঝেও বুঝতে দিলুম না। যাক্—আর আমি এগুতে পারলুম না! উঃ! এইখান থেকেই পুত্রের মুদ্রিত আঁখি পলক আমি দেখতে পাচ্ছি—চোক বুজি তবু যে দেখতে পাচ্ছি! অন্ধকার—প্রলয়ের অন্ধকার থেকে আমার ইলাবন্তের ওই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ভেসে উঠছে। আর নয় আর নয়!

[প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ওই লড়াই বেধে গেছে!—বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে গেছে! বাণের ওপর বাণ! এ সময় লগনা বেটা কোথায় গেল! এমন লড়াইটা দেখতে পেলে না!—বা—বা! কি লড়াই! ওকি হ'ল! হটাৎ যুদ্ধ বন্ধ হ'ল কেন! ওইযে বভ্রুবাহন টলছে! ওইযে ঢলে পড়ছে! ওই ইলাবন্ত ফিরছে! বস্ কাজ শেষ! লগন! জল জল!

প্রস্থান।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। মা—মা! কোথা মা!

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কিহ'ল বভ্রুবাহন! কি করলি বভ্রুবাহন! তাইত! ক্ষত বিক্ষত রুধিরাপ্লুত কলেবর একি দেখি বভ্রুবাহন!

বভ্রু। আর দেখবি কি—আমার আসন্ন সময়! মা আমায় কোল দে।

উলূপী। এ কি বলছিস্! এ যে অসম্ভব কথা বাপ আমার!

বভ্রু। কই মা, চরণ দে! সাধ্বীসতী আমার মা। এ তুচ্ছ জীবনের সাক্ষে মায়ের কলঙ্ক গাইব কেন। চরণ দে—এই উপাধানে মাথা রেখে, এই চরণধূলি পূত পুণ্যতীর্থে এ জন্মের মতন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাই। মা আমি পিতার অযোগ্য সন্তান।

উলূপী। হিমালয় হ'তে অজস্রধারে নির্ঝরিত শক্তি কোথায় ফেললি বভ্রুবাহন! কাল চক্ষের নিমেষে অসংখ্য পাণ্ডবসেনা বিদলিত ক'রে দেবতার পুষ্পাঞ্জলি লাভ করলি! আজ একটা অতি তুচ্ছ বালকের সঙ্গে সংগ্রামে একি করলি বভ্রুবাহন! জাহ্নবীদত্ত শক্তি কোথায় রেখে এলি!

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। সাগরে টেনে নিলে—স্রোতস্বিনী অচল হ'ল—কোন্ এক মহাশক্তিতে মিলিয়ে গেল!

উলূপী। একি নিদারুণ কথা বললি মা জাহ্নবী?

জাহ্নবী। অদৃশ্যভাবে অবস্থান ক'রে, বরাবর বভ্রুবাহনের সহায়তা করেছি। যে শক্তির প্রভাবে দেবহস্তী প্রচণ্ড ঐরাবতকে আমি সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করেছিলুম, সেই শক্তি আমি বভ্রুবাহনের হৃদয়ে সঞ্চিত করেও বালক ইলাবন্তকে এক পাও হটাতে পারিনি।

উলূপী। বুঝেছি মা! এ বালককে রক্ষা কর।

জাহ্নবী। রক্ষা কবচ স্বরূপ বালককে ঘেরে আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(উলূপীর প্রস্থান।

জাগো বসুমতী, জাগ লো প্রকৃতি, জাগো রবি, জাগো সমীরণ !
জাগোরে ওষধি, জাগো অম্বুনিধি, জাগো জাগো বিশ্বের জীবন।
বভ্রুবাহন ! বভ্রুবাহন ! জাগো।

(পলায়ন।

বভ্রু। তাইত ! রণস্থল ছেড়ে আমি এখানে কেন ? ওই দূরে ইলাবন্তের রথ, পশ্চাতে গাণ্ডীবীর শ্বেতাশ্ব। দম্ভের সহিত তারা যেন আমাকে সমরে আহ্বান করছে। জাহ্নবী ! হৃদয়ে যদি আজ মায়ের কলঙ্ক মোচন করতে পারি, তবেই ফিরবো, নইলে সংগ্রামে আমার শেষ অভিযান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। মরেছে, এতক্ষণ ঠিক মরেছে- বেটীর কোলে মাথা রেখে নির্ঘাত মরেছে ! বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহন—বেটীর হ'ল বভ্রুবাহন ! পরের ছেলে আপনার হল, আপনার হ'ল পর ! এই বারে কেমন করে পুত্রহত্যা করবি কর ! উঁ ! বেটী ধর্ম্ম কর্ম্ম করতে এসেছে ! স্বামী মেরে, পুত্র মেরে বেটীর ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম এতকাল ধরে করে এলুম, চুল পেকে গেল, মরতে চললুম, ধর্ম্ম আমি শিখলুম না, বেটী আমাকে ধর্ম্ম শেখাতে এসেছে। তোর ধর্ম্মের মুখে আগুন, তোর--না না আর বেশী কাজ নেই, বেটীর এইতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। বভ্রুবাহন মরেছে। আমি নাগরাজ—আমার বিশাল রাজ্য—সে রাজ্যে আলো দিতে সবে একটী শিবরাত্তিরের সলতে ইলাবন্ত ! তাকে মারবে ! যাক—কার্য্য শেষ

(লগনের প্রবেশ।

লগন। নাও জল খাও।

অনন্ত। আর খেতে হবেনা, পিপাসা মিটেছে।

লগন। দেখ ফের ফরমাস করলে আমি আনতে পারবো না—বহু কষ্টে অনেক দূর থেকে জল এনেছি।

অনন্ত। আমি খাবনা, একটু দে চোখে দিই।

লগন। তাহ'লে ফেলে দিই ?

অনন্ত। ছেলেটীর অসাধারণ শক্তি, কেমন না ?

লগন। তা আর বলতে—নাও চোখে জল দাও।

অনন্ত। কার কথা বলছিস ?

লগন। তুমি বলছ কার কথা ? নাও একটু কুলকুচো কর।

অনন্ত। তুই বেটা বলছিস কার কথা ?

লগন। তুমিও যার বলছ, আমিও বলছি তার কথা। নাও একটু দাড়ীটে ভিজিয়ে নাও।

অনন্ত। আমি বলছি আজকের লড়াইয়ের কথা।

লগন। লড়াই ! কার সঙ্গে !

অনন্ত। সে কিরে বেটা, কার সঙ্গে কি !

লগন। কার সঙ্গে না ত কি। আপনা আপনি গুল পাকিয়ে আকাশের গায়ে কি তাল ঠোকাঠুকি হয় ? একটা লোক চাইত।

অনন্ত। সে কিরে !

লগন। তা হ'লে তুমি বল কি !

অনন্ত। ওরে বেটা একচোখো বললি কি !

লগন। দেখ একচোখো একচোখো ক'রনা—জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে "ওরে বেটা একচোখো, ওরে বেটা একচোখো" !

অনন্ত। এতবড় লড়াই হ'ল দেখতে পেলিনি!

লগন। কোথায় লড়াই তা দেখবো!

অনন্ত। তবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি কি?

লগন। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুসি পাকাচ্ছিলে, এমনি করে গা মোচড়াচ্ছিলে, মুখভঙ্গী করছিলে, তাই দেখছিলুম।

অনন্ত। আর কিছু দেখিসনি?

লগন। আর দেখেছি—উলূপী মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। আর ওদিকে?

লগন। ওদিকেও দেখিনা উলূপী মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। সেকি রে!

লগন। বুঝতে পারলেনা নাগরাজ! আকাশে প্রতিবিম্ব। পাহাড়ে আকাশ আরসী হয়েছে, তাইতে উলূপী মায়ের সোণার পুতুলের ছবি পড়েছে। তবে কোনটা মূর্ত্তি, আর কোনটা ছবি তা ঠাওর করতে পারলুম না।

অনন্ত। দূর বেটা কাণা এদিকে যে ছিল সে আমার ইলাবন্ত, আর ওদিকে মণিপুর রাজকুমার বভ্রুবাহন।

লগন। একি কাণা বলে রহস্য করছ মহারাজ, না সত্য বলছ? যদি রহস্য না হয়, তাহ'লে ভগবানের কাছে এই কামনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরে আমার মত কাণা হও। আর আমি যেন এই একচক্ষু হ'য়েই জন্ম জন্ম এখানে আসি! দুই চক্ষু নিয়ে ভ্রমে পড়ার চেয়ে কাণা হওয়া ভাল। মহারাজ! আর আমায় কাণা বললে রাগ করব না! আমি এদিকে দেখি

ইলাবন্ত—সেই সোণার বর্ণ, সেই হাসিভরা চাঁদমুখ, আবার ওদিকে দেখি সেই ইলাবন্ত—সেই সোণার বর্ণ—সেই হাসিভরা চাঁদমুখ!

অনন্ত। সেকিরে! সেকি বললি!

লগন। কি মহারাজ! দুই চক্ষে দুই রকম দেখেছ নাকি?

অনন্ত। তাইতো দেখেছি।

লগন। চক্ষু তোমার বিশ্বাসঘাতক। কাছে গিয়ে কোলে ক'রে কেন দেখলে না!

অনন্ত। ইলাবন্ত বভ্রুবাহন—বভ্রুবাহন ইলাবন্ত! একি বললি বাপ লগন!

লগন। মহারাজ! তার একটাকে দৌহিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মেরে ফেলেছ নাকি?

অনন্ত। অঁ্যা তাইতো—কি করলুম!

লগন। ছায়া মারলে, না কায়া মারলে!

অনন্ত। অঁ্যা—অঁ্যা অঁ্যা।

[বেগে প্রস্থান।

লগন। কি করলে বুড়ো ভিমরতি নাগরাজ। বংশলোপ করলে! ছায়া মারলে না কায়া মারলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমরক্ষেত্রের অপরাংশ।

ইলাবস্ত।

ইলা। কি করলুম—একটা পাশবিক কাজ করতে দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ করলুম! মণি বুকে রেখে ভাইকে মারলুম! মহাবলে সেই সব ভীষণ বাণ আমার কোমল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভগ্ন হ'ল, আর আমার এই দুর্ব্বল করনিক্ষিপ্ত শরে সেই মহাবীরের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল! গুরু সহায় হও—বাসুদেব সুমতি দাও—মন স্থির কর, ভাইকে আমার রক্ষা কর।

(উলূপীর প্রবেশ)

এই যে মা! মা! মায়াময়ী জগদ্ধাত্রী-রূপিনী ছিলি, এ সংহার মূর্ত্তি কেন মা! বনের পশুপাখী তোকে দেখে ছুটে আসতো, আজ আমি পর্য্যন্ত তোকে দেখে ভয় পাচ্ছি কেন মা!

উলূপী। ইলাবস্ত!

ইলা। (প্রণাম) কেন মা!

উলূপী। (নতজানু) নাগরাজকুমার!

ইলা। একি মা, একি মা!—ঠাকুর, যেমন পাপ তার তেমনি প্রায়শ্চিত্ত। মা মা! বন্যজন্তু বধ করতে গিয়ে যে উৎকোচ নিয়ে ফিরে এসেছিলুম, এতদিনে তার ফল ফলেছে। শ্রীকৃষ্ণের বিচারালয়—সেখানে সূক্ষ্ম বিচার—স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী আজ পুত্রের কাছে নতজানু। ওঠ মা, বল মা কিজন্য এ অধম সন্তানের কাছে এসেছ?

উলূপী। ইলাবন্ত! মণি ভিক্ষা চাই।

ইলা। (মণি বাহির করিয়া উলূপীর চরণ সমীপে রক্ষা ও উলূপীর মণি গ্রহণ) যাও, এখনও সূর্য্য অস্তমিত হয়নি, মণিপুররাজকে সংবাদ দাও, আমার যুদ্ধের তৃষ্ণা এখনও নিবারিত হয়নি।

[প্রস্থান।

উলূপী। নারায়ণ! জন্ম জন্ম যদি এমন পুত্র দাও, তা হ'লে স্বর্গকামনায় আর তোমাকে জ্বালাতন করি না।

[প্রস্থান।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। স্তম্ভিত আকাশ প্রেতের নিবাস
এস মৃত্যু কাল মেঘ শিরে।
সংহারী ত্রিশূল জীবনের মূল
ছিন্ন ভিন্ন কর একেবারে।
ঘুমাও মেদিনী ঘুমাও অচল
ঘুমাইবে নর নারায়ণ।
ত্রিলোক কাঁপিবে গ্রন্থী খুলে যাবে
নিবে যাবে প্রচণ্ড তপন।

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহন ও উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। ওই দুর্দ্দান্ত শত্রু সম্মুখে মহাদর্পে বিচরণ করছে। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে কার্য্য শেষ কর।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এইযে মণিপুর রাজকুমার! এখনও আছ?

বভ্রু। তোমাকে যতক্ষণ না রণক্ষেত্রে শায়িত করতে পারছি, ততক্ষণ থাকতে হচ্ছে বইকি।

ইলা। আমি মনে করলুম বুঝি দন্তে তৃণ ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে রণস্থল ত্যাগ করেছিলে।

উলূপী। বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট কেন বালক! তোমার জীবন শেষ ক'রে আবার তোমার পিতাকে তোমার পাশে শয়ন করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ইলাবন্ত ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ)

(উলূপীর চক্ষে হস্তাবরণ)

ইলা। ভাই আর নয়, বাণ সংহার কর! তোমার কার্য্যশেষ হয়েছে। হৃদয় আমার বিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুরোধ, সাগ্রহ অনুরোধ—ওই দূরে চক্ষে হস্তাবরণ দিয়ে, আমার মহাগুরু মায়াময়ী গর্ভধারিণী মাকে সান্ত্বনা কর।

বভ্রু। (উলূপীর সমীপে যাইয়া) রাক্ষসী, পিশাচী কাল-নাগিনী! নাগিনীর আচরণ! নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করলি!

উলূপী। কাজ শেষ করেছ? বেশ করেছ।—চল—অগ্রসর হও - মায়ের তিরস্কারে সময় নষ্ট ক'রনা, শক্তির অপচয় ক'র না। এখনও প্রবল শত্রু বেঁচে আছে। শীঘ্র যাও, স্পর্দ্ধাক'রে পিতাকে সমরে আহ্বান কর। পথ নিষ্কণ্টক। বিলম্ব করলে ওই বীরের দেহশোণিতে সহস্র কণ্টকের সৃষ্টি হবে। চলে যাও, চলে যাও।

বভ্রু। স্বামীর উপর তোর একি বিষম আক্রোশ মা! তার পরাভবের জন্য এত উপায় উদ্ভাবন করলি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষের উপর পুত্রের মৃত্যু দেখলি!

উলূপী। যা পুত্র, শীঘ্র যা—আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্। তোর জননীতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান করিস্‌নি। সতীসাধ্বী সতিনীর অপমান, সে অপমান আমার। শীঘ্র যা, আমার অপমানের শোধ নে। (বভ্রুবাহনকে ব্যগ্রভাবে ধরিয়া) তুই আমার ইলাবন্ত—আমার মাতৃবৎসল সন্তান—আদরের নিধি স্বর্গের সোপান—পিতার নরকদ্বারে সদাজাগ্রত সশস্ত্র প্রহরী। এই দেখ্ বালক চোক দেখ্—কি—তীব্র—কি নীরস : আমার নয়নের আলো ! শোকার্ত্ত হয়ে মাকে চক্ষুজলে অন্ধ কর না ! তোর গতি লক্ষ্য হবেনা—পথ চিনতে পারবোনা।

বভ্রু। ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। এই আমি শোক ছিঁড়ে ফেললুম। এই স্থির হৃদয়ে পিতৃবিনাশ উদ্দেশ্যে চললুম—স্বয়ং গুরুদেব এলেও আর আমাকে পথ থেকে ফেরাতে পারবে না।

[প্রস্থান।

উলূপী। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তোমার জয় হোক বভ্রুবাহন ! না, ভ্রাতৃশোকে এ জ্ঞানশূন্য বালককে বিশ্বাস নেই। এখনি আবার হয়ত ভাইকে দেখতে ছুটে আসবে। শুধু আমার নিষ্ঠুরতার আবরণে, বালকের মহত্ত্বকে ক্রিয়াহীন রেখেছি। আর কি পারবো ? আর কি আমার শক্তি আছে ! পুত্রবিয়োগ ! কি দারুণ আঘাত ! এ হৃদয় কি এত বলবান ! কই ? না—বলবানত নয় ! তবে কাঁপে কেন ? কই—না—বড় দুর্ব্বল ! ইলাবন্ত ! ইলাবন্ত ! না না মাতৃবৎসল মায়ের আদেশ পালন করতে মরণের রাজ্যথেকে ফিরে আসবে —‘কেন মা’ বলে

উত্তর দেবে। তবে আয় ইলাবন্ত কেউ আর তোকে না দেখতে পায়, তাই অন্ধকারে তোরে জন্মের মতন লুকিয়ে রাখি।

[ইলাবন্তকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ।

অনন্ত লগন।

অনন্ত। সোণার রক্তে মাটী ভিজেছে- ওরে লগন! খুঁজে দেখ্—কোথায় আমার ইলাবন্ত খুঁজে দেখ্।

লগন। প্রকাণ্ড মাঠে প্রকাণ্ড লড়াই। কোথায় কে পড়ে আছে, কিকরে খুঁজবো।—ওই! ওই বুঝি মহারাজ, তোমার ইলাবন্ত।

অনন্ত। বুঝি কেনরে কাণাবেটা, ওইযে—ঠিক ওইযে। আয় ভাই কাছে আয়। (বভ্রুবাহনের প্রবেশ) তুই আমার ইলাবন্ত না বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কেও মাতামহ? (প্রণাম)

অনন্ত। চল্ ভাই ইলাবন্ত, আমরা দেশে যাই! তোর অদর্শনে নাগরাজ্য অন্ধকার! লগন লগন—দেখ্ দেখ্! ভাই আমার কাঁদছে! আমায় পাগল মনে ক'রে কাঁদছে!

লগন। (বভ্রুবাহনের অঙ্গে হস্ত দিয়া) মহারাজ! মহারাজ!

অনন্ত। কি হ'ল—কি হ'ল?

লগন। কইত কিছু বুঝতে পারলুমনা!

অনন্ত। সে কি!

লগন। মহারাজ! এ বুঝি ছায়া!

অনন্ত। সেকি! (বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন) এইযে আমার হৃদয় জুড়ুলো! এমন শীতল, এমন কোমল, ঠিক যেন ননীর পুতুল। এ আমার ইলাবন্ত। চুপ ক'রে কেন ভাই—কথা ক'না ইলাবন্ত!

বভ্রু। দাদা! আপনাকে বলতে আমার রসনা অবশ হচ্ছে। আমি ইলাবন্ত নই—বভ্রুবাহন।

লগন। ছায়া ছায়া।

অনন্ত। য়্যাঁ! তাহ'লে কি করলুম! ইলাবন্ত! ইলাবন্ত!

লগন। আর ইলাবন্ত! অন্ধ নাগরাজ—যা ভয় করলুম, তাই করলে! ছায়া রেখে কায়া মারলে!

অনন্ত। (হাস্য) হাঃ হাঃ—ওই—ওই—

লগন। কই মহারাজ!

অনন্ত। ওই! আকাশে—অনিলে—সলিলে—অচলে—ওই ওই ইলাবন্ত!

লগন। মহারাজ! মহারাজ! অমন পাগলের মত ছুটোনা পড়ে যাবে—মরে যাবে।

বভ্রু। কি অভাগ্যের জন্মই গ্রহণ করেছিলুম! দৌহিত্রের শোকে বৃদ্ধ নাগরাজ পাগল হয়ে ছুটে গেল! যে ভাবে ছুটেছে বুঝি আর ফিরছেনা।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। এইযে এইযে! পাগলকে কি দেখে বেড়াচ্ছ

কার পানে চাচ্ছ ? এখন আর অন্যের দুঃখ দেখবার সময় নেই। ওই দেখ তৃতীয় পাণ্ডব দ্বৈরথ যুদ্ধে তোমার সঙ্গে যুঝতে তোমার পানে অগ্রসর হচ্ছেন। এখন অন্যের চিন্তায় মগ্ন হ'লে, এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'লে তাকে পরাস্ত করতে পারবেনা। সামান্য ত্রুটীতে প্রাণ হারাতে হবে—প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাকবে। মনে রেখো, ত্রিলোকের দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব পরাস্ত হয়ে যার কাছে মাথা হেঁট করেছে, সেই বিশ্ববিজয়ী তোমার সম্মুখীন। এই নাও—শেষ অস্ত্র—যখন কিছুতে তাকে সমরশায়ী করতে পারবেনা—তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ কর। প্রস্তুত হও প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এইযে! বালক! তোমার বীরত্বের প্রশংসা করি।

বভ্রু। আমিও আপনার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করি। নিজের অভিমান বজায় রাখতে অনেক গুলো নিরীহ প্রাণী সংহার করলেন। শুনলুম হস্তিনায় আপনারা আজকাল কতকগুলো বিধবা নিয়ে রাজত্ব করেন। বিধবার ওপর আধিপত্য ক'রে পাণ্ডবের কি এতলোভ বেড়ে গেছে, তাই আরও কতকগুলো রমণীকে স্বামীহীনা করতে, তাদের মণিপুরে এনে উপস্থিত করেছেন!

অর্জ্জুন। বাক্যব্যয় কেন বালক, অস্ত্রধর।

বভ্রু। মনে করেছিলেন কি মণিপুরের প্রান্তরে শয়ন করলে, তাদের রমণীগণের করুণ চীৎকার, তাদের সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত দিতে পারবেনা ?

অর্জ্জুন। কাপুরুষ! বাক্য রেখে অস্ত্রধর।

বভ্রু। অস্ত্র ধরতে যদি তৃতীয় পাণ্ডবের এতটুকু উৎসাহ, তাহ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগুলোকে যুদ্ধে প্রেরণ করে, আপনি অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিলেন কেন।

অর্জ্জুন। তোমাকে বিনাশ ক'রে আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বভ্রু। সূর্য্য, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার আপনাদের পিতা,—দেবতার বংশ। তাই কি জারজ ব'লে সর্ব্বসমক্ষে আমাকে অপমানিত করেছিলেন? আর সেই জন্যই কি আত্মরক্ষার জন্য সতীনন্দন বীরশ্রেষ্ঠ ইলাবন্তের শরণাপন্ন হয়েছিলেন?

অর্জ্জুন। নরাধম! তাহ'লে এইখানেই তোমাকে শেষ করি।

বভ্রু। মহারাজ! আমি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম নই যে, অধর্ম্ম যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করবেন! আমাতে কিঞ্চিৎ অনার্য্যের সংশ্রব আছে, আপনি যুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করলে আমরাও নীতি পরিত্যাগ করতে জানি। আমাকে অস্ত্রগ্রহণ করতে অবকাশ দিন, তারপর যথাশক্তি আপনি বাণপ্রয়োগ করুন।

(উভয়ের যুদ্ধ অর্জ্জুনের পতন।)

অর্জ্জুন। বাসুদেব! এতদিনে অভিমন্যুর অভাবের মোচন হ'ল। বভ্রুবাহন! পুত্র! প্রাণাধিক! সাধ্বীসতী চিত্রাঙ্গদা—তাঁর নিন্দা—মহাপাপ—উপযুক্ত ফল—অভাবনীয় পরিণাম—বাসুদেব!

বভ্রু। পিতা! পিতা! শঙ্করবিজয়ী বিজয়! নিবাত কবচ নাশী ধনঞ্জয়! পুত্র হস্তে নিধন, এই কি তোমার পরিণাম!

পুত্র বৎসল! স্নেহরুদ্ধ হস্তে বাণ প্রহার করলে, শরের প্রভাব বুঝতে পারলুম না! পুত্রঘাতী হবার ভয়ে নরাধম সন্তানকে পিতৃঘাতী করলে!

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। বভ্রুবাহন! বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় মণিপুরে এসেছেন। সে দেব অতিথির কি সৎকার করেছ? কি আসনে তাঁর শ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিয়েছ? আমার পিতা চিত্রবাহন তাঁকে কন্যার হৃদয় আসন দান করেছিলেন, তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ মণিপুর রাজকুমার?

বভ্রু। অন্ধ মণিপুর রাজনন্দিনী! ওই যে সুন্দর আসন—দেখতে পাচ্ছনা? বিশ্রান্ত দেহে দেব অতিথি মণিপুর রাজদত্ত কোমল তৃণশয্যায় সুখনিদ্রায় শুয়ে আছেন।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বভ্রুবাহন! আমার স্বামী কই?

চিত্রা। একি ভগিনী উলূপী! তুমি!—তোমা হ'তে স্বামীর এই অবস্থা! ত্রিলোক বিশ্রুতা ধর্ম্মজ্ঞা! প্রধানা পতিব্রতা! তুমিই আমাদের স্বামীর মৃত্যুর কারণ! মিথ্যা কথা, চক্ষের ভ্রম। বভ্রুবাহন, তোমার পিতা যথার্থ নিদ্রিত। অযোগ্যস্থান—ডাক—নিদ্রাভঙ্গ কর। কুরুকুলের পরম প্রিয় বাসুদেব সখা! এ ছল কেন? গা তুলুন, উঠে অশ্ব গ্রহণ করুন তার সঙ্গে যান। অসময়ে ধূলি শয়নে নিদ্রা কেন? আরাধ্যদেব! কৃতাঞ্জলি হয়ে আরাধনা করি, মণিপুর রাজের গৃহ পবিত্র করুন।

উলূপী। ভগিনী ওঠ—রাজজননী তুমি! পুত্র তোমার বীরশ্রেষ্ঠ গাণ্ডিবীজয়ী। ধর্ম্ম যুদ্ধে গুরুকে পরাস্ত করেছেন;

মণিপুররাজ্যের মান, পুত্রত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, তাতে এত আক্ষেপ, তোমার ন্যায় বীরজননীর যোগ্য নয়।

বভ্রু। নাগনন্দিনী! সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি—তোর পুত্র বধ করেছি, তোর স্বামী হত্যা করেছি ভয় হৃদয়ে মাতামহ নাগরাজ বুঝি আত্মহত্যা করতে ছুটে গেছে। আর কিছু যদি করবার থাকে, শীঘ্র বল্। তোর চক্ষুশূল সপত্নী সম্মুখে। মা আদেশ কর, ওকেও স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই। স্বামী-বিয়োগিনীর করুণ রোদন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এ মহাকার্য্যের শেষ থাকে কেন মা!

উলূপী। বেশ—তাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তাহ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমাকেই বা তাহ'লে তুমি অবশিষ্ট রাখবে কেন? যাইত দুই ভগিনীতে এক সঙ্গেই স্বামীর অনুমৃতা হব।

উলূপী। মহাত্মন্! পুরাণ ঋষি, শাশ্বত, অক্ষর! তোমার কি মৃত্যু আছে? অন্যায় সমরে পিতামহ ভীষ্মকে নিহত করেছিলে, এই তার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত ত নিষ্পন্ন হ'ল প্রভু! তখন আর কেন—গাত্রোত্থান করুন।

(বক্ষে মণি প্রদান।)

(অর্জ্জুনের উত্থান ও নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি)

(লগন ও অনন্তের প্রবেশ)

লগন। ছুটোনা মহারাজ! ছুটোনা! পড়ে যাবে, মরে যাবে।

অনন্ত। এই যে, এই যে তোরা সবাই আছিস্—আমার ইলাবন্ত কই।

উলুপী। হা ইলাবন্ত! —(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন। তাইত! তোমরা কি ইলাবন্তের জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা করলে।

বভ্রু। উঠ মা! দারুণ শোকের ভারেও প্রকৃতি ঠিক রেখে, তুমি আমাকে ঠিক রেখেছো। আর কি ভার সইতে পারলে না মা! মা ওঠ।

চিত্রা। ভগবান! কি দিলে ভগিনীর পুত্র রক্ষা হয়, বলে দাও। আমাকে বলি দিলে যদি রক্ষা হয়, তাহ'লে আমি আত্ম-বলি দিই, পুত্রকে বলি দিলে যদি রক্ষা হয়, তাহ'লে পুত্র বলি দিই।

অনন্ত। লগনা—লগনা এখন সব বুঝেছি। এ সেই বিটলে বামুনের কাজ, এ সময় যদি সেই বিটলে বামুনকে পাই—

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। কেন বিটলে বামুনকে কেন? কিছু নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছ নাকি?

অনন্ত। এই যে এসেছো—নেমন্ত্রণ করেছি বই কি! তুমিই আগুন জালিয়ে গেছ—নাও—এখন উলুপীর পুত্রশোকের ভাগ নাও যদি না নাও তাহলে লাঠী খাও, ইলাবন্তের সঙ্গে যাও।

নারদ। ইলাবন্ত যে পথে গেছে নাগরাজ! সে পথে আমি যাই আমার সাধ্য কি! যে বালক দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিতে জানে সে ভিন্ন সে সুন্দর দেব সেবিত পথে আর কেউ যেতে পারে না।

(পট পরিবর্ত্তন।)

(ইলাবন্ধুকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ।

ওই দেখ কোথায় তার স্থান। অমৃতের আধার জগৎ তাকে আপনার কোলে আশ্রয় দান করেছেন। কোথায় প্রভু আছ, দেশের পাপ দূর করতে, ধর্ম্মের পথ প্রসারিত করতে নারায়ণ সহচর অর্জ্জুনরূপী নরের মঙ্গলার্থী আর কে বালকরূপী মহাপুরুষ কোথায় আছ এস -- মানবের চিরপূজ্য এই পূণ্য অমৃতময় স্থান গ্রহণ কর।

আর, এস মা ভারতকুল ললনা ! এই আদর্শ সম্মুখে রেখে জীবন যজ্ঞে সন্তানকুসুমের অঞ্জলি দিয়ে ভারতের কল্যাণ বিধান কর !

সম্পূর্ণ